পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 345 Monday, 18 November, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৩৪৫ সংখ্যা ✱ ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, সোমবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

রানী এলিজাবেথের পর নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী
পাতা-২

হাওড়ার শিবপুরে গাড়ি দুর্ঘটনায় চালক-সহ মৃত দুই, আহত আরও ৩ জন
পাতা-৩

নদীয়ার কৃষ্ণনগরের এক আম বাগানে সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
পাতা-৭

পার্থে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট। তার আগে ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় দল।
পাতা-৮

## মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলা উন্মত্ত জনতার

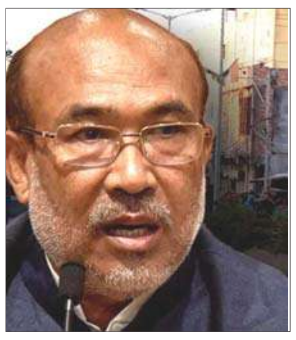

ইম্ফল, ১৭ নভেম্বর ঃ উত্তপ্ত মণিপুরে এবার উন্মত্ত নাগরিকদের নিশানায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। শনিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। দরজা ভেঙে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয় পুলিশকে। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রীর হামলা চালিয়েছে উত্তেজিত জনতা। জিরিবাম জেলায় ৬ মেইতেই নাগরিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে নতুন করে আগুন জ্বলছে মণিপুরে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, এই দাবিতে প্রায় গোটা রাজ্যে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ শুরু করেছে মেইতেইদের একটা বড় অংশ। শুক্রবারই কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন করে রাজ্যের ৬টি থানাকে আফস্পার অধীনে আনা হয়। কিন্তু শনিবার জিরিবাম থেকে অপহৃত ৬ মেইতেই নাগরিকের মৃত্যুর খবর আসার পর পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। শনিবার বিকালের পরই গোটা ইম্ফলে কারফিউ জারি করা হয়। সেনা, অসম রাইফেলস এবং মণিপুর পুলিশের নিরাপত্তারক্ষীরা কার্যত গোটা ইম্ফল শহর ছেয়ে ফেলেন। কিন্তু তারপরও থামানো যায়নি বিক্ষোভ। রাতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী এবং তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এমনকী, হামলা চালানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও। প্রথমে লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের থামানোর চেষ্টা করা হয়। পরে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হন নিরাপত্তারক্ষীরা। যদিও হামলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে ছিলেন না বলেই খবর। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর জামাই তথা বিজেপি বিধায়ক আরকে ইমো, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সাপম রঞ্জন এবং উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী এল সুসীন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে উন্মত্ত জনতা। মণিপুর পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলার খবর স্বীকার করে নিয়েছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে সেটাও মেনে নিয়েছে পুলিশ। শনিবার রাতে সব মিলিয়ে মোট ৮ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

## মুকুন্দপুরে কাণ্ডে নয়া মোড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ শেয়ার বাজারে প্রচুর টাকা খুইয়ে ডাকাতির ছক কষেছিল দুই নার্স। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এল এমনই চমকে দেওয়া তথ্য। বারাকপুর, পুরুলিয়া, রানাঘাটের কায়দায় এবার রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কলকাতার সোনার দোকানে দুষ্কৃতীরা হানা দেয়। ক্রেতা সেজে দোকান লুটের চেষ্টা চালায় ২ জন। দোকানের মালিক বাধা দিলে তাঁর গলায় কোপ মারা হয়। মুকুন্দপুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি দোকানের মালিক। এদিকে মালিকের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে। তাদের আটক করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। ধৃতরা জানায়, তারা আর এন টেগোর বেসরকারি হাস পাতালের নার্স। শেয়ার বাজারে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল তাঁদের। সেই টাকা তুলতেই সোনার দোকানে ডাকাতির ছক কষে তারা। সেই মতো এদিন সকালে মুকুন্দপুরের সোনার দোকানে হানা দিয়ে গয়না ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছিল তারা। মালিক বাধা দেওয়ায় তাঁর গলায় কোপ মারে।

# পুলিশি হেফাজতে মূল অভিযুক্ত

### কসবা কাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার মামলায় মূল অভিযুক্ত আফরোজ খান ওরফে গুলজারকে ১৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাকে জেরা করে আরও তথ্য হাতে পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি করেছে পুলিশ। তাঁদের সন্দেহ, এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে। গত শুক্রবার কসবায় নিজের বাড়ির সামনেই সুশান্ত ঘোষকে গুলি করার চেষ্টা হয়েছিল। ঘটনায় ইতিমধ্যে দুজন গ্রেফতার হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন যুবরাজ সিং (শুটার), অন্যজন আফরোজ। একেই মূল ষড়যন্ত্রকারী বলে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। বিহারে পালানোর সময় পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে বিহারের যোগ থাকতে পারে। তাই প্রয়োজন ওই রাজ্যে গিয়েও তাঁরা তদন্ত করতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ধৃত শুটার এবং ' দু'জনেরই আদি বাড়ি বিহারে। এমনকী, বিহার থেকেই অস্ত্র আনা হয়েছিল বলে জেনেছে পুলিশ। তাই সেই রাজ্যেরই আরও কেউ এই ঘটনায় জড়িত থাকার সম্ভাবনা দেখছেন তদন্তকারীরা। কেন তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুন করতে চেয়েছিল আফরোজ ওরফে গুলজার? জেরায় পুলিশকে গুলজার জানিয়েছে, সুশান্ত-ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার তাঁর জমি দখল করে নিয়েছিল। সেই জমি ফিরে পেতে অনেক চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু ফল মেলেনি। এই কারণেই তৃণমূল কাউন্সিলরের ওপর রাগ জন্মায় তার এবং পরবর্তীকালে তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করে সে। পুলিশি তদন্তে এও উঠে এসেছে, এর আগে আগস্ট এবং অক্টোবর মাসেও সুশান্ত ঘোষকে খুনের ছক করেছিল তারা। তবে কোনও কারণে তা ব্যর্থ হয়। 'শুটার যুবরাজ সিং আগেই পুলিশকে জানিয়েছে, মারার জন্য নয়, কাউন্সিলরকে শুধুমাত্র 'ভয়' দেখাতেই 'সুপারি' দেওয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু পরে গুলজার জানিয়েছে, পুরোপুরি হত্যার ছকই ছিল সুশান্ত ঘোষকে। তবে এবারেও সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।

## ঝাড়খণ্ডকে সবসময়ই মূল স্রোতে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রীঃ জে পি নাড্ডা

ধানবাদ, ১৭ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডকে সবসময়ই মূল স্রোতে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার ঝা।খণ্ডের ধানবাদে এক নির্বাচনী প্রচারে নাড্ডা বলেছেন, ইউপিএ সরকার ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য মাত্র ৮০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। মোদী সরকার ঝাড়খণ্ডকে উন্নয়নের জন্য ৩,০০,০০০ কোটি টাকা দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত, মুদ্রা যোজনা ইত্যাদির মতো প্রকল্পগুলি ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী সবসময় ঝাড়খণ্ডকে মূল স্রোতে রেখেছেন। নাড্ডা আরও বলেছেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর মন্ডল কমিশন কার্যকর করা হয়েছিল। আমি রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনে কতজন ওবিসি আছে... কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কতজন ওবিসি আছে? আমি বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্রিসভায় ২৭ জন মন্ত্রী ওবিসিভুক্ত। আমাদের সরকার পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে মূলধারায় আনতে কাজ করেছে।

# উনিশে নামল কলকাতার তাপমাত্রা, সপ্তাহভর রাজ্যজুড়েই শীতের আমেজ

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ সপ্তাহান্তে শীতের পরশ গায়ে মেখেছে রাজ্য। নেমেছে তাপমাত্রা। চলতি সপ্তাহজুড়েই এই মনোরম আবহাওয়া থাকবে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস বলছে, উইকেন্ডে রাজ্যজুড়েই শীতের আমেজ। প্রথম শীতের এই আমেজের স্পেল থাকবে সপ্তাহজুড়ে। অর্থাৎ উত্তুরে হাওযাতে সপ্তাহভর মনোরম পরিবেশ। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা কমছে। আগামী দুদিনে আরও দুই-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে। মনোরম পরিবেশ হলেও এখনই জাঁকিয়ে শীতের কোনও সম্ভাবনা নেই। শুধু

পশ্চিমের জেলা নয়, হাওয়া বদল হয়েছে কলকাতারও। আরও নামল কলকাতার দিন ও রাতের পারদ। উনিশের ঘরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্র। উইকেন্ডে মনোরম আবহাওয়া। হালকা শীতের আমেজ। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা। শুস্ক আবহাওয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এদিকে সকালের দিকে সব জেলাই হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা ঢাকছে। উত্তরবঙ্গের তিন জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় মাঝারি কুয়াশা থাকবে। পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলাতে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। আজ ও কাল দুদিন বিহার সংলগ্ন জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা থাকবে। ঘন কুয়াশার চাদর থাকবে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে।

# 'আম আদমির লড়াই ছেড়েছে দল', ইডির তলবের পরই আপ ছাড়লেন কৈলাস গেহলট

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির স্ক্যানারে ছিলেন। কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে তলবও করেছিল। সেই ঘটনার মাস ছয়েক বাদেই আম আদমি পার্টি ছাড়লেন দিল্লির মন্ত্রী কৈলাস গেহলট। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে কৈলাসের পদত্যাগ চাপ বা।াবে আপের উপর। কৈলাস শুধু পদত্যাগ করেছেন তাই নয়। আপের সাম্প্রতিক একাধিক নীতির ক।া সমালোচনাও করেছেন। নিজের পদত্যাগপত্রে তিনি লিখছেন, ' এখন বহু লজ্জার বিতর্ক সামনে চলে আসছে। যাতে নিজেকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে, আমরা কি এখনও আম আদমি থাকায় বিশ্বাস রাখি?' কৈলাস সাফ বলছেন, আপ এখন আম আদমির এজেন্ডা ভুলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার ল।াই করছে। এভাবে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করাও সম্ভব

হচ্ছে না। চিঠিতে দিল্লির মন্ত্রী সাফ বলছেন, ' সরকার যেভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে নিত্য ঝামেলা করে চলেছে, তাতে মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ল।াই করে। এভাবে মানুষের চাহিদা পূরণ হয় না। তাই কোনও বিকল্প না দেখেই আমাকে আপ ছাড়তে হল।' ৫০ বছর বয়সি কৈলাশ গেহলট পেশায় আইনজীবী। তিনি নাফাজগ। বিধানসভার বিধায়ক এবং দিল্লির বিধানসভার পূর্ণ মন্ত্রী। অতীতে দিল্লির পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রক সামলেছেন। অতিশী মন্ত্রিসভারও সদস্য তিনি। কেজরিওয়াল জেলে থাকাকালীন আপের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। বস্তুত আপ শীর্ষ নেতৃত্ব যখন আবগারি কেলেঙ্কারিতে জেলে তখন আপে তাঁর গুরুত্ব অনেকটাই বে।ছিল। গত মার্চ মাসে তিনিও আবগারি দুর্নীতিতে ইডির স্ক্যানারে চলে আসেন। তাঁকে তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তার মাস ছয়েক বাদেই দিল্লির শাসকদলের সঙ্গ ছাড়লেন তিনি।

# ইজরায়েলের হামলায় ধ্বংস ইরানের পরমাণু কেন্দ্র! উপগ্রহ চিত্রে জল্পনা তুঙ্গে

১৭ নভেম্বর ঃ ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ইরানের গোপন পরমাণু অস্ত্র গবেষণাগার? সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা এক কৃত্রিম উপগ্রহ চিত্র সেই জল্পনা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। জানা যাচ্ছে, গতমাসে ইরানের পারচিন মিলিটারি কমপ্লেক্সে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। সেই হামলায় ধ্বংস হয় ইরানের ' সিক্রেট' পরমাণু কেন্দ্র। যদিও সে দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ইরান। গত ১ অক্টোবর ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। যার বদলা নিতে ক্ষোভের আগুনে ফুঁসছিল তেল আভিভ। সেই হামলার জবাবে গত ২৬ অক্টোবর ইরানের তিনটি জায়গাকে টার্গেট করে পালটা হামলা চালায় ইজরায়েল। যেগুলি হল, তেহরান, খুজেস্তান ও ইলাম। এই তেহরানের অন্তর্গত পারচিন মিলিটারি কমপ্লেক্স। এখানে ইরানের গোপন পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংসের দাবি করেছে তিন মার্কিন ও দুই ইজরায়েলি আধিকারিক। তাদের দাবি, ওই অঞ্চলে গোপনে পরমাণু অস্ত্র গবেষণাগার চালাচ্ছিল ইরান। জবাবি হামলায় সেখানকার গবেষণাগারের অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করেছে ইজরায়েল। উদাহরণ স্বরূপ, পরমাণু অস্ত্রের

এই ইজরায়েলের হামলায় তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। এবং পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার কাজে ইরানকে বহু পিছনে ঠেলে দিয়েছে। ইজরায়েলের ওই আধিকারিকের দাবি, ২৬ অক্টোবর ইরানের উপর প্লাস্টিকের একটি অংশ তৈরি করা হত এই গবেষণাগারে। যা পরমাণু অস্ত্রের ইউরেনিয়ামের অংশ ঘিরে রাখত। সেই যন্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে ইজরায়েল। জানা যায়, প্লাস্টিকের অংশটি বিস্ফোরকের 'ডিটোনেটর' হিসেবে কাজ করত। এই অংশটি তৈরি করার যন্ত্রটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বিস্ফোরণ প্রক্রিয়াটিই সম্ভব হবে না। ইজরায়েল ও আমেরিকা এমন দাবি করলেও তা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দিয়েছে ইরান। এখানকার বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি পরমাণু অস্ত্র গবেষণার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি জানান, 'ইরাণ পরমাণু অস্ত্রের পিছনে ছুটছে না। ইজরায়েল ও আমেরিকা ভিত্তিহীন মিথ্যা গল্প শোনাচ্ছে। উল্লেখ্য, ইরানের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বার বার অভিযোগ উঠেছে গোপনে পরমাণু অস্ত্র গবেষণা করছে ইরান। এই বিষয়ে ইরানকে সতর্ক করেছে আমেরিকা। তবে অভিযোগ, হোয়াইট হাউসের বার্তা কানে তোলেনি ইরান। এবার উপগ্রহ চিত্র প্রকাশ্যে এনে দাবি করা হল, ইরানের সেই পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ইজরায়েলের হামলায়।

## নাইজেরিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অগ্রাধিকার দেয় ভারত ঃ প্রধানমন্ত্রী

আবুজা ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ নাইজেরিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অগ্রাধিকার দেয় ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাইজেরিয়ার আবুজায় সে দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, আর্থিক সমস্যা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিশালী সহযোগিতা রয়েছে। আমাদের সম্পর্কের সঙ্গে বেশ কিছু নতুন সম্ভাবনা যুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জলদস্যুতা এবং মাদক চোরাচালানের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে তা করতে থাকব। নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীমোদীকে দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার দিয়ে সম্মানিত করবে নাইজেরিয়া। রানী এলিজাবেথ হলেন একমাত্র বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি ১৯৬৯ সালে দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী মোদী নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন। এটি হবে ১৭ তম আন্তর্জাতিক পুরস্কার, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি দেশ প্রদান করছে।

# ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর, মহারাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচার বাতিল অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ ফের হিংসায় জ্বলছে মণিপুর। হামলা হয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে। এহেন পরিস্থিতিতে নিজের সমস্ত নির্বাচনী প্রচার বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে নিজের যাবতীয় প্রচারসভা বাতিল করে দিল্লিতে ফিরে গিয়েছেন তিনি। জিরিবাম জেলায় ৬ মেতেই নাগরিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে নতুন করে আগুন জ্বলছে মণিপুরে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, এই দাবিতে প্রায় গোটা রাজ্যে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ শুরু করেছে মেতেইদের একটা ব। অংশ। সেই প্রতিবাদ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে শনিবার রাতে। মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের বড়িতে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। দরজা ভেঙে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয় পুলিশকে। যদিও হামলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে ছিলেন না বলেই খবর। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রীর হামলা চালিয়েছে উত্তেজিত জনতা। শনিবার বিকালের পরই গোটা ইম্ফলে কারফিউ জারি করা হয়। সেনা, অসম রাইফেলস এবং মণিপুর পুলিশের নিরাপত্তারক্ষীরা কার্যত গোটা ইম্ফল শহর ছেয়ে ফেলেন। কিন্তু তারপরও থামানো যায়নি বিক্ষোভ। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর জামাই তথা বিজেপি বিধায়ক আরকে ইমো, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সাপম রঞ্জন এবং উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী এল সুসীন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে উন্মত্ত জনতা। শনিবার রাতে সব মিলিয়ে মোট ৮ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এহেন পরিস্থিতিতে নিজের নির্বাচনী প্রচারে কাটছাঁট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রবিবার বিদর্ভে প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই নির্বাচনী সভা বাতিল করে নাগপুর থেকেই তিনি দিল্লি উড়ে গিয়েছেন। শাহের পরিবর্তে সভাগুলোতে বক্তৃতা দেবেন স্মৃতি ইরানি এবং শিবরাজ সিং চৌহান। উল্লেখ্য, এর আগেও মণিপুর হিংসার কারণে কর্নাটকের নির্বাচনী প্রচার বাতিল করেছিলেন অমিত শাহ।

# খালিস্তানি জঙ্গি নেতা পান্নুন হত্যা চেষ্টা, দিল্লি আদালতে নিজের প্রাণ সংশয়ের দাবি 'র' কর্তার

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করছেন রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র)-এর প্রাক্তন কর্তা বিকাশ যাদব তাঁর বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ খলিস্তানপন্থী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস (এসএফজে)-এর নেতা গুরুপতবন্ত সিং পন্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরব হয়েছে একাধিক খালিস্তানি সংগঠন। সম্প্রতি দিল্লির একটি আদালতে তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, তার জীবনের ওপর গুরুতর হুমকি রয়েছে। গত অক্টোবর মাসে আমেরিকার একটি আদালতে বিকাশ যাদবের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই তাকে 'ওয়ান্টেড' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। অভিযোগ, শিখ ফর জাস্টিস সংগঠনের নেতা পন্নুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনায় তার নাম উঠে এসেছে। শিখ ফর জাস্টিস একটি নিষিদ্ধ খলিস্তানপন্থী সংগঠন, যারা ভারতের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে জড়িত। সংগঠনের নেতা পন্নুন দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে খলিস্তানের স্বপক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। বিকাশ যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সংগঠনের এই নেতাকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। দিল্লির আদালতে বিকাশ যাদব তার প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আমার জীবন এখন চরম বিপদের মুখে। এমনকি আমি শারীরিক আঘাত বা হত্যার শিকার হতে পারি। তিনি আদালতের কাছে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার আবেদন জানান। বিকাশ দাবি করেছেন যে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং তাকে রাজনৈতিক চাপে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং গুপ্তচর সংস্থার কার্যকলাপের জন্য তার জীবন এখন বিপদের মুখে। আমেরিকার তদন্ত সংস্থা এফবিআই বিকাশ যাদবকে তাদের ওয়ান্টেড তালিকায় রেখেছে। আন্তর্জাতিক তদন্তের জন্য ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে সহযোগিতার একটি অংশ হিসেবে এই মামলা উঠে এসেছে। পন্নুনের মতো নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভারত দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বিকাশ যাদবের নাম ওঠায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। দিল্লির আদালতে তার বক্তব্যের পর, ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তার সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে। যদিও আদালত এই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দেশ দেয়নি, তবে মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিকাশ যাদবের এই মামলা ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। আমেরিকা এবং ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বড় প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি, পন্নুনের মতো নেতাদের কার্যকলাপ দমন করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রয়াসকেও প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। বিকাশ যাদব 'র' একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মিশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং তার বর্তমান পরিস্থিতি তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারকে বিতর্কিত করে তুলেছে।

# উদ্ধব ঠাকরের পর এবার শরদ পওয়ারের ব্যাগে তল্লাশি কমিশনের! তুঙ্গে বিতর্ক

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের ব্যাগে তল্লাশি চালানো নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার শরদ পাওয়ারের ব্যাগে তল্লাশি চালালেন নির্বাচনী আধিকারিকরা। সোলাপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে মহারাষ্ট্রের পুণেতে বারামতিতে বর্ষীয়ান রাজনীতিকের ব্যাগে তল্লাশি চালানো হল। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে মহারাষ্ট্রের পালঘরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডের ব্যাগেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। বাদ পড়েননি অমিত শাহ, রাহুল গান্ধীও। আর মাত্র তিনদিন পরই বিধানসভা নির্বাচন মহারাষ্ট্রে। এই পরিস্থিতিতে লাগু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি। তাই বিভিন্ন নেতাদের ব্যাগে তল্লাশি চালানোর মতো ঘটনা ঘটছে। এদিন সোলাপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন শরদ পাওয়ার। সেই সময় বারামতিতে তাঁর ব্যাগে তল্লাশি চালান নির্বাচনী আধিকারিকরা। পরে তল্লাশি শেষ হলে নিজের চপাড়ে চড়ে সোলাপুরের উদ্দেশে পাড়ি দেন পাওয়ার। শুক্রবার মহারাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানেই নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁর চপারে তল্লাশি চালানো হয়েছে

বলে জানান শাহ। তল্লাশির ভিডিও নিজের এক্স হ্যান্ডেলেও প্রকাশ করেন তিনি। শনিবার মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ব্যাগ তল্লাশি নিয়েও একপ্রস্থ নাটক হয়। তার আগে সোমবার একপ্রকার আচমকায় উদ্ধব ঠাকরের ব্যাগে তল্লাশি চালান নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শিব সেনা ইউবিটির নেতা উদ্ধব নিজেই। মঙ্গলবার ফের উদ্ধবের ব্যাগ 'পরীক্ষা' করা হয়। ওই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়ার পর বিরোধী শিবিরের অন্য নেতারাও উদ্ধবকে সমর্থন করেন। শরদ পওয়ার বলে দেন, ওদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাই ওরা বিরোধীদের বিব্রত করছে। এ সবের ফল ওদের ভুগতে হবে। এবার তাঁর ব্যাগেও তল্লাশি চালানোর ঘটনা ঘটল। অবশ্য এর পাশাপাশি একই ঘটনা ঘটেছে খোদ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও। পালঘরে ভোটপ্রচারে গিয়েছিলেন একনাথ শিণ্ডে। সেখানে গিয়েই কমিশনের আধিকারিকরা শিণ্ডের ব্যাগে তল্লাশি চালান। কমিশন জানিয়েছে, ভোটের আগে বড় নেতা বা তারকা প্রচারকদের গাড়ি বা ব্যাগে তল্লাশি চালানো কমিশনের আধিকারিকদের রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে।

## রানী এলিজাবেথের পর এবার মোদী, নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার দিয়ে সম্মানিত করবে নাইজেরিয়া। রানী এলিজাবেথ হলেন একমাত্র বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি ১৯৬৯ সালে দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী মোদী নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন। এটি হবে ১৭ তম আন্তর্জাতিক পুরস্কার, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি দেশ প্রদান করছে।

## দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, সাড়ে ৪ মাস পর চালু এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর ঃদীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার মাস পর চালু হল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ দেশ-বিদেশের পর্যটক-সহ মোট ৩৫ জন যাত্রী নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় ট্রেনটি। এটি বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ দার্জিলিংয়ে পৌঁছবে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এই পদক্ষেপে খুশি পর্যটকরা।এদিন টয়ট্রেন চালুর আগে এনজেপির টয়ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ডিআরএম-সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে ডিআরএম বলেন, ' মাস বন্ধ থাকা অবস্থায় রেললাইনের সংস্কার হয়েছে। তাই বর্তমানে কোনও আশঙ্কা নেই। এছাড়াও বৃষ্টির মরশুম না থাকায় পাহাড়ে ধসের সেরকম সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।' এদিন সাংবাদিক বৈঠক শেষে ডিআরএম-সহ রেলের আধিকারিকরা সবুজ পতাকা নাড়িয়ে টয়ট্রেনের যাত্রার

## গয়ায় ট্রান্সপোর্ট গুদামে ভয়াবহ আগুন, শর্টসার্কিট থেকেই বিপত্তি বলে অনুমান

গয়া, ১৭ নভেম্বরঃ বিহারের গয়ায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ট্রান্সপোর্ট গুদামে। রবিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের প্রায় ১০টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর রবিবার সকালে আগুন আয়ত্তে এসেছে। শর্টসার্কিট থেকেই এই বিপত্তি বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।দমকল অফিসার অর্জুন প্রসাদ সিং বলেছেন, আগুন নেভানোর কাজ চলছে। ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যদিও এটি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয় একজন বলছেন, রবিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ যখন আগুন লাগে তখন আমরা ঘুমেমিয়েছিলাম। দমকলকর্মীরা এসেও আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ৭-৮টি ইঞ্জিন ছিল, কিন্তু তারা আগুন নেভাতে পারেনি।

## দিল্লিতে বাতাসের গুণমান খারাপই একিউআই ৪২৮, কমেছে দৃশ্যমানতা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ আরও খারাপ হল দিল্লির বাতাসের গুণগতমান। রবিবার সকালেও ঘন ধোঁয়াশায় ঢাকল রাজধানী দিল্লি। ধোঁয়াশার কারণে দৃশ্যমানতাও কমেছে অনেকটাই। এদিন সকালে দিল্লির অক্ষরধাম, ইন্ডিয়া গেট এবং আনন্দ বিহারে মতো এলাকায় বাতাসের গুণগত মান ছিল অত্যন্ত খারাপ। চারিদিক ঘন ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল।সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড অনুসারে, রবিবার সকাল আটটা নাগাদ দিল্লির আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৫৭, বাওয়ানায় ৪৭১, দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৪৪৫। নতুন দিল্লি রেল স্টেশনের চারপাশের এলাকা ধোঁয়াশার ঘন স্তরে ঢেকে

# ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা ইসরাইলের একটি পরিকল্পিত প্রকল্প 'শহীদদের অধিকাংশই নারী ও শিশু'

বিশ্বসংবাদসংস্থাঃফিলিস্তিনে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা সম্পর্কে গাজার একজন ফিলিস্তিনি ডাক্তারের গল্পের প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্ব সামাজিক নেটওয়ার্কে একটি বার্তা প্রকাশ করে লিখেছেন, আসুন, এই গল্পগুলোর একটা গল্প হয়ে যাক। গণহত্যার শিকারদের আমরা কখনোই ভুলে যাব না। পার্স্টুডে অনুসারে,মানবিক বিষয়ক জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মহাসচিব জয়েস মেসোয়া নিরাপত্তা পরিষদের সভায়ও ঘোষণা করেছেন যে ইসরাইলের হত্যার শিকারদের মধ্যে ৭০ ভাগ নারী ও শিশু।অন্যদিকে, সুইডিশ পরিবেশবাদী এবং মানবাধিকার কর্মী গ্রেটা থানবার্গ গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের গণহত্যায় কিছু সরকারের অংশগ্রহণের প্রতিবাদ করে একটি ভিডিও প্রকাশ বলেছেন,

'ইহুদিবাদী ইসরাইলকে জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে গাজায় গণহত্যা চালানোর কাজে সহযোগিতা দেয়ার জন্য সবার উচিত দেশে দেশে তুরস্ক এবং আজারবাইজান দূতাবাসগুলোর সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করা।'জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক উপ-মহাসচিব ইলজে ব্র্যান্ড কেহরিসও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে জোর দিয়ে বলেছেন যে,ইহুদিবাদী হামলার তীব্রতার কারণে গাজায় এখন কোনো নিরাপদ স্থান নেই। এই অঞ্চলের অবস্থা সংকটজনক এবং এখানে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি বিরাজ করছে।এদিকে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি রিযাদ মনসুর নিরাপত্তা পরিষদকে গাজার দুর্ভিক্ষ সংকটের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। মনসুর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে বলেন,' চিন্তা করা যাক, ইসরাইল জাতিগত নির্মূল এবং ঔপনিবেশিক লক্ষ্য এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি যুদ্ধ পদ্ধতি হিসাবে দুর্ভিক্ষ প্রয়োগ করেছে।ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু (ইউএনআরডব্লিউএ)'র প্রধান কর্মকর্তা লুইস ওয়াটারিজের মতে,গাজা উপত্যকায় প্রবেশের জন্য সাহায্যের পরিমাণ গত কয়েক মাসে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। ইউএনআরডব্লিউএর এই কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেনঃশিশুরা প্রাণ হারাচ্ছে। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। এখানকার মানুষের সবকিছুই দরকার।

# পরিচ্ছন্নতা প্রযুক্তি খাতে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পরিবেশ রক্ষায় পশ্চিমাদের সদিচ্ছার অভাবের প্রমাণ

ইরান,১৭নবেম্বরঃইরানের পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সংস্থার প্রধান শিনা আনসারী বলেছেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কপ-২৯ শীর্ষক শীর্ষ বৈঠকে ইসলামী ইরান সেইসব একতরফা ও অন্যায্য নিষেধাজ্ঞাগুলোর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে যেগুলো পরোক্ষভাবে ইরানের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব রাখছে। আযারবাইজানের রাজধানী বাকুতে আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক বার্ষিক সম্মেলন তথা কপ-২৯-এ অংশ নিয়েছেন ইরানের ভাইস প্রেসিডেঃট ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সংস্থার প্রধান শিনা আনসারী। ১১ নভেম্বরে শুরু হওয়া এ সম্মেলন শেষ হবে ২২ নভেম্বরে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো ১৯৯২ সালে আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। ইরানের ভাইস প্রেসিডেঃট শিনা আনসারী বাকুতে বলেছেন, ইরান আবহাওয়ার পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশনের সদস্য এবং এ বিষয়ে অনেক ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের নানা নিষেধাজ্ঞা ইরানের পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক বা পরিবেশ দূষণ রোধ বিষয়ক নতুন নতুন প্রযুক্তি খাতে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞাগুলোকে অবিচারপূর্ণ বলে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন, ইরানের ওপর এসব নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলে নেয়া না হলে আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন মেনে চলার প্রত্যাশা অযৌক্তিক। কার্বন উপাদন কমিয়ে আনা ও গ্রিন হাউস গ্যাস ছায়ে পা কমিয়ে আনা এই কনভেনশনের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু ইসলামী ইরান অবৈধ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে এ সংক্রান্ত নানা প্রযুক্তি ও অর্থ সম্পদ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। ২০২১ সাল জাতিসংঘের আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলনে ইরানের প্রতিনিধি বলেছিলেন তার দেশের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলে নেয়া না হলে তেহরান প্যারিস চুক্তিতে যোগ দেবে। তেহরান অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলোকে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ বলে মনে করে যা দেশটির উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। ইরান আবহাওয়া বিষয়ক ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না পশ্চিমা দেশগুলোর বাধার কারণেই। অথচ পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সুফলগুলো ভোগ করা প্রত্যেক দেশের ন্যায্য অধিকার। জ্বালানী উপাদক দেশ হিসেবে ইরানে পরিবেশ

# বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১৭ নভেম্বরঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার ( যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিক্‌ঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিক্‌ঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

## মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন রেল প্রকল্পে ১,৬৪,৬০৫ কোটি টাকা বিনিযোগে করা হচ্ছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আশ্বস্ত করেছেন, আগামী ৫ বছরে মুম্বইবাসীদের যাতাযাতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। তিনি জানান, মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন রেল প্রকল্পে ১,৬৪,৬০৫ কোটি টাকা বিনিযোগে করা হচ্ছে। তিনি যোগ করেছেন, বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পে রাজ্যে ১,১০,০০০ কোটি বিনিয়োগ করা হচ্ছে।নতুন রেললাইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যে ৬ হাজার কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক বসানো হচ্ছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ১৩২টি রেলস্টেশন উন্নত করা হচ্ছে। রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব বলেছেন, মুম্বইতে ৩২০ কিলোমিটার ট্র্যাক স্থাপন করা হচ্ছে এবং মুম্বইতে ১৬ হাজার কোটিরও বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। তিনি জানান, কাভাচ ৫.০ মুম্বইতে বাস্তবায়িত হবে।

## ১৯টি আইটিআই আধুনিকীকরণে টাটা গোষ্ঠীর সাথে মৌ স্বাক্ষর করবে ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ ত্রিপুরার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তথা আইটিআইগুলিতে আধুনিক কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সুপরিচিত টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ ভাবে ত্রিপুরার ১৯টি আইটিআই-তে আগামী পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার মহাকরণে একথা জানিয়েছেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।তিনি আরো জানান সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই আধুনিকীকরণের জন্য টাটা গোষ্ঠী ৮৬ শতাংশ এবং ত্রিপুরা সরকার ১৪ শতাংশ ব্যয় বহন করবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায় আইটিআই-র প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে ৫৭০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করবে। রাজ্য সরকার নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে ১২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব শীঘ্রই টাটা টেকনোলজির সাথে ত্রিপুরা সরকার মৌ স্বাক্ষর করবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী সারা দেশে স্টার্টআপ কোম্পানি গড়ে তুলার ডাক দিয়েছেন। তাতে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্ত ত্রিপুরায় আইটিআই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিকাঠামোর দিক দিয়ে আরও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই টাটা গোষ্ঠীর সহায়তায় যৌথভাবে ত্রিপুরায় ১৯টি আইটিআই-তে আগামী পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে টাটা গোষ্ঠী কর্ণাটক, তামিলনা|, অসম, গোয়া, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং তেলেঙ্গানা সহ দেশের আরও অন্যান্য রাজ্যের আইটিআইগুলিতে বিনিয়োগ করেছে। ওই বিনিয়োগে রাজ্য সরকার যৌথভাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে, নতুন নতুন মেশিন ও টেকনোলজি ব্যবহার করে ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই মূল লক্ষ্য। ত্রিপুরা সরকারও এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।ত্রিপুরার আইটিআইগুলিতে টাটা গোষ্ঠী ৮৬ শতাংশ এবং ত্রিপুরা সরকার ১৪ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায় আইটিআই-র প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে ৫৭০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করবে। রাজ্য সরকার নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে ১২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে, ত্রিপুরার ছাত্র ছাত্রীরা কর্মসংস্থানে ব্যাপক সুযোগ পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

## জম্মু ও কাশ্মীর সরকার খুব ভালো কাজ করছে, প্রতিক্রিয়া ফারুকের

জম্মু, ১৭ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীর সরকার খুব ভালো কাজ করছে, দাবি করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। রবিবার সকালে জম্মুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমাদের সরকার খুব ভালোভাবে চলছে, অনেক কাজ করতে হবে। আমরা ৫ বছরে আমাদের ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করব।৩৭০ ধারা সম্পর্কে পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতির মন্তব্য সম্পর্কে এদিন ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, তাঁর এই ধরনের বিবৃতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের ইস্তেহারে এই বিষয়ে পরিষ্কার (অনুচ্ছেদ ৩৭০)।

## নাইজেরিয়া প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা, আতিথেয়তায় আপ্লুত মোদী

নয়াদিল্লি ও আবুজা, ১৭ নভেম্বর ঃ ত্রিদেশীয় সফরের শুরুতে নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজা পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, রবিবার ভোররাতে আবুজা পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। আবুজা পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, ধন্যবাদ, প্রেসিডেন্ট টিনুবু। কিছুক্ষণ আগে নাইজেরিয়ায় অবতরণ করেছি, উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞ।প্রবাসী ভারতীয়রাও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। প্রধানমন্ত্রী আতিথেয়তায় আপ্লুত হয়ে এক্স হ্যান্ডেলে জানান, নাইজেরিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের এমন উষ্ণ ও প্রাণবন্ত অভ্যর্থনা হৃদয়স্পর্শী! মারাঠিকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ায় নাইজেরিয়াতেই মারাঠি সম্প্রদায়ের মানুষজন আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

## যমুনার জলের অবস্থা খারাপই, কালিন্দী কুঞ্জে ভেসে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত ফেনা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ দিল্লিতে যমুনা নদীর উপর বিষাক্ত ফেনা ঘিরে উদ্বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। দিল্লিতে যমুনার জলে রবিবার সকালেও দূষণের দৃশ্য ধরা পড়ল। বিগত কয়েকদিনের মতো রবিবারও দেখা যায়, যমুনার জল সাদা ফেনায় ঢেকে গিয়েছে।রবিবার সকালেও দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান ছিল খারাপ, রাজধানী দিল্লি ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায়। এই দূষণের মধ্যেই যমুনা নদীর জলে দেখা গেল বিষাক্ত ফেনা। দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জ এলাকায় দেখা যায়, যমুনার জলে বিষাক্ত ফেনা ভেসে বেড়াচ্ছে। যা রীতিমতো চিন্তাজনক।

## ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত শুস্ক থাকবে উপত্যকা, ভূস্বর্গের আবহাওয়া থাকবে মনোরমই

শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর ঃ আপাতত জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত মূলত শুস্কই থাকবে আবহাওয়া। এই সময়ে আবহাওয়া থাকবে মূলত শুস্ক।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত মূলত শুস্ক থাকবে জম্মু ও

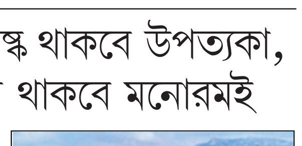

কাশ্মীরের আবহাওয়া। কোথাও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া মনোরম থাকলেও, তাপমাত্রায় হেরফের হতে পারে।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ১৮ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ কার্ত্তিক ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৭ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। তবে, শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১শতকরা এবং ৫১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মিনিট

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ**প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন।
**বৃষ রাশিঃ**নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
**মিথুন রাশিঃ** উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না। প্রলোভন বা প্ররোচনায় পা দিয়ে অর্থ নষ্ট করবেন না। শুভ দিন হবে।
**কর্কট রাশিঃ**খেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
**সিংহ রাশিঃ**স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি আপনার দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
**কন্যা রাশিঃ** সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। ব্যবসায়ীদের বহুমুখী উপায়ে রোজগারের পথ খুললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
**তুলা রাশিঃ**পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
**বৃশ্চিক রাশিঃ**নিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।
**ধনু রাশিঃ** প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
**মকর রাশিঃ**প্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে
**কুম্ভ রাশিঃ** অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন।
**মীন রাশিঃ**কর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। অর্থ ব্যয় হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে। শুভদিন

# কোদালিয়া আগাপুর হাইস্কুলের ছাত্রের ট্যাবের টাকা গেল বিহার

নববারাকপুর, ১৭ নভেম্বরঃ রাজ্য প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ট্যাব কাণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রতারিত প্রায় দুই হাজার পড়ুয়া। তার মধ্যেই এবার নাম জড়ালো নববারাকপুর কোদালিয়া আগাপুর হাইস্কুলের। জানা গিয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণির ১৩৭ জন ট্যাব পাওয়ার অধিকারী ছাত্র থাকলেও, ২০ জন ছাত্রের ট্যাবের টাকা চলে গিয়েছে অন্য একাউন্টে। এরপরই স্কুলের তরফ থেকে স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ নববারাকপুর থানা, পুরসভা সহ ডি আই অফিস এমনকি সাইবার ক্রাইমেও বিষয়টি জানানো হয়।

তবে কিভাবে হল এই গন্ডগোল! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীর কুমার মন্ডল জানান, ওই ছাত্রদের আইএফএসসি কোড ও নাম ঠিক থাকলেও, দেখা যাচ্ছে বদলে গিয়েছে অ্যাকাউন্ট নম্বর। তার ফলেই ট্যাবের টাকা পৌঁছে গিয়েছে বিহার মুর্শিদাবাদ উত্তর দিনাজপুরে। যদিও গোটা বিষয়টি প্রশাসন দেখছে বলেও জানান তিনি। তবে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ট্যাবের টাকা না পাওয়া ছাত্ররা। তারা প্রশ্ন তুলছেন কিভাবে এই ভুল হল! তবে কি স্কুল জড়িত কোনভাবে! যদিও রাজ্যে ট্যাবের টাকা ভিন্ন ভিন্ন একাউন্টে পৌঁছে যাওয়ার বিষয়টিতে ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতারণার শিকার হওয়া সমস্ত পড়ুয়াই 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে ট্যাব কেনার টাকা পাবে, কেউ বঞ্চিত হবে না। যদিও এই আশ্বাসের পর কিছুটা হলেও স্বস্তি বলেই মনে করছেন অনেক পড়ুয়া। এখন দেখার সরকার তদন্ত করে কি

পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর কত দিনে ওই প্রতারিত ছাত্রদের একাউন্টে ঢুকে তাদের নিজেদের ট্যাব কেনার টাকা পায়।

অন্যদিকে নববারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত কুমার বৈদ্য জানান,বিদ্যালয়ের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। এই ট্যাবের টাকা নিয়ে রাজ্যে অন্যান্য স্কুলে যেমন হয়ে তার ব্যতিক্রম নয় এখানেও। এই স্কুলেও পড়ুয়াদের টাকা অন্য একাউন্টে চলে গেছে।ব্যারাকপুর ডিডি ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত হলেই গোটা ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

## কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকেই ছড়াচ্ছে দূষণের অভিযোগ

আরামবাগ হুগলি, ১৭ নভেম্বরঃ পরিবেশ দূষণ রুখতে ঘটা করে স্বচ্ছ ভারত মিশনের টাকায় তৈরি হয়েছিল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। অভিযোগ তা থেকেই ছড়াচ্ছে দূষণ। বাজার ঘাট থেকে গ্রামগঞ্জের মানুষ নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেললেও সেইগুলি পরিষ্কার হচ্ছে না। বাজারে বাজারে জাল দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বর্জ্য গুলি তোলা হচ্ছে না। গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনেও একই অবস্থা। দুর্গন্ধে নাজেহাল ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষজন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের দায়িত্বে পঞ্চায়েত থাকলেও দীর্ঘদিন বর্জ্য নিষ্কাশন হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। প্রসঙ্গত, এক বছর আগে স্বচ্ছ ভারত মিশনের টাকায় পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে তৈরি হয়েছিল কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা। পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় কংক্রিটের কাঠামো করে ও ব্যাটারি চালিত গাড়ি সামনে রেখে উদ্বোধনে বসেছিল চাঁদের হাট।

## বকুলতলা থানার উদ্যোগে চুরি যাওয়া কুড়িটি ফোন দেওয়া হলো মালিকদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ ফোন বর্তমান সময়ে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বন্ধু হিসাবে পরিচিত।আর রাস্তা ঘাটে জনবহুল এলাকা থেকে প্রায় সময় মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রতিদিনই মোবাইল চুরির বহু অভিযোগ দায়ের হচ্ছে বিভিন্ন থানায়। আর কয়েকমাস ধরে বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানা এলাকা থেকে বহু ফোন চুরির ঘটনা ঘটার পরে অভিযোগ জমা পড়ে। আর তাঁর তদন্তে নেমে বকুলতলা থানার পুলিশ ২০ টি চুরি যাওয়া ফোন উদ্ধার করে। রবিবার সকালে উদ্ধার হওয়া ফোন গুলি ফোন মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়ের উপস্থিতিতে। এব্যাপারে বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায় বলেন, সারা বছর ধরে আমাদের এই অভিযান চলে। আর এদিন নিজেদের ফোন ফিরে পেয়ে খুশি ফোন মালিকেরা।

## শিবপুরে গাড়ি দুর্ঘটনায় চালক-সহ মৃত দুই, আহত আরও ৩ জন

হাওড়া, ১৭ নভেম্বরঃ হাওড়া জেলার শিবপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক গিয়াসউদ্দীন মোল্লার গাড়ি। দুর্ঘটনায় ওই গাড়ির চালক-সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গাড়িতে ৫ জন ছিলেন, বাকি ৩ জন আহত হয়েছেন। যদিও, বিধায়কের দাবি, ওই গাড়িটি তাঁর নয়। তবে, শিবপুরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার নামফলক লাগানো ছিল। নিবার রাত ১টা নাগাদ শিবপুরের ফোরশোর রোডে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারে ধাক্কা মারে গাড়িটি। মৃত্যু হয় দু'জনের। সওয়ারি তিন জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শনিবার রাতে চার জনকে নিয়ে হাওড়ার শিবপুরের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন ওয়াটগঞ্জের বাসিন্দা মোস্তাক খান (২৫)। সেই সময়ে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে চালক-সহ মোট পাঁচ জন ছিলেন। সকলেই চালকের আত্মীয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গাড়ি থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে মোস্তাক এবং আরও এক জনকে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে ওই হাসপাতালেই।

## উত্তরের হাওয়ায় নিম্নমুখী তাপমাত্রা, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই শীতের আমেজ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে একটু একটু করে কমছে তাপমাত্রার পারদ। তাপমাত্রা কমতেই কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। পুরুলিয়া, বীরভূমের মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা তুলনামূলকভাবেই বেশি। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির পাশাপাশি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। কোথাও কোথাও কুয়াশাও ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দুই থেকে তিন দিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে রাতের (সর্বনিম্ন) তাপমাত্রা কমতে পারে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার পরের দু'দিন তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। আপাতত শুষ্কই থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া।

## ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনায় বিধায়কের গাড়ি, মৃত ২, আহত তিন জন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ নভেম্বরঃ শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়লো রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লার গাড়ি। এই ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। আহত হয়েছেন আরও তিন জন। তাদের গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও দুর্ঘটনার সময় বিধায়ক গাড়িতে ছিলেন না বলেই জানা গেছে। শনিবার গভীর রাতে হাওড়ার শিবপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার গাড়ি। পুলিশ সূত্রে খবর, ফোরশোর রোডের অবনী মলের কাছে ঘটে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে গাড়িতে থাকা ২ আরোহীর। আর ও তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।জানা গেছে, হাওড়ার বাঁকড়ায় একটি বাড়িতে অনুষ্ঠানে আসা আত্মীয়দের ছাড়তে জিটি রোড পিলখানার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার গাড়ির চালক মহম্মদ মোস্তাক খান। অবনী মলের কাছেই একটি ট্রেলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে গাড়িটির। যার জেরে দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ২জনের। বাকি ৩ জনকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়া জেলা পুলিশ। মৃতদের বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকায়। তবে বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।

## ভদ্রেশ্বরের আকাশে রংবেরঙের ফানুস ওড়ালেন শচীন বাবু

মলয় সুর, হুগলী, ১৭ নভেম্বরঃ রবিবার দুপুরে ভদ্রেশ্বর জগদ্ধাত্রী পল্লীতে প্রতিবছরের মতো এবার ও ৭১ তম বর্ষে নিজের বাড়ির ছাদ থেকে ৮৪ বছরের শচীন কুমার মুখোপাধ্যায় অসংখ্য ফানুস উড়িয়ে সকল মানুষকে আনন্দ ও তৃপ্তি দিলেন। এই প্রজন্মের কাছে বর্ষিয়ান শচীন বাবু উৎসাহ পেয়ে ফানুস তৈরীর কর্মক্ষমতা তার দ্বিগুণ হয়েছে। বেলগাছিয়ার মিল্ক কলোনিতে এক আবাসনের ছাদের উপরে কয়েকজনের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এই ফানুস ওড়ানোর আয়োজন করা হয়।

মূল কারিগর অবশ্যই শচীন বাবু। এককালে এই অঞ্চলেই থাকতেন। এখন হুগলির ভদ্রেশ্বরে। পুরানো উত্তর কলকাতা উত্তর কলকাতার ছাতু বাবু লাটু বাবুদের ছাদে দীপাবলির দিন ফানুস উড়তো। এই দৃশ্য দেখে শচীন বাবুর চোখে মুখে ফানুস ওড়ানোর নেশা জেগে ওঠে। সেই ভালোবাসা সেই ভালোবাসাটা থাকলে, তবেই বার রং রংবেরঙের কাগজ জুড়ে আনন্দ উৎসব, মহিষমর্দিনী, লক্ষ্মীর ভান্ডার তৈরি করে ভাসিয়ে দেওয়া যায় তেপান্তরের উদ্দেশ্যে। ওপার এই আনন্দ আবেশের টানেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে মানুষ তৈরির কাজে হাত লাগান ফানুস- মানুষ শচীন বাবু। বর্ধমানের কাটোয়া জেলার বন কাপাসি গ্রামের বাসিন্দা শচীন মুখোপাধ্যায়।

প্রায় ৬৫ বছর ধরে নাগারে তিনি বানিয়ে চলেছেন বিচিত্র ধরনের ফানুস। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে গ্রাম থেকে চলে আসেন কলকাতা সেন্ট্রাল এভিনিউতে মামাতো ভাই দিপেন বন্দোপাধ্যায় এর বাড়ি। শচীন বাবু হাতে কলমে কোনদিন শিক্ষা পাননি। কিন্তু একলব্যের মতো গৌরীশংকর দে কে দেখেই উড়ন্ত রঙিন গোলক ভালোবেসেই ফানুসে পেয়ে বসেছিল সেদিনের সেই কিশোর শচীনকে। তাই হারিয়ে যাওয়া বাঙালি ফানুস ওড়ানোর রীতিকে এই বয়সেও ঝলমল করে উঠছেন ।

তার স্ত্রী দিপালী মুখোপাধ্যায় ২০১১ সালে মারা যান। তার একমাত্র ছেলে পিত্রাশীষ ফানুস তৈরির কাজকর্ম বাবার হাত থেকে নিয়েছেন। ২০১৯ সালে গেছিলেন গুজরাটের আমেদাবাদে দশ দিনের বিশ্বব্যাপী ঘুড়ি ও ফানুস প্রতিযোগিতায়। সেখানে সারা পৃথিবী থেকে এসেছিল ৫২টি দেশ। বাংলা থেকে গেছিলেন একমাত্র তিনি। সেখানে তার নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে।

## সুন্দরবনের যোগাযোগের অন্যতম কালভার্ট ভেঙে যানচলাচল বন্ধ কুলতলিতে

কুলতলি, ১৭ নভেম্বরঃ সুন্দরবনের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম কালভার্ট ভেঙে যাতায়াত আচমকা বন্ধ হয়ে পড়ায় সমস্যার সম্মুখীন এলাকাবাসীরা। দ্রুত মেরামতের আশ্বাস দিলেন বিডিও। কালভার্ট ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যাতায়াতের রাস্তা। আর ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার জালাবেড়িয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাখিরালা এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ইঞ্জিন ভ্যান নিয়ে পার হওয়ার সময় আচমকা হুড় মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে কালভার্টটি। এলাকার একমাত্র যাতায়াতের রাস্তার একটি কালর্ভাট হওয়াতে বন্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। আর তাতেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আশেপাশের চারটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে। তাছাড়া অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের। প্রায়কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তাদেরকে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। পাশাপাশি ঘুরপথে যাতায়াত করার জন্য অতিরিক্ত টাকা ও খরচ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়দের দাবি, পঞ্চায়েত কিংবা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ দ্রুত এই কালভার্টটি সংস্কারের কাজ করা হোক। এ ব্যাপারে

স্থানীয় জালাবেড়িয়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসীম হালদার বলেন, পাখিরালা এলাকায় রাস্তার ওপর থাকা একটি কালভার্ট ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে বিডিও সহ প্রশাসনিক দপ্তরে জানিয়েছি, যাতে দ্রুত এই সমাধান মেটানো যায় তা আমি দেখছি। এ বিষয়ে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন, আমি বিষয়টি শুনেছি। স্থানীয় প্রধানকে বলেছি বিষয়টা দেখার জন্য। আর আমি নিজে সোমবার ওই জায়গাটা পরিদর্শন করবো।তবে যাতে দ্রুত ঐ কালভার্টটি মেরামত করা যায় কিনা দেখছি।

## সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে বিজয়া সম্মীলনী

মতিয়ার রহমান, আমতা, ১৭ নভেম্বরঃ আমতা বিধানসভা কেন্দ্র দূর্গাপূজা সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে বিজয়া সম্মীলনী অনুষ্ঠিত হলো খালনা জয়পুর রোডের একটি ভবনে। আমতা ব্লক প্রশাসন, দমকল বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগের সহ বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পাঁচটি প্রতিমা, পাঁচটি মন্ডপ, ও পাঁচটি লক্ষ্মীপূজা কমিটিকে পুরষ্কৃত করা হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল, তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শারদীয়া দুর্গোৎসব আজ ইউনেস্কো পুরস্কার প্রাপ্ত, অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এস ডি পি ও উলুবেড়িয়া শুভম যাদব, এস ডি পি ও আমতা নিরুপম ঘোষ, বিডিও আমতা ২, বাগনান ১ নং বিডিও,আই সি বাগনান, ওসি আমতা, জয়পুর থানার ওসি, উলুবেড়িয়া দমকল বাহিনীর ওসি, আমতা ২নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, আমতা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা এবং পনেরো জন সাংবাদিক সহ সভাপতি অন্যান্য পদাধিকারীদের।

## প্যান্ডেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

হাওড়া, ১৭ নভেম্বরঃ হাওড়ার ফোরশোর রোডের বিবেক বিহার এলাকায় অনুষ্ঠান ভবনের প্যান্ডেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো। রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ হঠাৎই ওই আগুন লাগে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে প্যান্ডেল ও নানা ডেকরেটার্স সামগ্রী। প্রচুর পরিমাণে দাহ্য বস্তু থাকায় মুহূর্তের মধ্যে সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। গোটা এলাকা কার্যত আগুনের গ্রাসে চলে যায়। দমকলের ৩টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। এদিন আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হয়ে যায় প্যান্ডেল। এলাকার বাসিন্দারা জানান, রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ ফোরশোর রোডের উপর অবস্থিত ওই অনুষ্ঠান ভবনের তৈরি হওয়া প্যান্ডেলের একাংশে আগুন লাগে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা প্যান্ডেল। প্রচুর পরিমাণে দাহ্য বস্তু থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কিভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## পশুপাচারের অভিযোগ, ধৃত ৭

হাওড়া, ১৭ নভেম্বরঃ বেআইনিভাবে পশুপাচারের অভিযোগ, গ্রেপ্তার সাত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর বেআইনি পশু ব্যবসা ও পাচারের অভিযোগে মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানা এলাকার মাইতিপাড়া জিরো পয়েন্টে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নেমে পুলিশ ৭০টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে। পুলিশের দাবি, এই পশুগুলি সম্পর্কে চালক এবং খালাসিদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁরা কোনও তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি। গবাদি পশু সহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পরে পশুগুলিকে গোশালায় পাঠানো হয়।

## তারকেশ্বর পৌরভায় শাঁখারি পাড়ার ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ১৩ জন

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর হুগলি,১৭ নভেম্বরঃ নিকাশি নালায় কিলবিল করছে মশার লার্ভা। একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছেন এলাকার লোকজন। পৌরসভার উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ তারকেশ্বর পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাঁখারি পাড়ার বাসিন্দারা। বারবার পৌরসভাকে জানিয়েও মেলেনি কোনও ফল। এলাকার জমা জল ও আবর্জনা মুক্ত করতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তারকেশ্বর পৌরসভা, আক্রান্তদের খোঁজ-খবর পযন্ত নেওয়া নেননি এলাকার কাউন্সিলর। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। সূত্রের খবর, গত কয়েক দিনে তারকেশ্বর পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাঁখারি পাড়ার পর পর ১৩ জন আক্রান্ত হন ডেঙ্গিতে। চিকিৎসার পর অনেকে সুস্থ হলেও আতঙ্কের আবহ গোটা এলাকাতেই। অভিযোগ এলাকার নিকাশি নালা থেকে পুকুর-জলাশয় আবর্জনায় ভর্তি হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন থেকেই। সব জলাশয়েই কিলবিল করছে মশার লার্ভা। অভিযোগ, এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি পুরসভা। মাঝেমধ্যে ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে তা লার্ভা নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। যদিও তারকেশ্বর পৌরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি, নিয়মিত পৌরসভার পক্ষ থেকে পৌর এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। তবে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে জল নিকাশিতে সমস্যা রয়েছে জল জমে। সে কারণেই ওই এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ বেশি। অন্যদিকে স্থানীয় কাউন্সিলার অমরেন্দ্র নাথ সমুইয়ের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কাজ চলছে পুরোদমে। তবে ওই এলাকায় যে ডেঙ্গি আক্রান্তদের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে তা মানছেন তিনিও।

## ভরদুপুরে বন্দুক দেখিয়ে লটারি টিকিট দোকান থেকে টাকা ও টিকিট ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১৭ নভেম্বরঃ ভরদুপুরে বন্দুক দেখিয়ে লটারি টিকিট দোকান থেকে টাকা ও টিকিট এবং মোবাইল ফোন ছিনতাই! ঘটনায় আতঙ্কে খড়িবাড়ির থানঝোড়া মোড়ের ব্যবসায়ীরা! রবিবার ভরদুপুরে থানঝোড়া মোড়ের রুপনজোতে এক লটারি টিকিট দোকানে এক দুস্কৃতী বাইক দাঁড়িয়ে বন্দুক বের করে। টিকিট বিক্রেতাকে প্রাণে মারার ভয় দেখিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ৭-৮ হাজার টাকা ও টিকিট নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতী! গোটা ঘটনায় আতঙ্কে এলাকাবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি পেট্রোল পাম্পের জিজ্ঞেস করতেই ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে হুমকি দিয়ে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতী। দ্রুত দুস্কৃতীকে গ্রেফতারের দাবি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। বাজারের দিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পুলিশের টহলদারি ও সিসিটিভির দাবি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

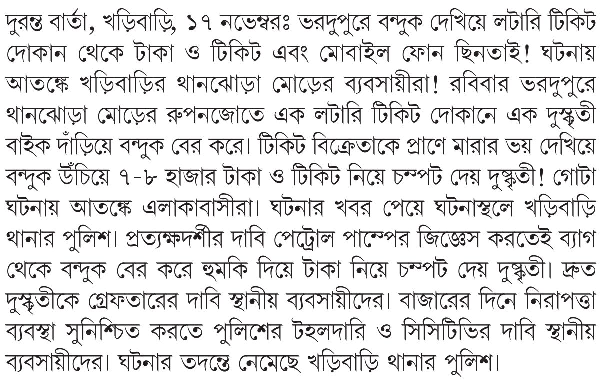

৭১তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত হলো নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাজনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। এই অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধক ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রাক্তন ডিআরসিএস দীপক হালদার, ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, রিঙ্কু দাস জানা, কৃষি, সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ স্বপন দাস, নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের সমবায় পরিদর্শক সুদীপ্ত বিশ্বাস, অর্চনা বারুই মাইতি, দেবব্রত মন্ডল, মানসী ভট্টাচার্য, উপস্থিত সমাজসেবী সুবোধ কুমার জানা, গোপাল জানা, কুমারেশ পন্ডা, পঙ্কজ মাইতি, উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতির সভাপতি দেবাশীষ পানী, ব্লক সম্পাদক পুলকেশ কামিলা সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

## হাওড়া স্টেশনের বাইরে দালাল চক্র, গ্রেপ্তার তিন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ নভেম্বরঃ হাওড়া স্টেশনের বাইরে দালাল চক্র, গ্রেপ্তার তিন। হাওড়া স্টেশনের বাইরে থেকে গ্রেফতার হলো দালাল চক্রের তিন পান্ডা। শনিবার এদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। বেশি ট্যাক্সি ভাড়া চেয়ে যাত্রীদের থেকে টাকা আদায়ের জন্য এদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে গোলাবাড়ি থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও গত ১২ নভেম্বর ১০ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল একই অভিযোগে।

## পরিবেশ বাঁচাতে ফলের চারা বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, নামখানা ১৭ নভেম্বরঃ গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। একটি গাছ একটি প্রাণ। এই আপ্ত বাক্যগুলিকে মাথায় রেখে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে প্রকৃতিকে বাঁচাতে ফলের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপনের উদ্যোগ নিল নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এবং চন্দনপিড়ি পল্লী উন্নয়ন ক্লাব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের চন্দনপিড়ি পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের আয়োজনে ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় প্রায় দুইশত জন মানুষের হাতে ফলের চারা তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ট্রাস্টি মেম্বার তথা শিক্ষক পার্থ সারথি মন্ডল ও শিক্ষক বিদ্যুৎ তিওয়ারি। এছাড়া পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক প্রলয় দণ্ডপাঠ, ওম প্রকাশ জানা সত্যপ্রকাশ জানা, সুদীপ দাস প্রমূখ। এই বিষয়ে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর ট্রাস্টি মেম্বার পার্থসারথি মন্ডল বলেন, যেভাবে পরিবেশে গাছপালা ধ্বংস হচ্ছে তার ফলে বাড়ছে দূষণ। তাই এই দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়তে আজ আমরা পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের

আয়োজনে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রায় দুইশত ফলের চারা তুলে দিলাম মানুষদের হাতে। যাতে করে আগামী দিনে সুন্দর একটা পৃথিবী গড়ে উঠতে পারে। আমরা নামখানা ফরেস্ট অফিসকে ধন্যবাদ জানাই এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য।

আরেকজন ট্রাস্টি মেম্বার শিক্ষক বিদ্যুৎ বাবু বলেন, আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বছর পরিবেশ বাঁচানোর ডাক দিয়ে প্রায় ৫০০ মত চারা গাছ বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছি এবং আরো ৫০০ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের কাছে আমরা বিতরণ করেছি। এ বিষয়ে চন্দনপিড়ি পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের সম্পাদক প্রলয় দণ্ডপাঠ বলেন, আমরা সুন্দরবনে বাস করি। আমাদের সুন্দরবনের উপর দিয়ে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়ে চলেছে। এর ফলে ধ্বংস হচ্ছে গাছপালা। পরিবেশ হারাচ্ছে তার ভারসাম্য । পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে আজ আমরা প্রায় দুই শতটি ফলের চারা বিতরণ করলাম। প্রলয় বাবু ধন্যবাদ জানান নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন কে এই মহতী অনুষ্ঠানে পরিবেশ বাঁচানোর ডাক নেওয়ার জন্য। এইভাবে সবাই যদি এগিয়ে আসতে পারি তাহলে আগামী দিনে একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারবো।

বিশেষ করে যেভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে, নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে তার থেকে রক্ষা করতে গেলে গাছের বিকল্প আর কিছুই নেই।

## নানা ধরনের কার্তিক পুজোর আয়োজন হুগলির বাঁশবেড়িয়া এলাকায়

বনস্পতি দে, বাঁশবেড়িয়া হুগলি, ১৭ নভেম্বরঃ বাবু কার্তিক, জামাই কার্তিক, জ্যাংরা কার্তিক। নানা ধরনের কার্তিক পুজোর আয়োজন হুগলির বাঁশবেড়িয়া এলাকায়। কোনও পুজোর বয়স ৩৭৮, কোনওটার আবার বয়স ৩০০। কোনওটা আবার আড়াইশো বছরের প্রাচীন। প্রাচীন নিয়মকানুন মেনে জমজমাট কার্তিক পুজোর আয়োজন হুগলিতে।

পর্তুগিজ আমলে হুগলি নদীর তীরে ছিল সপ্তগ্রাম বন্দর। সেই অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল কার্তিক পুজো। এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন পুজোর বয়স ৩৭৮ বছর। প্রাচীনত্বের সঙ্গে মিশেছে নতুনত্ব। বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো বিগত কয়েক দশকে জৌলুস আরও

বেড়েছে। কার্তিকের পাশাপাশি মহাদেব, কৃষ্ণ, সন্তোষী মা, গনেশ, ভারতমাতা, নটরাজ হরেক দেবতার পুজোর আয়োজন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চারদিনের উৎসবে শেষ দিন হয় শোভাযাত্রা করে।।বর্তমানে শতাধিক পুজো হয় সাহাগঞ্জ বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে পুজো হয় ৭১টি। শোভাযাত্রায় অংশ নেয় মোট ৪৫ টি পুজো।

চন্দননগরে আলো, মেদিনীপুরে থিমের মণ্ডপ সব মিলিয়ে বাঁশবেড়িয়ার চারদিনের উৎসব জমজমাট। বাঁশবেড়িয়া পুরোসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী জানান, প্রচুর মানুষের ভিড় হয় এই চারদিনে। নিরাপত্তার জন্য এ বছর কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকায় মোট ৭৬টি স্থায়ী সিসি ক্যামেরা সঙ্গে অস্থায়ী ২৫টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পুজো কমিটিগুলো আলাদা করে সিসি ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা করেছে। পুরসভার পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। একাধিক পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র থাকে। সাহাগঞ্জের রাজা কার্তিক পুজোর উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের পুজো একটা পরম্পরা মেনে হয়।

পর্তুগিজদের সময় থেকে কার্তিক পুজোর সূচনা হয়েছিল। সন্তান কামনায় কার্তিক পুজোর প্রচলন হয় বলে বিশ্বাস সকলের। প্রাচীন পুজো নিয়ম নিষ্ঠা মেনে আজও হয়ে আসছে। বাঁশবেড়িয়ার এক বাসিন্দা বলেন, 'বাঁশবেড়িয়া কার্তিক পুজো বিখ্যাত। এখানে ৩৩ কোটি দেবতা দেখা যায়। কার্তিক পুজো হলেও রাসের মত পুজো হয় নানা দেবতার। সারারাত ধরে মানুষ ঠাকুর দেখে।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৫ সংখ্যা, সোমবার, ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

## শান্তিনিকেতনে চিনা ভবন

চীনা অধ্যাপকের মেয়ে বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেন বিশ্বভারতীতে, ছোটো মেয়ের নাম রাখলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, একজন চৈনিক যুবক এলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তাঁকে দেখে উদ্বেল হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথও। এরপর, রাতের ট্রেনেই সেই চৈনিক যুবক চলে এলেন শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বিশ্বভারতীতে চীনাভাষার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই আমন্ত্রণের টানেই তো তাঁর এত দূর ছুটে আসা। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন, চীনা ভাষা ও সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচিত হোক বিশ্বভারতীর ছাত্ররা। এই চাওয়া সেই যুবকের কাছেও স্বপ্নের মতো। তাই তিনি ছুটে এসেছেন ভারতে। রাতের ট্রেন ধরে চলে এসেছেন শান্তিনিকেতন। সেই চৈনিক যুবকের নাম তান-য়ুন শান। যাঁর হাত ধরেই পরে ভুবনডাঙার লাল মাটিতে জন্ম নেবে 'চীনা ভবন'। সে এক আশ্চর্য গল্প। তান-য়ুন শানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হল ১৯২৭ সালে, সিঙ্গাপুরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রস্তাব দিলেন বিশ্বভারতীতে আসার। মুগ্ধ তান সেদিনই হয়তো মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। ভারতে এসে চীনা ভাষা শেখানোর পাশাপাশি শুরু হল সংস্কৃত পড়া। এই দেশকে, তার ইতিহাসকে না চিনলে যে চলবে না। ১৯৩১ সালে ফের দেশে ফিরলেন তান। সে অবশ্য 'চীনা ভবন' প্রতিষ্ঠার জন্যই। হংকঙে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সিনো-ইন্ডিয়ান কালচারাল সোসাইটি'। চীনে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করলেন 'চীনা ভবন' প্রতিষ্ঠার জন্য। ভারতে ফেরার সময়ে হাজার হাজার চীনা বইও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তান। এনেছিলেন দুর্লভ পুঁথি, জাইলোগ্রাফে ছাপা তিব্বতি ত্রিপিটক। তাঁর উদ্যোগেই গড়ে উঠল 'চীনা ভবন'। তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস। রানী চন্দ লিখছেন, চীনে পণ্ডিত, চীনে শিল্পী, ছাত্র-শিক্ষকে বাড়ি ভরে গেল।" শান্তিনিকেতনে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তান দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে। সন্তানেরা যাতে এই ভূখণ্ডের শিকড় চিনতে শেখে, সেদিকে সবটুকু খেয়াল ছিল তাঁর। বড়ো মেয়ে তানওয়েন আরো বড়ো হয়ে ভর্তি হল বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে। শুধু তাই নয়, এম এ-তে হল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তাঁর লেখা পড়ে কে তখন বিশ্বাস করবে, চৈনিক জিন তাঁর শরীরে! আর, ১৯৪০ সালে তৃতীয় সন্তান চামেলির জন্ম তো শান্তিনিকেতনেই। তাঁর নাম রেখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ফুলের মতো মেয়ের নাম ফুলের নামেই। চামেলির আঁকার হাতটি খাসা। মাঝে মাত্র ২ বছরের জন্য নিজের দেশে গেছিলেন চামেলি। তারপর ফের ফিরে আসা শান্তিনিকেতনে। এটাও তো তাঁর দেশ। বাংলা কি তাঁরও ভাষা নয়? স্কুলের পাট চুকিয়ে চামেলি ভর্তি হলেন কলাভবনে। বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করের প্রিয় ছাত্রী ক্রমে খুঁজে নিলেন নিজস্ব রং-তুলির ভাষা। এরই মাঝে কলাভবনেরই ছাত্র বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এ রামচন্দ্রনের সঙ্গে বিয়েটিও সেরে ফেলেছেন তিনি। চামেলির আঁকায় ভারতীয় চিত্রকলা।

## কবিগুরুর ময়মনসিংহ সফর

সপ্তাহ ব্যাপী ঢাকা সফর। ঢাকা নাগরিক সমাজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পর্যা প্ত কয়েকটি সংবর্ধনার জবাবে কবি প্রদত্ত কয়টি মহামূল্যবান ভাষন শেষে ১৯২৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদর মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর আমন্ত্রণে চার দিনের সফরে ঢাকা থেকে মধ্য দুপুরে ট্রেনে ময়মনসিংহ পৌছান। ময়মনসিংহ রেল ষ্টেশনে কবিগুরুকে বরণ মালা পড়িয়ে দেন জমিদার শশীকান্ত মহারাজ। উলু ধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনি দেওয়া হয়। শত শত নারী পুরুষ হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁকে রাজকীয় ভাবে বরণ করা হয়। এ সময়ে কবিগুরুর পাশে ছিলেন কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধু প্রতিমা দেবী,নাতনি নন্দিনী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,কবিগুরুর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী,কবি কালিমন ঘোষ,ও বিশ্বভারতীর তিন বিদেশী অধ্যাপক Lim– Formici and Tucc (বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ) সহ মোট ১০জনের প্রতিনিধি দল। রাজকীয় অতিথি হিসাবে তিনি ময়মনসিংহের আলেকজান্ডার ক্যাসেলে (লোহার ঘর,বর্তমান বিএড পুরুষ ট্রেনিং কলেজের লাইব্রেরী) অবস্থান করেন।ঐ দিন বিকালে ময়মনসিংহ টাউন হলে নাগরিক সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে আনন্দমোহন কলেজে ছাএদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজ (বর্তমান ল কলেজ) ময়মনসিংহ পৌরসভা,সিটি কলেজিয়েট স্কুল, মহিলা সমিতি সহ আগের অনেক সংস্থা পরিদর্শন করেন। মূলতঃ বিশ্বভারতীর জন্য তহবিল সংগ্রহ ও পূর্ব বাংলার মানুষের নৈতিক সমর্থন পাওয়া ছিল তাঁর এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। সফরের শেষ দিন ১৯ শে ফেব্রুয়ারি তাঁর শান্তি নিকেতনের ছাত্র আঠার বাড়ির জমিদার প্রমোদ চন্দ্র রায় চৌধরীর আমন্ত্রণে আঠার বাড়ি জমিদার বাড়ি পরিদর্শন করেন। ট্রেনে যাওয়ার সময় কবিকে এক নজর দেখার জন্য গৌরিপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ ষ্টেশনে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে। ট্রেন আঠার বাড়ি ষ্টেশনে পৌছঁলে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কবিকে অভিবাদন জানানো হয়। হাতির পিঠে চড়িয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শত শত লোক জয় ধ্বনি দিতে দিতে তাকেঁ জমিদার বাড়ির মূল ফটকে নিয়ে যান। সেখানে ও নোবেল বিজয়ী কবিকে রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গান বাজনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জমিদার প্রমোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী তার সন্মানে সোনার চাবি উপহার দেন। সেই সোনার চাবি দিয়ে কবি কাছারী ঘরের মূল ফটক খোলেন। এখানে উল্লেখ্য যে জমিদার প্রমোদ চন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা এ শান্তি নিকেতনের ছাত্রী ছিলেন।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করো। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে।

# ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বহু নায়কেরা ঘরানা তৈরি করতে পারেনি, কিন্তু উত্তম কুমার নিজস্ব ঘারানা তৈরি করেছেন

**বিশেষ প্রতিবেদক**

উত্তমদা সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আমাকে কশাসলি কথা বলতে হয়। আর সেটা শুধু উত্তমদা বলে নয়, একটা প্রফেশনে এক জায়গায় থাকলে বাকি সকলের সম্বন্ধেও আমাকে কশাসলি কথা বলতে হয়। কেননা কতকগুলো প্রফেশনাল এথিকস আছে, একেবারে ব্যক্তিগত অনেক জিনিস থাকে, যেগুলো বলা যায় না। সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করা যায়। কিন্তু ইন পাবলিক সেটা বলা যায় না। দ্বিতীয় কথা, আমার ওপর এটার দায়িত্ব আরও বেশি এসে পড়ে কেন না ফলসলি অর ট্রুলি অর ইন অ্যান ইম্যাজিনড ওয়ে আমাদের দুজনকে রাইভ্যাল ভাবা হয়েছে অনেক সময়, সেক্ষেত্রে একেবারে নির্বিকার বিচারের জায়গায় বসে উত্তমকুমার সম্পর্কে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে একটু শক্ত হয়ে যায়। তখন মনে হতে পারে, যদি এর মধ্যে দিয়ে কোনও সমালোচনা প্রকাশ পায়, তাহলে সেটাকে রাইভ্যালরি আছে বলে ভাবতে পারে মানুষ। সেটা আমি ভাবতে দিতে মোটেই চাই না। কেননা, একটা প্রফেশনে কম্পিটিশন নিশ্চয়ই থাকে, এই সমাজে তো থাকবেই। আর এই কম্পিটিশন আমার মধ্যে কখনও কাজ করেনি, এমন কথাও আমি বলছি না। কিন্তু সেই সঙ্গে খুব অনেস্টলি আর জেনুইনলি বলছি যে সমাজের এই প্রতিযোগিতা আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে বিশ্বাস করি না। আর একটা জিনিসও বলা ভাল, যে কোনও গুণী মানুষ সম্পর্কে আমার এক ধরনের অনুভূতি হয়। সেটা হচ্ছে যে, আমি সত্যি সত্যিই আমার ঈর্ষার যোগ্য নন এমন মানুষকে ঈর্ষা করি না, ঈর্ষা করা আমার আসে না। সেরকম গুণ যাঁদের মধ্যে দেখি আমি তাঁদের এত গুণগ্রাহী হয়ে যাই যে, সেই ঈর্ষার জায়গাটা আমার তাতেই মেল্ট করে যায়। সেরকম হয়ত কিছুমাত্রায় উত্তমদার ক্ষেত্রেও আমার ঘটেছে।

আমি যখন অভিনয় করতে এই লাইনে ঢুকেছি, তখন উত্তমদা আরও অনেক তৈরি, অভিনেতা হিসেবে অনেক দক্ষ। আমি তাঁর অন্তত দশ বছর পরে এই লাইনে এসেছি। উত্তমদার তখন অনেক কিছুই শেখা হয়ে গেছে। উত্তমদার নিজের ভেতরে কী করে নিজেকে কালটিভেট করতে হয়, সেটা ছিল। আর আমার ভেতরে সেটা বরঞ্চ একটু কম মাত্রায় ছিল। ফলে এই লাইনে এসে উত্তমদা কীভাবে নিজেকে কনডাক্ট করেন, এগুলো যখন দেখতাম, আমি দেখতাম সেরকমভাবে আমি পারি না। সুতরাং উত্তমদাকে দেখে দেখে অনেক কিছু আমাকে শিখতে হয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় অ্যাডমায়ার করতে আরম্ভ করেছি, শুধু অভিনেতা হিসেবে নয়। আর অভিনেতা হিসেবে ও যে আমার পছন্দের অনেকটাই ছিল, আবার অনেকটা ছিলও না একটা সময়, মানে যখন আমি ফিল্মে আসিনি, যখন কলেজে-টলেজে পড়ি তখন অবশ্য বেশিরভাগ বন্ধুই সুচিত্রার ফ্যান ছিল। উত্তম-সুচিত্রার সেই রাইজিং সময়টা আমি কিন্তু উত্তমদার অভিনয় বেশি পছন্দ করতাম। এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে আমার তর্ক হত। তখন থেকেই উত্তমকুমারকে আমার পছন্দ হত। আবার উত্তমদার মধ্যে যেসব ম্যানারিজম ছিল সেগুলোর সম্পর্কেও ক্রিটিক্যাল ছিলাম। অনেক সময় অনেক অভিনয় ভাল লেগেছিল। 'চিরকুমার সভা'র 'পূর্ণ', 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর 'ভূতনাথ' দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এত ভাল লাগত। একটা জিনিস ওঁর অসাধারণ ভাল ছিল। সেটা হচ্ছে রোম্যান্টিক কমেডি, মানে প্রেমিক কিন্তু স্লাইটলি কমিক; ওই প্রেমে পড়ে বোকা হয়ে গিয়ে যেসব হাস্যরসের উদ্ভবগুলো হয়; তার গ্রেটেস্ট এগজ্যাম্পল হচ্ছে 'চিরকুমার সভা'র 'পূর্ণ'। ক'টা কথা আছে? কিন্তু কী অসাধারণ, কী ফানি, অ্যাট দ্য সেম টাইম, কী মিষ্টি। সে প্রেমিকই; সেখান থেকে সে যে ভীষণ বিচ্ছিরি অন্যরকম কিছু হয়ে যাচ্ছে তা নয়; কিন্তু প্রেমে পড়ে তার অনেক রকম বিপদ এবং গোলমাল হচ্ছে; যার জন্য দেখতে মানুষের হাসি পাচ্ছে। ভীষণই সুন্দর। 'বিচারক' বলে একটা ছবি দেখেছিলাম ওঁর। তাতে ওঁর যেটা ফ্ল্যাশব্যাক; মানে যখন উনি ইয়াং মুন্সেফ; তাতে একটা গোঁফ নিয়েছিলেন। অল্পবয়সী মুন্সেফ সাইকেলে করে কোর্টে যায় এবং প্রেমে পড়ে সে বোকা হয়ে গিয়েছে। সেটা যে কী সুন্দর কমেডি। সেই রোম্যান্টিক কমেডি; এই জিনিসটা ভীষণ ভাল করতেন। কমেডির সেন্সটা বোধহয় সমস্ত দক্ষ অভিনেতার মধ্যেই থাকে। এমনকি প্রেমের টিপিক্যাল ছকে-বাঁধা ছবিগুলো উত্তম-সুচিত্রার। তার মধ্যেও এমন একটা সাবলীলতা থাকত, যে দেখে মনে হত উত্তমদার ভেতরে একটা প্রেমিক সত্তা আছে।

উত্তমদার অভিনয় প্রথম থেকেই ভাল লাগলেও কোনওদিনই মনে হয়নি উত্তমদার অভিনয় অনুসরণ করব। আমার অভিনয়শৈলীর মধ্যে উত্তমদার কোনও প্রভাব নেই। কিন্তু অভিনয় করার ক্রাফটের দিক থেকে ওঁর সঙ্গে কাজ করে ছোটখাট জিনিস অনেকসময় শিখেছি। যেমন কী করে পজ-এর সঙ্গে একটু হোল্ড করতে হয়, বা কী করে বোকার মতো না হেসে অল্প হেসে জিনিসটা করা যায়। এগুলো শিখেছি কখনও ছবি দেখে কখনও একসঙ্গে কাজ করতে করতে। কিন্তু ওঁর মতো অভিনয় করব, এরকম কোনওদিন ভাবিনি। মানে আমার আইডল ডিফারেন্ট ছিল। থিয়েটার থেকে এসেছি বলে আমার আইডল শিশির ভাদুড়ী চিরকালই ছিলেন। কিন্তু আমার মনের গঠনটা অন্য রকম হওয়ার ফলে আমি বেঁচে

গেছি শিশির ভাদুড়ীর অনুকারক না হয়ে, যে কোনও ভাল অভিনয় আমাকে সব সময় অ্যাপিল করে। সে যেরকমই হোক, আমার থেকে যত ডিফারেন্টই হোক, আমার মতো হোক বা না হোক, সমস্ত ভাল অভিনয় আমার আত্মস্থ করতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হয়, অভিনয় জিনিসটাতে মনটাকে ব্লটিং পেপারের মতো করে রাখতে হয়। কেবল দেখতে হয়, জানতে হয়, শিখতে হয়। এবং সেই দেখাটা জীবন থেকে দেখা। মানুষ কীভাবে বিহেভ করে, তার থেকে দেখা। তাই বলছি, উত্তমদা আমার আইডল না হওয়ার ফলে আমি কোনওদিন তাঁর পথ অনুসরণ করিনি। উত্তমদা সম্পর্কে আরও ভাল করে ওয়াকিবহাল হয়েছি যখন, আর একটু বয়স বেড়েছে, একসঙ্গে কাজ করেছি, আমার কাছে উত্তমদার গুণগুলো আরও বড় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমি আগেও বলেছি, সেটা হচ্ছে যে, উত্তমদার মধ্যে একটা দোটানা ছিল। স্টার হব, না পরিপূর্ণ অভিনেতা হব, সেখানে উনি বিরোধটা মিটিয়ে ফেলেছেন এই ভেবে হয়ত যে স্টারটাই অভিনয়, ওটাই অভিনেতার আলটিমেট ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু আমার বারবার মনে হয়েছে উত্তমদার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা নয়। ওঁর মধ্যে এতরকম চরিত্রাভিনয়ের দিক ছিল, সেগুলো তিনি নিজে ভরসা পেতেন না বলে ফুল ডেভেলপমেন্ট অফ হিজ ফ্যানটাসটিক ট্যালেন্ট হয়নি। সেই সঙ্গে আমার মনে হয়, একদিক থেকে দেখলে সব অভিনেতাই তো তাই। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের ইমেজে খানিকটা বন্দী। কেউ অল্পের মধ্যে বন্দী হয়ে যান, কেউ আর একটু বড় ভ্যারাইটির মধ্যে বন্দী হন। কিছু তো তার নিজের শিয়ার ফিজিওনমি, শরীর গঠনই কিছুটা পরিমাণে তাকে বন্দী করে। তেমনি উত্তমদাও হয়ত তাঁর সেই নায়ক সুলভ চেহারাটা, যেটা তাঁর-ও কিছুটা ছিল, পরে সেটাকে উনি সম্পূর্ণভাবে ডেভেলপ করেছিলেন।

কলকাতার হিরো দেখতে গেলে ওঁর মতো হিরো নেই। আমি যতদূর জানি যে, তিনি অসম্ভব ভাল ছবি দেখতেন, ভাল হিরোদের অভিনয় আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন। সেখান থেকে উত্তমকুমারের ওই স্টার ইমেজ-এর ব্যাপারটা এসেছে। তাছাড়া, এদের সময়ে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির হাওয়ায় এই ব্যাপারটা ছিল যে গ্ল্যামার জিনিসটা ভীষণ বড়। কিছুটা পরিমাণ সেটা সত্যিও তো বটে। আমি একজন উত্তম কুমারের গ্ল্যামারস্ট্রাক হিসেবে যে যে জিনিসগুলো আমার ভাল লাগে সেই পয়েন্টের ভেতর যেতে পারি। প্রথম কথা হচ্ছে, আগেকার দিনের বেশিরভাগই সেইরকম হত, খর্বকায় নায়ক আগে বেশি দেখা যেত না, উনি বাঙালির তুলনায় যথেষ্ট লম্বা মানুষ। অনেকেই জানে না, উনি আর আমি একই হাইটের। যদিও দেখাত না কারণ কাঁধগুলো অন্যরকম। দ্বিতীয় কথা প্রথম থেকেই ওঁর যেটা ছিল মিলিয়ন ডলার এনডাওমেন্ট, সেটা হচ্ছে ওঁর হাসিটা। আমি ওঁর হাসির একজন মুগ্ধ ভক্ত বলতে পারেন। আমি ওরকম হাসি খুব কম দেখেছি। আমি একবার বহুকাল পূর্বে উত্তম কুমার সম্পর্কে একটা লেখা লিখেছিলাম। তাতে লিখেছিলাম ওরকম হাসি আমি দেখিনি এবং ওঁর হাসিটা আমার কাছে এমনই যে, উনি যদি একটা খুন করেও আমার সামনে হেসে দাঁড়ান আমি বিশ্বাসই করব না যে উনি খুন করেছেন। একটা জাদু ছিল ওঁর হাসিতে। মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এবং সেটা সম্ভবত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। শুধু স্ত্রীলোকেরাই মুগ্ধ হতেন তা নয়। আমার মতো পুরুষমানুষেরা, যে কোনও পুরুষমানুষই সেই হাসি দেখে মুগ্ধ হবেন। এমন একটা মিষ্টি হাসি। যার দিকে চেয়ে হাসতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হবে সে তাঁর আপনার হয়ে গিয়েছে।

ওঁর মুখের আলাদা করে কিছু, অমুকটা ভীষণ সুন্দর, তমুকটা ভীষণ সুন্দর এমনটা নয়। কিন্তু তাদের সংস্থাপনটা সব কিছু। চোখগুলো, নাকটা, ঠোঁট দুটো। ঠোঁট দুটো হয়ত বেশি পুরু ছিল। কিন্তু এত ফোটোজেনিক সেগুলো হয়ে উঠত। আমি ঠাট্টা করে বলতাম, তোমার তো আলজিভের তলা থেকে ক্যামেরা বসালেও ভাল দেখায়। আসলে যখন উনি সিনেমায় এসেছেন তখন প্রথমপ্রথম ছবি ফ্লপ হত। স্ট্রাগল করেছেন ছবি ফ্লপ হত বলে। ছবি ফ্লপ তো শুধু তাঁর দোষে হত না। কিন্তু লোকটা নিজেকে সেই মতো মেপে নিতেই না নিজেকে ধরতে পেরেছিলেন এবং ছবিতে নিজেকে অ্যানালাইজ করেছেন যে আমার কপালটা বেশি চওড়া লাগছে। নাকটাখ ঠিক আছে, আমি মেকআপটা সেরকমভাবে করব, যাতে নাকটা একটু শার্প আসে। একটাই জিনিস উনি সযত্নে মেকআপের সময় করতেন যে, কোনও জিনিস যদি দেখতে খারাপ লাগে, নন-গ্ল্যামারাস লাগে, সেটা উনি করতেন না। যে কারণে অনেক রোলই উনি করেননি। উনি তো 'সংসার সীমান্তে'র অঘোর করতে চাননি। 'অভিযান'-এর নরসিংহ করতে চাননি। সেজন্য আমি রোলটা পেয়েছিলাম। মানিকদা তখন ডিরেক্টর ছিলেন না। বিজয়দা ছিলেন পরিচালনায়। উত্তমদাকে বলেছিলেন যে, 'তোমাকে ডিগ্ল্যামারাইজ করতে হবে'। তাইতেই উনি বলেছিলেন, 'না আমি ওসব করব না'। সুতরাং, এই অ্যাটিচুড-এর তফাত একটা বোধহয় ওঁর আর আমার মধ্যে ছিল। অ্যাপ্রোচের তফাত। আর 'অভিযান'-এর সময়ই তো উনি ফুল ফর্মে। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় 'রাইচরণ' ভালভাবে গ্রাহ্য হয়নি বলেই বোধহয় উনি ওই পথটা বেছে নিয়েছিলেন। 'রাইচরণ' উনিই ভাল করেছিলেন, কিন্তু তখন পাবলিক নেয়নি। তখন থেকেই উনি সন্ত্রস্ত হয়ে সেই পথে আর পা বাড়াননি।

কিন্তু আমি ওঁর অভিনয়শৈলীর যে অ্যাসেসমেন্ট করেছি, তাতে উনি যথেষ্ট বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা রাখতেন। একটা বিশেষ ধরনের চরিত্রে আমি ওঁর কোনও জুড়ি পাই না; সেরকম আরও আছে হয়ত, কিন্তু এই একটা আমি মেনশন করছি; সেটা হচ্ছে একান্নবর্তী পরিবারের বড় ভাই। যেটা ওঁর নিজের চরিত্রের মধ্যেও ছিল এবং সেরকম একটা পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। যেখানে যখন করেছেন; নির্মল দে'র 'বসু পরিবার'; যেটার থেকে ওঁর নাম হল প্রথম; সেই ছবিতে উনি বড় ভাই। তারপর 'দুই পৃথিবী' বলে একটা ছবি করেছিলেন এবং তারপরের দিকের অনেক ছবিতেও; ওই অনেকগুলো ভাই-টাই নিয়ে একটা একান্নবর্তী পরিবারের তিনি হচ্ছেন মাথা। অসাধারণ অভিনয়। ওই জিনিসগুলো বোধহয় ওঁর মতো ভাল আর কেউ করতে পারে না। আমার কীরকম মনে হয় যে, উত্তমকুমারের সমসাময়িক যাঁরা; দিলীপকুমার, রাজকাপুর, দেবানন্দ ইত্যাদি; এমনকি পরেও কিছুটা; ওই অমিতাভ বচ্চন প্রভৃতি; এঁদের সকলের চাইতে আমার কাছে উত্তমকুমার বেশি প্রিয় নায়ক। আমি জানি না, আমি অভিযুক্ত হতে পারি যে আমি বাঙালি বলে বা তাঁর বন্ধু বলে এরকম বলছি। তা নয়, আমার এটা আরও মনে হয় এই কারণে যে, প্রেমিকের রোলটা উনি যে-সাচ্ছন্দের সঙ্গে, যে -পারফেকশনের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন, ততটা পারফেকশন কিন্তু আমি এঁদের মধ্যে পাই না। আমি রাজকাপুরকে অ্যাডমায়ার করি অন্য কারণে; তাঁর আর একটা অন্য ধরনের চরিত্রাভিনয়ের জন্য। দিলীপকুমারকে অ্যাডমায়ার করি; তিনি এমন একটা সুন্দর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সেই প্রেমিকটাকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। কিন্তু শুধু প্রেমের দৃশ্য; প্রেম করাটা; সেই বহু সময় সত্যিকারের প্রেমিকও নয় কিন্তু; অনেক প্রেমিক ছেলেই ওরকমভাবে প্রেম করে না; আমরা জানি, কিন্তু উত্তমদা তার মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য, এমন একটা শোভা সৃষ্টি করতে পারতেন।

# বাংলা সঙ্গীতের জগতে হেমন্ত, মান্নার পাশে অবশ্যই স্থান পাবেন শ্যামল মিত্র

**বিশেষ প্রতিবেদক**

স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক ও সুরকার শ্যামল মিত্র, তাঁর কণ্ঠ ও সুরের পরশে ধন্য হয়েছে কত চলচ্চিত্র ! তাঁর জন্মতারিখ ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি, কলকাতা শহরের অদূরে নৈহাটিতে জন্ম হয় তাঁরই ! বাবা সাধন কুমার মিত্র ছিলেন স্বনামধন্য ডাক্তার, যিনি ছিলেন ডাক্তার বিধান রায়েরই ছাত্র আবার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও আসতেন বাড়িতে তাঁর। তিনি চেয়েছিলেন পুত্রও হোক তাঁর মতোই ডাক্তার, কিন্তু পুত্র শ্যামল যে তখন সঙ্গীতের নেশায় মগ্ন, সরস্বতীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই চোখ-এ মেশা স্বপ্ন, গায়ক না হলে কী হতেন সেটা তো লাখ টাকা-র প্রশ্ন, হয়তো আমাদের দেশ হারাতো পান্না হীরে চুনি রত্ন ! হুগলি মহসিন কলেজের ছাত্র ছিলেন প্রখ্যাত গায়ক সতীনাথ, সেই কলেজে পড়তে এসে শ্যামলের আলাপ হোল তাঁর সাথ, দুজনেরই অন্তরে সাধ 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে' তাদের গীতিতে, বিভিন্নস্থানে জলসায় গাইতেন নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, কোন একদিনক্ষ্ম প্রতিষ্ঠালাভ করার দৃঢ় অঙ্গীকার, নিয়ে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে পেলেন সঙ্গী তাঁর, দুজনেরই ছিলো আন্তরিক অধ্যবসায়, সাধনা ও নিষ্ঠা, যা পরে তাঁদেরকে দিয়েছে সঙ্গীতজগতে যশ প্রতিষ্ঠা ! কিন্তু প্রথম জীবনে বাবার অমতে কাজ করায় হোত বাদানুবাদ, বন্দী বলাকা-র মতো বন্দী শ্যামলকে করতে হোত প্রতিবাদ । তবে পেয়েছিলেন ফুলু ঠাকুরমা ও মায়ের আশীর্বাদ, এজন্য অবশ্যই তাঁর জননী-র প্রাপ্য অজস্র ধন্যবাদ, শ্যামলের প্রতিভা বিকশিত হয় তাঁদের সাহচর্য পেয়ে, তাঁকে সাহস ও মনোবল জুগিয়ে গিয়েছেন মা ও মেয়ে, দেড়শো খোকার কাণ্ড দেখেও তাঁরা উদ্বিগ্ন হননি কখনও, বরং অকুণ্ঠ সমর্থন করে গিয়েছেন কিন্তু নীরবে তখনও ! কারণ শ্যামল মনে মনে বিশ্বাস করতেন যে ক্ষ্মআমি রতন, কোন একদিন হঠাৎ দেখা দেবেন অগ্নিশিখা-র মতন, যদিও তাঁর বাবা হয়তো ভেবেছিলেন তখন এ জহর সে জহর নয়, সন্ধ্যায় সূর্য বা আঁধার সূর্য-এর আলো আঁধারে পেয়েছিলেন ভয়, নকল সোনা-র মতোই অচল কেনারাম বেচারাম

হিসেবে নয়, তাঁর পুত্র হবে তাঁর মতোই নামকরা কেউ চেনামুখ কেউকেটা নিশ্চয়, ছেলেকে নিয়ে বাবার মনেও ছিলো যে অনেক আশা প্রত্যাশা, ভ্রান্তি আর ভ্রান্তিবিলাস-এর মাঝে আটকে জীবন জিজ্ঞাসা, ভোরের কুয়াশা দেখে অজানা আশঙ্কায় চিন্তিত কী হবে ছেলের ভবিষ্যৎ, উল্টোদিকে তাঁর পুত্র শ্যামল তখন পোষণ করতেন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত, পিতার বিচারে পুত্র হয়তো তখন একজন অপরাধী, ওদিকে শ্যামল পূরণ করতে চায় গায়ক হওয়ার সাধই, ভাবেন ধনরাজ তামাং-এর ন্যায় পৃথিবী আমারে চায়, রাজবংশ-এর রাজপুরুষ রাজদ্রোহী-র মতোই প্রায়, বাঁধা থাকেননি রাজত্ব আর রাজকন্যা-র কঠিন মায়া-য়, তাই চুপিচুপি বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে আসেন কলকাতায়, ডেলি প্যাসেঞ্জার রূপে নয়, কলকাতা শহরে এসে, ওঠেন জয় মা কালী বোর্ডিং-এর মতোই এক মেসে, মহানগরীর বুকেই সুধীরলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে হোল তাঁর পরিচয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে -তে প্রথম আধুনিক গানের রেকর্ড বের হয়। কিন্তু ১৯৫২ সালে সুধীরলাল চক্রবর্তীর আকস্মিক মরণে, 'স্মৃতি তুমি বেদনার' গানটি গেয়েছিলেন তাঁরই ঠিক স্মরণে ! নেপথ্যে গায়ক রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ সুনন্দার বিয়ে, সুযোগ হোল সহশিল্পী সুপ্রীতি ঘোষের সঙ্গে গান দিয়ে, পরবর্তীতে অবশ্য শ্যামল মিত্র হয়ে ওঠেন একজন স্বনামধন্য গায়ক, 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে' তাঁর লিপে গেয়ে ওঠেন মহানায়ক, তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন যে মহানায়ক উত্তমকুমার, দুই বন্ধু মিলে সাগরিকা-র মতোই বহু হিট ছবি দিয়েছেন উপহার ! যেমন নিশিপদ্ম, ভ্রান্তিবিলাস, শহরের ইতিকথা, আনন্দ আশ্রম, অমানুষ, সখের চোর, কমললতা, জাল সন্ন্যাসী, বনপলাশীর পদাবলী, গড় নাসিমপুর, খনা বরাহ ইত্যাদি বহু ছবিতেই তিনি দিয়েছেন সুর, বলা হয় মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনীত দেয়া নেয়া- ছায়াছবির কাহিনী শ্যামল মিত্ররই জীবন থেকে নেয়া । পাশাপাশি একজন 'প্রযোজক' রূপেও তিনি দেন যে দেখা, যেমন রাজকন্যা, দেয়া নেয়া, খেয়া, আমি সে ও সখা, আবার কেবলই একজন 'গায়ক'-রূপেই আবির্ভূত নয়, সাড়ে চুয়াত্তর, শাপমোচন-এ স্বয়ং করেন অভিনয় ! এবারে বলি 'সুরকার' হিসেবে তাঁর আরো কিছু ছবির কথা, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট, সংসারের ইতিকথা, প্রিয়তমা, পদ্মগোলাপ, বিবাহবিভ্রাট, মাটির স্বর্গ, মহামিলন, একাকী, চিঠি, কলঙ্কিনী, উৎসর্গ, সমান্তরাল, অন্ধ অতীত, ভ্রান্তি, নিশান, অমানুষ, দুরন্ত চড়াই, সপ্তর্ষি, তৃষ্ণা, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ! ভোরের কুয়াশা সরিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য করেছিলেন জয়, অন্ধ অতীত ঘেঁটে দেখলে দেখা যাবে যে হাসি শুধু হাসি নয়, বরং শ্যামল মিত্রর জীবনের কাহিনীও অশ্রু দিয়ে লেখা, অবাক পৃথিবী অবাক হয়ে দেখে তাতে ছিল রক্তরেখা, পঞ্চাশের দশকে প্রথমবার গিয়েছিলেন তিনি মুম্বাইতে, সলিল চৌধুরীর ডাকে সাড়া দিয়ে ছবিতে গান গাইতে, প্লেব্যাক সিঙ্গার রূপে তিনটি হিন্দি ছবির নাম করি-যথাক্রমে মুসাফির, বিরাজ বৌ এবং নৌকরি ! দ্বিতীয়বার আবার শ্যামল মিত্র মুম্বাইতে যান ১৯৭৩ সালে, শক্তি সামন্তর আনন্দ আশ্রম ও অমানুষ-এর জন্য পরবর্তী কালে, বাসু চট্টোপাধ্যায়ের সফেদ ঝুট কিংবা বন্দী আর মমতা, ইত্যাদি বলিউডের ছবিতে সুর দিয়ে বুঝিয়ে দেন তাঁর ক্ষমতা ! এছাড়াও তাঁর গানে আরো বহু বাংলা ছায়াছবি হয়েছে ধন্য যেমন অভয়া ও শ্রীকান্ত, দাবী ইত্যাদি।

# হারিয়ে যাওয়া নাম রুমা গুহঠাকুরতা

**বিশেষ প্রতিনিধি**

রুমা গুহঠাকুরতা। তাঁর ডাক নাম ছিল রুমা, ভালো নাম কমলিকা। অনেকেই জানেন না, এই কমলিকা নামটি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই এই নামটি রুমা রেখে দিয়েছিলেন বুকের মধ্যে, একান্ত নিজের করে। সকলের করতে

দিয়েছিলেন শুধু ডাক নামটিকে। তাই এই ডাক নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন রুমা গুহঠাকুরতা।

একাধারে গায়িকা ও নায়িকা রুমার জন্ম হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। যশোরে। বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, মা সীতা দেবী। মা ছিলেন এইচ এম ভি'র নিয়মিত গায়িকা। বাবাও ছিলেন অভিনয় আর সঙ্গীতের সমঝদার গুণী মানুষ। পাড়ার নাটকেপালায় অভিনয় করতেন। তাই গান আর অভিনয় রক্তে নিয়েই জন্মেছিলেন রুমা। মায়ের কাছেই তাঁর গানের তালিম হয়েছিল, অভিনয়টা শুরু হয়েছিল হঠাৎ সুযোগে।

দেশ ভাগের পর বাবা চাকরি নিয়ে কলকাতায় এলেন। মা এখানে এসে খুললেন গানের স্কুল 'স্বরবিতান'। নামটা বাবার দেওয়া। এটাই কলকাতার প্রথম গানের স্কুল। কলকাতায় এসে রুমা যোগ দিলেন উদয় শঙ্করের ট্রুপে। ভারতের নানান প্রান্তে নাচের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। বোম্বের এক অনুষ্ঠানে তিনি চোখে পড়ে গেলেন তখনকার হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত নায়িকা দেবিকারানির। তিনি ডাকলেন বোম্বে টকিজের ছবি 'জোয়ার ভাটা'য় একটি নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য। এটি অভিনেতা দিলীপ কুমারের প্রথম ছবি। এই ছবি দিয়েই চলচ্চিত্র জগতের যাত্রা শুরু হল রুমার, নাম হল, রুমা দেবী। তারপর হিন্দি ও বাংলা মিলিয়ে অনেক বিখ্যাত ছবি তাঁর অভিনয় দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। ছায়াছবিতে রুমা দেবীর বিশেষত্ব ছিল তিনি অন্যের গানে লিপ দিতেন না। 'আশিতে আসিও না'-ছবির জন্য 'তুমি আকাশ যদি হতে' গানটি রেকর্ডিং করা হয়ে গিয়েছিল। গানটি ডুয়েট। প্রথমে মান্না দে ও বনশ্রী সেনগুপ্তের কণ্ঠে রেকর্ডিং করা হয়েছিল। তখন অন্য এক নায়িকার অভিনয় করার কথা ছিল। তিনি করতে না পারায় নেওয়া হয় রুমাকে। তখন রুমার শর্ত অনুযায়ী গানটি আবার রেকর্ডিং করতে হয়। ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল গানটি। বম্বেই আলাপ কিশোর কুমারের সঙ্গে।

# জঞ্জাল বাড়ছে, সিকিম প্রেরিত দূষণে বিক্ষোভ শিলিগুড়িতে

**দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বরঃ** সিকিম থেকে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার শহর শিলিগুড়িতে। তার প্রতিবাদেই গর্জে উঠল শিলিগুড়ি। সম্প্রতি শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফারাবাড়ি এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এলাকার বাসিন্দ ও বেশ কিছু সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, ফারাবাড়ির একটি খালি জায়গায় নির্বিচারে ও অবৈধভাবে চিকিসা এবং বিপজ্জনক বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই বর্জ্য সিকিম থেকে আনা হচ্ছে। গত চার দিন ধরে ট্রাকে করে চিকিসা ও অন্যান্য ধরনের বর্জ্য এনে ফারাবা।রি এই খালি জায়গায় ডাম্প করা হচ্ছে। গ্রিন এনভায়রনমেন্ট প্রিজারভেশন সোসাইটি (জিইপিএস)-এর সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তী এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''গত চার দিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি, সিকিম থেকে ট্রাক বোঝাই করে চিকিৎসা এবং অন্যান্য বর্জ্য এনে এখানে ফেলা হচ্ছে। এটি কঠোরভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট-এর লঙ্ঘন। এই ধরনের নির্বিচারে বর্জ্য ফেলা এলাকার পরিবেশ এবং বাসিন্দাদের জন্য মারাত্মক সমস্যা তৈরি করছে।'' স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই বর্জ্য থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এর ফলে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে বলে দাবি করেছেন বাসিন্দারা। তারা জানিয়েছেন, শিশু এবং বয়স্কদের স্বাস্থ্য এর ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। সলিড ওয়েস্ট

ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী, চিকিৎসা বর্জ্য এবং অন্যান্য বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে। এই বর্জ্য পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে চলা বাধ্যতামূলক। তবে, ফারাবাড়ির এই ঘটনায় সেই নিয়মের কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি বলে অভিযোগ। দেবব্রত চক্রবর্তী বলেন, ''এটি একটি গুরুতর অপরাধ। এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি করছি, এই ডাম্পিং অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।'' এই ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন, এতদিন ধরে এই বর্জ্য ফেলা হলেও প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। তাদের আরও অভিযোগ, প্রশাসনের মদতে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, যদি অবিলম্বে এই ডাম্পিং বন্ধ না করা হয়, তাহলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, তারা প্রশাসন এবং পরিবেশ দপ্তরে অভিযোগ জানাবেন। পাশাপাশি, আদালতের শরণাপন্ন হওয়ারও হুমকি দিয়েছেন তারা। দেবব্রত চক্রবর্তী বলেন, ''আমরা চাই পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করুক। যেসব জায়গায় এই বর্জ্য ফেলা হয়েছে, সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে সেগুলি সাফ করা হোক। এর পাশাপাশি, যারা এই অবৈধ বর্জ্য ডাম্পিংয়ে যুক্ত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।'' পরিবেশবিদদের মতে, এই ধরনের বর্জ্য ডাম্পিংয়ের ফলে মাটির গুণগত মান নষ্ট হতে পারে। বর্জ্য থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ মাটির সঙ্গে মিশে জলদূষণের সম্ভাবনাও তৈরি করে। দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের অব্যবস্থাপনা জনস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিকিৎসা বর্জ্য এবং বিপজ্জনক বর্জ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি এবং কঠোর নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। এর পাশাপাশি, এই ধরনের বর্জ্য পরিবহণ এবং নিষ্পত্তির প্রতিটি পর্যায়ে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন। ফারাবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা এখন আতঙ্কিত। তারা জানিয়েছেন, অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধান না হলে তারা পরিবার নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবেন। তবে, এ বিষয়ে এখনো প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## রাস্তার জট কাটছেই না! এবার নতুন দাবি নিয়ে অবরোধ, পুলিশ এলেও হুঁশিয়ারি দিয়েই দিলেন গ্রামবাসীরা

**দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ নভেম্বরঃ** রাস্তার সমস্যা যেন দিনে দিনে আরও বেড়েই চলেছে বাঁকুড়ায়। রোজ নানা প্রান্তে দেখা যাচ্ছে বিক্ষোভ-আন্দোলনের ছবি। এবার কালভার্ট তৈরির দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন বাঁকুড়ার খাতড়া শহরের কংসাবতী রোড এলাকার বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে বেশ

কিছু সময়ের জন্য রাস্তায় ব্যাপক যানজট হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে পুলিশ। ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ওই রাস্তায় আসা যানবাহন। স্থানীয়ভাবে জানা গিয়েছে, খাতড়া শহরের কংসাবতী রোড এলাকায় সম্প্রতি নিকাশি-নালা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, পথ সুগম করতে এলাকায় দু'টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। সেই দাবিও তাঁরা করে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে। অভিযোগ, তাঁদের দাবিতে কোনও কর্ণপাত করেনি প্রশাসন। এদিকে একটু বৃষ্টি হলেই কালভার্ট না থাকায় নিকাশি-নালার জল একেবারে রাস্তার উপর উঠে আসে। বর্ষায় নোংরা হাঁটুজল ডিঙিয়ে যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের। এই পরিস্থিতিতে আগে কালভার্ট তৈরির দাবি নতুন করে দানা বেঁধেছে। তা না হওয়াতেই এদিন বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে এদিন দুপুরেই খাতড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সরিয়ে দেওয়া হয় অবরোধকারীদের। যদিও এলাকার লোকজন জানাচ্ছেন দ্রুত কাজ না হলে আরও বড় আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা।

## বাবা-মা শুয়েছিল এক ঘরে, অন্য ঘরে দুই মেয়ে পড়ছিল! একটা রাতে সব রাহাল

**দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ নভেম্বরঃ** রাতের খাওয়াদাওয়ার পর বাবা-মা শুয়ে পড়েন। দুই মেয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করছিল তারা। তখনই নজরে আসে ধোঁয়া। দৌড়ে বাবা-মাকে বলতে গিয়েছিল সে কথা। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। গোটা বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। বাড়ি থেকে দুই মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন বাবা-মা। কিন্তু ঘরের কিছুই আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

সব পুড়ে খাক! এক লহমায় নিঃস্ব হল এক পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের বাসুদেবপুর এলাকায়। বাড়িতে ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নি সংযোগের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। শনিবার রাতে বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা জয়প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আগুন লাগে। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, রাত তখন অনেকটাই। খাওয়া সেরে তাঁরা ঘুমোতে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে ঘরে পড়ছিল। তখন তারাই ধোঁয়া বের হতে দেখে। পরিবারের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। প্রাথমিকভাবে বাড়ি থেকে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দীর্ঘক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও, ততক্ষণে পুড়ে ছাই বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র-সহ সমস্ত কিছুই। পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। পরিবারের তরফ থেকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে দাসপুর থানায়।

## খড়গপুরে মেলার মধ্যেই এ কী কাণ্ড! এক মুহূর্তে থেমে গেল সব, পুলিশ এলেও শেষ রক্ষা হল না

**দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ১৭ নভেম্বরঃ** জমি নিয়ে ঝামেলা। আর তার জেরেই এক ব্যক্তি গলার নলি কেটে খুনের অভিযোগ উঠল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত কলাইকুন্ডার পড়াডিহা বাজার এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম উমাশঙ্কর মাহাতো। পেশায় জমি ব্যবসায়ী। বয়স ৪৭। বাড়ি কলাইকুন্ডার কোরিয়াশোল। এদিকে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘটনার পর থেকেই তাঁরা পলাতক

বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, কলাইকুন্ডার পড়াডিহা বাজার এলাকায় শুক্রবার থেকে চলছিল রাস উৎসব। ওই পুজো কমিটির সভাপতিও ছিলেন উমাশঙ্কর। শনিবার রাতে মেলা চলাকালীন নিজের কাজের জায়গাতেই ছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময়ই আচমকা তিন দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মুহূর্তেই কেটে ফেলা হয় তাঁর গলার নলি। তারপরই এলাকা ছেড়ে চম্পট। এদিক ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থাতেই খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তদন্তে নেমে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই খুন। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার লোকজনের পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদেরও। এরইমধ্যে গুরুতর অভিযোগ করেছে পরিবারের লোকজন। তাঁদের দাবি, তাঁদেরই পরিবারের সদস্য রাজু মাহাতো, মঙ্গল মাহাতোর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল। ওই দু'জন ছাড়াও আরও একজন এই খুনের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ তাঁদের। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

## দুই পড়শির ঝামেলায় চলল তলোয়ার! দৃশ্য থেকে স্তম্ভিত মধ্যস্থতাকারীরা

**দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৭ নভেম্বরঃ** একটা জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশীর দীর্ঘদিনের ঝামেলা। কিন্তু রবিবার সকালে সে ঝামেলা তুঙ্গে ওঠে। আর সেই ঝামেলার মধ্যেই চলল তলোয়ার। চলল গুলিও। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কুলটি থানার বরাকরের মনোবেড়িয়ায়। ঘটনায় দু'জন আহত হয়েছেন। তাঁদেরকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলটির মনোবেড়িয়া এলাকায় দুই আনসারি পরিবারের বাস। মাঝের একটা 'কমন' জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের অশান্তি। প্রতিবেশীদের দাবি, মাঝেমধ্যেই ঝগড়া ঝামেলা হত, কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যস্থতায় তা মিটেও যেত। কিন্তু রবিবার সকাল থেকে সেই অশান্তি নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রবিবার সকালে ছোট 'ইস্যু' থেকে ঝামেলা শুরু হয়। ঝামেলা গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, অশান্তির মাঝেই এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর তলোয়ার নিয়ে হামলা চালায়। শূন্যে গুলি চলে বলেও

অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অতর্কিতে অস্ত্র-গুলিচালনার ভয়ে আতঙ্কে পালিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারাও। দুই পরিবারের কয়েকজন আহত হয়েছেন। তার মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর। ঘটনার খবর পেয়ে কুলটি থানার বিশাল বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোথা থেকে অস্ত্র-বন্দুক এল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

## কেষ্টর সঙ্গে একমঞ্চে কেন থাকছেন না শতাব্দী? অবশেষে মুখ খুললেন সাংসদ

**দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ নভেম্বরঃ** গত লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় বলেছিলেন, 'কেষ্টদার সঙ্গে দেখা করে আসব।' কিন্তু তা কেষ্ট ফিরলেও দেখা হয়নি দু'জনের। তবে কি অনুব্রতর ফেরায় 'না খুশ' শতাব্দী। রবিবার রামপুরহাটে দলীয় একটি সভা থেকে সে প্রসঙ্গই তোলেন তৃণমূল সাংসদ। জানালেন, এখনও কেন দেখা করেননি কেষ্টর সঙ্গে। বস্তুত, জেল থেকে ফেরার খবর যখন শতাব্দীর কাছে প্রথম পৌঁছেছিল

সেই সময় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ভাল খুব ভাল। যে কর্মীদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক ভাল তাঁরা খুশি। সেই দিন থেকে রাজনীতির অলিগলিতে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল যাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল শুধু কি তাঁরাই খুশি? এরপর কেষ্ট ফিরে এসে জেলায় একাধিক বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চ ভাগ করে নিতে দেখা যানি শতাব্দী বা কাজল কাউকেই। কেন? শনিবার শতাব্দী উত্তর দিলেন সেই প্রশ্নেরই। বললেন, ''হ্যাঁ দেখা হয়নি। ওঁর সঙ্গে মিটিং হয়নি। আজ যদি আসতেন তখন দেখা হত।'' বস্তুত, এ দিন কোর কমিটির বৈঠক নিয়েও মুখ খোলেন শতাব্দী। বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের উপর দল চলে। এর উপরে কিছু বলার নেই। আমি শুনেছি অনুব্রত মণ্ডল কোর কমিটির সদস্য হয়েছেন। ছ'জন ছিল সাত জন হয়েছেন। চেয়ার পার্সন হলে আমরা জানতে পারব।''

## দশ বছর ধরে একই ব্যক্তিকে টেন্ডার ছাড়াই টোলপ্লাজার বরাত, কাঠগড়ায় জেলা পরিষদ

**দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৭ নভেম্বরঃ** দশ বছর ধরে টেন্ডার ছাড়াই চলছে জেলা পরিষদের টোল প্লাজা। বিতর্ক তৈরি হয়েছে সালানপুরের ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানার পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের রূপনারায়ণপুর টোল প্লাজা নিয়ে। দাবি উঠেছে সরকারি নিয়ম মেনে টেন্ডারের মাধ্যমে টোল প্লাজা চালানোর ব্যবস্থা হোক। অভিযোগ এইটোল প্লাজা থেকে যে পরিমাণ টাকা আদায় করা হচ্ছে তা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ছে না ঠিকমতো। শেষবার ২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ২০১৪ সালের ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত টেন্ডারের তথ্য জেলা পরিষদের কাছে আছে। সেই সময় ওই এক বছরের জন্য টেন্ডারের অর্থ মূল্য ছিল ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তারপর আর নতুন করে এই দীর্ঘ ১০ বছরে টেন্ডার হয়নি। তবে সময় সময়ে পুরানো ওই এজেন্সিকেই কিছুটা বেশি অর্থের বিনিময়ে এই টোল প্লাজায় টাকা আদায়ের দায়িত্ব জেলা পরিষদ দিয়ে রেখেছে বলে খবর। কিন্তু কেন ওপেন টেন্ডার বা ই টেন্ডার না করে নির্দিষ্ট একটি সংস্থাকেই বছরের পর বছর টোল আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে? সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেও উত্তর না পেয়ে গোবর্ধন মণ্ডল নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন করতেই পুরো বিষয়টি সামনে আসে। আরটিআইয়ের উত্তরে ওই বছরের ২২ জানুয়ারি জেলা পরিষদের এসপিআইও তথা সেক্রেটারি জানিয়েছেন ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর যে টেন্ডার হয়েছিল তারই একমাত্র নথিপত্র জেলা পরিষদের কাছে আছে। এছাড়া নতুন করে লিজ- সংক্রান্ত কোন তথ্য, রেফারেন্স নাম্বার মেমো কিছুই তাদের কাছে নেই। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

**বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড**
রেজি. অফিসঃ
বাজাজ অ্যালিয়ানজ হাউজ, এয়ারপোর্ট রোড, ইয়েরওয়াডা, পুনে-৪১১০০৬
টেলিফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭

**পাবলিক নোটিশ**

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে বাজাজ আলিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের অফিস অবস্থিত জেকে মিলেনিয়াম সেন্টার, ২য় তল, নং.-৪৬-ডি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে স্থানান্তর করা হবে নতুন ঠিকানায় বাজাজ আলিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড, অবস্থিত কনস্টানটিয়া, ১ম তল, ১১, ইউ.এন. ব্রহ্মচারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ ২০শে জানুয়ারী ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

**বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড**
রেজি. অফিসঃ
বাজাজ অ্যালিয়ানজ হাউজ, এয়ারপোর্ট রোড, ইয়েরওয়াডা, পুনে-৪১১০০৬
টেলিফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭

**পাবলিক নোটিশ**

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে বাজাজ আলিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের অফিস নর্থ লেক রোড, জেলা সায়েন্স সেন্টারের কাছে, সারদা পল্লী, ওয়ার্ড নং-১, জেলা-পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্থানান্তর করা হবে নতুন ঠিকানায় বাজাজ আলিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড, অবস্থিত ৪র্থ তল, .নাইটিংগেল বিল্ডিং, রাঁচি রোড, পোস্ট অফিস- পুরুলিয়া, থানা-পুরুলিয়া, জেলা-পুরুলিয়া (টাউন), পিন-৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ ২০শে জানুয়ারী ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

**Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT**
**Birshibpur, Uluberia, Howrah**
**NOTICE INVITING e-TENDER**

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no. **171/MGP**, Dated: **14.11.2024** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **18/11/2024 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **25/11/2024 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
**Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah.**

**SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED**
**CIN : L65191WB1990PLC048276**
**Regd. Off:** "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
**Corp. Off:** "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata - 700001
**E-MAIL:** info@scintilla.co.in, **WEBSITE:**www.scintilla.co.in
**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024**

(₹. in Lakhs)

| Sl No | Particulars | Quarter Ended | | | Half year Ended | | Year Ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.03.2024 |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited |
| 1 | Total Income from Operations | 15.47 | 15.34 | 14.83 | 30.81 | 30.5 | 59.48 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items# ) | -16.01 | -0.90 | 9.93 | -16.92 | 3.94 | -18.00 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items# ) | -16.01 | -0.90 | 9.93 | -16.92 | 3.94 | -18.00 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items# ) | -16.32 | 1.38 | 7.43 | -14.94 | 2.95 | -16.88 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | -17.54 | 1.38 | 7.43 | -16.16 | 2.95 | -19.13 |
| 6 | Equity Share Capital | 1002.78 | 1002.78 | 1002.78 | 1002.78 | 1002.78 | 1002.78 |
| 7 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted: | -0.16 | 0.01 | 0.07 | -0.15 | 0.03 | -0.17 |

**Notes:**
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter & Half Year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Standalone Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November , 2024.

**For and on behalf of the Board**
**For Scintilla Commercial & Credit Ltd**
**Sd/- (Jitendra Kumar Goyal)**
**Managing Director**
**DIN: 00468744**
Place : Kolkata
Dated : 14.11.2024

**VIRAT LEASING LIMITED**
**Regd. Off:** 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001 W.B.
**Corp. Off:** "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8, 4th Floor, Kolkata-700001 W.B.
**CIN:L65910WB1984PLC098684** EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in
**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024**

(₹. in Lacs)

| Sl No | Particulars | Quarter ended 30.09.2024 | Quarter ended 30.06.2024 | Quarter ended 30.09.2023 | Half Year ended 30.09.2024 | Half Year ended 30.09.2023 | Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Total Revenue from Operations | 23.46 | 27.29 | 29.3 | 50.75 | 54.14 | 87.02 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | -49.77 | 15.32 | -5.85 | -34.46 | 4.81 | -10.96 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | -49.77 | 15.32 | -5.85 | -34.46 | 4.81 | -10.96 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | -47.56 | 12.55 | -4.53 | -35.02 | 3.32 | -13.09 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | -40.96 | 30.82 | -4.53 | -10.15 | 3.94 | -12.48 |
| 6 | Equity Share Capital | 1298.05 | 1298.05 | 1298.05 | 1298.05 | 1298.05 | 1298.05 |
| 7 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted: | -0.37 | 0.10 | -0.03 | -0.27 | 0.03 | -0.10 |

**Notes:**
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Half Year ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November, 2024.

**For and on behalf of the Board**
**For Virat Leasing Limited**
**Sd/-**
**Rajeev Kothari**
**Managing Director**
**DIN: 00147196**
Place : Kolkata
Dated :14.11.2024

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-Tender for the following works :-
**1. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 51**
Name of work **: Cleaning & removing of idol frameworks, hyacinth, various floating materials, etc. stuck at the jetty of RWPS Ph-I, Ph-II & Ph-III under GRWW for a period of 42 days.** Estimated Amount **: Rs.2,26,341.00.** Earnest Money **: Rs.4,550.00.** Period of Completion **: 42 Days.**
**2. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 43**
Name of work **: Supply and installation of new yard light fittings around the outside of RWPS-III pump house building under GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,89,063.00.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.** Period of Completion **: 15 Days.**
**3. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 44**
Name of work **: Manufacturing, supply & delivery at side 2 nos 700 mm dia. MS fabricated double flanged short piece pipe for installation at delivery side of pump no.3 at RWPS Ph-I of GRWW.** Estimated Amount **: Rs.1,95,968.00.** Earnest Money **: Rs.3,950.00.** Period of Completion **: 12 Days.**
**4. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 50**
Name of work **: Manufacturing, fabricating, supply & installation of LT control panel for operation of delivery side 900 mm dia. PDV against pump no.5 at RWPS-II, GRWW.** Estimated Amount **: Rs.1,90,054.00.** Earnest Money **: Rs.3,850.00.** Period of Completion **: 8 Days.**
**5. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 47**
Name of work **: Strengthening of existing 1500 mm dia. delivery main of RWPS-I by M.S. jacketing within Raw Water Campus of GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,87,623.00.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.** Period of Completion **: 3 Days.**
**6. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 41**
Name of work **: Supply & fitting, fixing of new components to suit in the extg. HT VCB switch gear for HT motor No.1 & incomer no.-1 at RWPS Ph-I under GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,95,779.00.** Earnest Money **: Rs.5,950.00.** Period of Completion **: 03 Days.**
**7. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 42**
Name of work **: Installation of pump no.4 with ready standby impeller at RWPS-II of GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,94,203.00.** Earnest Money **: Rs.5,900.00.** Period of Completion **: 7 Days.**
**8. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 48**
Name of work **: Replacement of damaged part of drinking water pipeline for RWPS campus under GRWW.** Estimated Amount **: Rs.1,79,209.00.** Earnest Money **: Rs.3,600.00.** Period of Completion **: 7 Days.**
**9. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 49**
Name of work **: Manufacturing, fitting-fixing of 19' x 5' size acrylic letter scripted glow sign board along with MS structural frame with joist support at RWPS-II, GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,85,210.00.** Earnest Money **: Rs.5,750.00.**
**10. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 45**
Name of work **: Manufacturing, supply & fitting fixing of M.S fabricated guard wall against 1800 mm dia. suction main 1 to protect it from land sliding of river bank at the jetty of RWPS-III, GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,66,182.00.** Earnest Money **: Rs.5,350.00.**
**11. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT- 46**
Name of work **: Supply, fitting fixing of new components to replace damaged items of rotating assembly of pump no.2 at RWPS Ph-II under GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,87,810.00.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.** Period of Completion **: 10 days (for Sl.No.9 to 11).** Last date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 29.11.2024 at 2 p.m./02.12.2024 at 2.30 p.m. (for Sl.No. 1 to 11).** The bid forms and other details are available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 11).**

The **Executive Engineer (C), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
**1. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/042/17/2024-2025**
Name of work **: Improvement of road surface with ancillary work at 22 Bortalla St. in Ward No.042.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,591.13.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
**2. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/045/26/2024-2025**
Name of work **: Repairing of stone set footpath at Raja Woodmount St., etc. in Ward No.45.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,050.21.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 28 Days (for Sl.No.1 & 2).**
**3. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/049/021/2024-2025**
Name of work **: Thorough restoration of paver block footpath from 1, R.R Sarani to 50A, Raj.K. Chakrabarty Sarani (Lady Duffrin Hospital) etc. in Ward-49, Br.-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,79,437.20.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**
**4. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/049/022/2024-2025**
Name of work **: Restoration of concrete and I.P.S passage and footpath at 5/B, Dr. Debendra Mukherjee Row, 48, Akhil Mistry Lane etc. in Ward No.49, Br-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,87,063.55.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 45 Days (for Sl.No.3 & 4).**
**5. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/048/23/2024-2025**
Name of work **: Restoration of I.P.S passage and paver block at 1 Collage St., 7A Banerjee Lane etc. in Ward No.48 under Borough-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,52,478.70.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Period of Completion **: 35 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 27.11.2024 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 5).** Date and Time of opening of Tender **: 29.11.2024 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **18.11.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 5).**

The **Executive Engineer (C)/Br-VI, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works :-
**1. NIT NO. : VI/062/019/2024-2025/D**
Name of work **: Restoration of disturbed and damaged paver block footpath, IP and concrete passage at 12 Hazi MD. MHSN. SQ, 73 R.A.K. Rd., 12/7 Alimuddin St., portion of Ripon Street etc. in Ward-62.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,59,389.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**
**2. NIT NO. : VI/051/026/2024-2025/R**
Name of work **: Renovation of Rafi Ahamed Kidwai Road by providing paver block from 93 Rafi Ahamed Kidwai Road to 88/2 Rafi Ahamed Kidwai Road and other surrounding area in Ward No.51.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,99,918.00.** Earnest Money **: Rs.6,100.00.**
**3. NIT NO. : VI/054/019/2024-2025/R/BUSTEE**
Name of work **: Improvement of bustee concrete passage 38 Ismail Street in Ward No.054.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,49,119.00.** Earnest Money **: Rs.9,100.00.** Period of Completion **: 40 Days (for Sl.No.1 to 3).**
**4. NIT NO. : VI/051/025/2024-2025/R**
Name of work **: Construction of new inspection PIT and S.I.C.P between two long interval PITS and other ancillary civil works at 10, 10/1/A, 48 Indian Mirror Street, 18 Akrur Dutta Lane etc. and surrounding area in Ward-51.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,99,048.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**
**5. NIT NO. : VI/054/025/2024-2025/R**
Name of work **: Improvement of toilet and bathroom in different places in Ward-54, such as Ismail Street.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,99,506.00.** Earnest Money **: Rs.8,100.00.** Period of Completion **: 45 Days (for Sl.No.4 & 5).**
**6. NIT NO. : VI/062/023/2024-2025/D**
Name of work **: Maintenance of distrubed and undulated paver block footpath from 47 to 78C A.J.C. Bose Road in Ward No.62.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,96,207.00.** Earnest Money **: Rs.6,100.00.** Period of Completion **: 90 Days.**
**7. NIT NO. : VI/047/031/2024-2025/R**
Name of work **: Removal of Chokage in front of 37, Jadunath Dey Road by changing collapsed pipe & construction of manhole on the existing sewer line in Ward No.047.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,99,982.00.** Earnest Money **: Rs.4,100.00.** Period of Completion **: 15 Days.**
**8. NIT NO. : VI/054/027/2024-2025/R**
Name of work **: Improvement of bathing space at different places in Ward-54.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,99,808.00.** Earnest Money **: Rs.4,100.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 25.11.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 to 8).** Tender opened on **27.11.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **14.11.2024 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 8).**

857/ 24-25

## ফ্যাশন- রূপচর্চা

# সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জামদানি ছড়িয়েছে দেশ ও বিদেশে

জামদানি সাধারণ বা আটপৌরে কোনো শাড়ি নয়। এ কারণে নিয়মিত সেটা বিক্রি হয় না, হবেও না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামদানির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে কাপড়টির বৈচিত্র্যায়ণ ঘটানো জরুরি হয়ে পড়েছে। এ জন্য জামদানি কাপড় দিয়েই তৈরি করতে হবে নতুন নতুন পণ্য। সেই আশির দশকে যে কাজ সচেতনভাবে হোক বা অবচেতনেই হোক, করেছিলেন ডিজাইনার নিলুফার জাহান।

জামদানি দিয়ে পাঞ্জাবি তৈরি করে তিনিই প্রথম বাজারজাত করেছিলেন। সে সময় মালিবাগের চম্পক নামের একটি ব্র্যান্ড বিক্রি করত এই পাঞ্জাবি। এত দিন পর এসেও কিছু পাঞ্জাবি, টপস, স্টোল ছাড়া সেভাবে আমরা ভাবতে পারিনি। সময়োপযোগী পণ্য না বানালে, নতুন নতুন ভাবনায় জামদানিকে না নিয়ে এলে, শুধু শাড়ি হিসেবে জামদানিকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যায়ণ ঐতিহ্যকেই সম্মান প্রদর্শন, নতুন বাজারে এর আবেদনকে আরও বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন। জামদানির ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। আর সবচেয়ে বড় কথা, উদ্ভবকালে জামদানি কিন্তু শাড়ি ছিল না। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-১৬২৭) পারস্য থেকে নিয়ে আসা বয়নশিল্পীদের তত্ত্বাবধানে এখানকার বয়নশিল্পীরা জামদানি নামে মসলিনের সর্বশেষ যে ধরনটির উদ্ভব ঘটান, সেটি কিন্তু ছিল গজ কাপড় বা থান কাপড়। তখন যাঁরা

এটা পরতেন, সেই নবাব, রাজরাজরা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পোশাক শাড়ি ছিল না। তবে বিশ্বের নানা জাদুঘরে সংরক্ষিত শাড়ি থেকে আন্দাজ করতে সমস্যা হয় না, মসলিন বিলুপ্তির সময় থান কাপড়ের পাশাপাশি শাড়ি হিসেবেও আদৃত ছিল জামদানি। সময়ের পরিক্রমায় জামদানি মূলত শাড়ি হিসেবেই বোনা হতে থাকে। একসময় শাড়িরই সমশব্দ হয়ে ওঠে জামদানি। তাই জামদানির বৈচিত্র্যায়ণ আসলে এক হিসেবে মূলেই ফিরে যাওয়া।

### মৌলিকতা অটুট রেখে নকশায় আধুনিকায়ন

নতুন নকশা বলতে কিন্তু জামদানির মূল মোটিফগুলোকে উপেক্ষা করা না। লেআউটের পরিবর্তন এনেই রূপবদল সম্ভব। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চলতি ধারা ও রঙের ধারা অনুসরণ করে জামদানিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে। এ জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে গজ কাপড় তৈরি। শাড়ি কেটে অন্য পোশাক বা পণ্য তৈরি বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ, শাড়ি একটি পূর্ণাঙ্গ পোশাক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হেরিটেজ টেক্সটাইলের পুনরুজ্জীবন, বিচিত্রকরণ ও আধুনিকায়নে ডিজাইনাররা কাজ করেন। কাপড়ের মৌলিকতা অক্ষুণ্ন রেখেই নতুন পণ্য উদ্ভাবন করেন তাঁরা। বয়নশিল্পীদের শ্রদ্ধা করেন বলেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখছেন, কিন্তু নিয়ে আসছেন নতুনত্ব।

### ডিজাইনারদের অন্তর্ভুক্তি

আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ডিজাইনারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাত করার উদ্যোগ হতে পারে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কারণ, ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টই হবে ভবিষ্যতে হাতের পাঁচ।

### টেকসই ও নৈতিক উৎপাদন

জামদানি বয়নে প্রকৃতিবান্ধব উৎপাদন তুলনামূলক ভাবে বেড়েছে। প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার অনেকাংশে ফিরে এসেছে। এই বৃদ্ধির পাশাপাশি এজো ফ্রি রং ব্যবহারে বয়নশিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। মসলিনের মতো জামদানিও একটা সময় পর্যন্ত কেবল হাতে কাটা, সুতি সুতায় বোনা হতো। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) প্রথম সিল্ক সুতা ব্যবহার করে হাফ সিল্ক জামদানির প্রচলন করেন। হাতে কাটা সুতায় জামদানি বোনার রেওয়াজ আমাদের বয়নশিল্পীরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। সেটাও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

### গল্পকথনে গুরুত্বারোপ

জামদানির অনবদ্য ইতিহাসকে জানানোর সঙ্গে কারিগরদের গল্প, ঐতিহ্যবাহী বয়নকৌশল, বস্ত্রবয়নের নেপথ্য কলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে দেশি ও বিদেশি ভোক্তাদের অবহিত করা প্রয়োজন। দৃশ্যত আকর্ষণীয় লেবেল বা ট্যাগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ভিডিও, ছবি শেয়ার করা গেলে সহজেই অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে।

### পোশাকের বাইরে

অন্দর সাজানোর নানা অনুষঙ্গ, যেমন কুশন, ওয়াল হ্যাংগিং, ব্যাগ, পর্দা, টেবিল রানার এমনকি প্রযুক্তি আনুষঙ্গিকের মতো পণ্যে জামদানিকে সংযুক্ত করে বৈচিত্র্যময় করা যেতে পারে। এসব উদ্যোগ গ্রাহকের পরিসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ জন্য উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণকে সুনিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। ঐতিহ্যবাহী এই বয়নশিল্পের অস্তিত্ব সমুন্নত থাকবে। বিশ্বব্যাপী সমাদৃতও হবে। উপরন্তু এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বয়ন ও কারুশিল্পী সম্প্রদায়ের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করবে। দেশের অর্থনীতিতেও ভূমিকা রাখবে এই ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্প।

# যাঁরা প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু ব্যবহার করেন, তাঁদের আবহাওয়া ও চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু নির্বাচন করতে হবে

নিয়মিত যাঁদের বাইরে বের হতে হয়, দেখা যায়, চুল পরিষ্কার রাখার জন্য তাঁদের প্রতিদিনই শ্যাম্পু করতে হয়। কমবেশি সবাই জানি, শ্যাম্পুতে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। অনেকের মনেই তাই এ প্রশ্ন থাকে যে শ্যাম্পু নিয়মিত ব্যবহার করলে চুলের কি কোনো ক্ষতি হবে? এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, নিয়মিত মাথার তালু বা স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখাটা খুব জরুরি। যাঁরা প্রতিদিন বের হন, দেখা যায়, বাইরে ধুলাবালু ও বায়ুদূষণের কারণে তাঁদের মাথার ত্বকে ময়লা জমে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয় বিশেষ করে খুশকি হয়ে থাকে। এ ছাড়া মাথার ত্বকে ফুসকুড়ি হয়। মাথার তালু পরিষ্কারের জন্য তাই শ্যাম্পু ব্যবহারের বিকল্প নেই। তবে শ্যাম্পু ব্যবহারের পর বিশেষ যত্ন নিলে চুলের ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। তবে যাঁরা নিয়মিত শ্যাম্পু ব্যবহার করেন, তাঁদের আবহাওয়া ও চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু নির্বাচন করতে হবে। যেমন শীতের সময় ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ শ্যাম্পু বেছে নেওয়াই ভালো। শ্যাম্পুর বোতল বা প্যাকেটেই কী কী উপাদান এতে আছে, তা দেওয়া থাকে। শ্যাম্পু ব্যবহারের পর কন্ডিশনারের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা সবাই জানি। তবে ইদানীং অনেকেই চুলে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করেন। যে কারণে কন্ডিশনার চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খুব একটা কাজে দেয় না। শ্যাম্পু ব্যবহারের পর ভালোভাবে ধুয়ে চুলে ১০ মিনিট মাস্ক লাগিয়ে রাখতে হবে। এরপর আবারও চুল ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। টাওয়েল দিয়েই চুল মুছে নেওয়া ভালো। এরপর চুলের সিরাম ব্যবহার করতে হবে। যাঁরা প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু করে থাকেন, তাঁরা সপ্তাহে অন্তত চার দিন এ পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করবেন। চাইলে বাড়িতেও এ মাস্ক বানাতে পারেন। কাঁধ পর্যন্ত যাঁদের চুল, তাঁদের জন্য একটা আনুমানিক হিসাব দেওয়া হলো। ২ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। মিশ্রণের সঙ্গে এবার মাঝারি আকারের একটা কলা যোগ করুন। সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। শ্যাম্পু ব্যবহারের পর চুল ভালোভাবে ধুয়ে এ মিশ্রণ ব্যবহার করুন। মিশ্রণটি অবশ্যই ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেবেন।

না হলে চুলের গোড়ায় অ্যালোভেরা ও কলার মিশ্রণ লেগে থাকবে, যা শুধু জল দিয়ে ধুয়ে ওঠানো কঠিন হবে।

# ট্রাম্পের বাড়িতে রোবট কুকুর

কুকুরটির নাম ‘স্পট’। তবে এটি আসল কুকুর নয়। এটি একটি রোবট। বানিয়েছে বোস্টন ডায়নামিকস নামের একটি প্রতিষ্ঠান। স্পটকে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়, নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়িতে। সিক্রেট সার্ভিসের হয়ে সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কুকুরটি। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অভিজাত পাম বিচ এলাকায় রয়েছে ট্রাম্পের গলফ রিসোর্ট মারএলাগো। নিউইয়র্কের বাইরে এখানেই পরিবার নিয়ে বসবাস করেন ট্রাম্প। আর এই রিসোর্টের প্রাঙ্গণে টহল দেয় রোবট কুকুর স্পট।স্পট দূরনিয়ন্ত্রিত অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত। কুকুরটির কাছে কোনো অস্ত্র নেই। তবে এটির পায়ে লেখা রয়েছে, ‘এটা পোষ্য নয়’। এর মধ্য দিয়ে মূলত ট্রাম্পের বিশাল এই সম্পত্তিতে টহলের কাজে নিয়োজিত স্পটের কাছাকাছি আসা লোকজনকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মারএলাগোতে স্পটের টহল দেওয়ার একটি ভিডিও টিকটকে ভাইরাল হয়েছে। এতে অনেকেই কুকুরটিকে শান্ত, চতুর, ভয়ংকর এমন নানা বিশেষণে অভিহিত করেছেন। এমনকি কুকুরটি গভীর রাতে টেলিভিশনের পর্দায় আমেরিকানদের রসিকতার অন্যতম খোরাক হয়ে উঠেছে। যদিও স্পটের কাজ হাসির কোনো বিষয় নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলো কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেলিসা মিচেলসন বলেন, ‘কেউ রোবট কুকুর পোষার জন্য আগ্রহী হন, এমনটা আমার জানা নেই। এটি দেখতে মোটেও ফুটফুটে নয়।’বিগত মাসগুলোয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার চলার সময় ট্রাম্প দুবার হামলার শিকার হয়েছেন। পেনসিলভানিয়ার বাটলার এলাকায় গত জুলাইয়ে নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় প্রথমবার। দ্বিতীয়বার এই মারএলাগোতে, গত সেপ্টেম্বরে। যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের যোগাযোগপ্রধান অ্যান্থনি গুগলিয়েলমি এক বিবৃতিতে বিবিসিকে বলেন, ‘নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিরাপদ রাখা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।’ নিরাপত্তার কাজে রোবোটিক কুকুরের ব্যবহার নিয়ে সিক্রেট সার্ভিসের কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করেছিল বিবিসি। তবে ‘প্রায়োগিক নিরাপত্তার উদ্বেগের’ কারণে এর জবাব দেওয়া হয়নি। এমনকি ট্রাম্পের বাড়িতে কবে থেকে স্পট কাজ করছেসেটাও জানানো হয়নি। বোস্টন ডায়নামিকসও সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এড়িয়ে গেছে। তবে জানিয়েছে, তাদের তৈরি রোবট কুকুর স্পট নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করছে সিক্রেট সার্ভিস। রন উইলিয়ামস একসময় সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি নিরাপত্তা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠান টালোন কোম্পানিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)।

# ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১০ জন নিহত

ফিলিস্তিনের গাজার উত্তরাঞ্চলীয় বেইত লাহিয়া এলাকায় বহুতল একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলের বিমান হামলায় বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছেন। আজ রোববার এই হামলা হয় বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন চিকিৎসাকর্মীরা। হামলায় কতজন নিহত হয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। জরুরি উদ্ধারকারী সংস্থা দ্য প্যালেস্টিনিয়ান সিভিল ইমারজেন্সি কর্তৃপক্ষ বলেছে, ওই ভবনে প্রায় ৭০ জন বাসিন্দা ছিল। এ ঘটনায় ইসরায়েলের বক্তব্য জানা যায়নি। গত মাসে বেইত লাহিয়া এবং পাশের শহর বেইত হানুন এবং জাবালিয়াতে ট্যাংক পাঠিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের হামলা ঠেকাতে এবং তারা যেন নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি, ওই তিন এলাকায় তাদের হামলায় কয়েক শ হামাস সদস্য নিহত হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, ইসরায়েলি বাহিনী ওই এলাকাগুলোকে গাজা নগরী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রেখেছে। এদিকে আজ রোববার ভোরে গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলীয় বুরেইজ শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। একটি বাড়িতে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করলে এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। চিকিৎসাকর্মীরা বলেছেন, একটি বাড়ি লক্ষ্য করে এ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে।

# ইউক্রেনকে সমর্থন জি-৭ জোট-এর

‘যত দিন দরকার, তত দিন’ ইউক্রেনকে সমর্থন করে যাওয়ার বিষয়টি আবার জোর দিয়ে বলেছেন জি-৭ জোটের নেতারা। আলোচনার মাধ্যমে আগামী বছর ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে চান দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর দিক থেকে এমন বক্তব্য আসার পর জি-৭ জোটের নেতারা ইউক্রেনকে ‘যত দিন দরকার, তত দিন’ সমর্থন দিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আবার জোরের সঙ্গে বললেন। এক রেডিও সাক্ষাৎকারে আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় আগামী বছর রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার ইচ্ছার কথা জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। জেলেনস্কি বলেছেন, তাঁর দিক থেকে আগামী বছরের মধ্যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাশিয়ার আগ্রাসী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার সব প্রচেষ্টা করা হবে। আগের দিন জেলেনস্কি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার অর্থ, যুদ্ধ সম্ভবত ‘আগেই’ শেষ হবে। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি এখনই ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চান। যুদ্ধে ইউক্রেনের যে ভূমি রাশিয়া দখল করেছে, ট্রাম্প প্রশাসন সেসব ভূমি রাশিয়ার দখলে থেকে যাওয়ার পক্ষে অবস্থান নিতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। এ প্রসঙ্গে জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি চলতি মাসের শুরুর দিকে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন। সে সময় তিনি এমন কিছুই শোনেননি, যেটা তাঁদের অবস্থানের বিপক্ষে যেতে পারে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, যদি কিয়েভ যুদ্ধে হারানো ইউক্রেনের ভূখণ্ড দিয়ে দিতে রাজি হয়, তবেই কেবল মস্কো কোনো চুক্তি মেনে নেবে। গত শুক্রবার পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ। এই ফোনালাপে পুতিন বলেছেন, একটি চুক্তির আগে ‘মূল’ যেসব কারণে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার সমাধান করতে হবে। পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর বিস্তার এই কারণের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় দুই বছর পর এই প্রথম পুতিন-শলৎজের মধ্যে ফোনালাপ হয়।

# অক্টোবর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনীর হাতে উদ্ধার ১.৪২ কোটি টাকারও বেশি নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য

মালিগাঁও, ১৭ নভেম্বরঃ নিষিদ্ধ সামগ্রীর পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি ০১ থেকে ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তার জোনের মধ্যে চালানো অভিযানে আরপিএফ ৩ জন ব্যক্তিকে আটক করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ১১.১৪ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে জোনের মধ্যে বিভিন্ন অভিযান চালানোর সময় ১.৪২ কোটি টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধমাদক দ্রব্য উদ্ধার করার পাশাপাশি ২৮ জন ব্যক্তিকে আটক করেছে। ০৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলার আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথভাবে আগরতলা স্টেশনে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির সময় যৌথ দলটি প্রায় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এক জন ব্যক্তিকে আটক করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ওসিজিআরপিআগরতলার হাতে উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ আটক ব্যক্তিদের তুলে দেওয়া হয়। ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের অন্য আরেকটি ঘটনায় গুয়াহাটি আরপিএফ-এর সিআইবি টিম গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ২ জন ব্যক্তিকে আটক করে এবং

তাদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকারও বেশি মূল্যের ৫৫টি সুরার বোতল উদ্ধার করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গুয়াহাটির আবগারি বিভাগের হাতে উদ্ধারকৃত সুরা সহ ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়। মাদক পাচারকারীদের দ্বারা রেলওয়ের ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ নিয়মিতভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাদক পাচারকারীদের কবল থেকে রেলওয়েকে নিশ্চিতভাবে মুক্ত রাখতে সমস্ত সন্দেহজনক ট্রেন, স্টেশন, যাত্রী সমাগমের এলাকাগুলিতে বিভিন্ন স্তরের আরপিএফ টিম প্রায়ই অভিযান চালিয়ে আসছে। ট্রেন যাত্রার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোল ফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

# পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে সাইকেলে চড়ে সচেতনতার বার্তা সুন্দরবনের এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৭ নভেম্বরঃ পরিবেশকে বাঁচাতে সাইকেলে চড়ে সচেতনতার বার্তা সুন্দরবনের এক যুবকের। গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটিতে সাইকেলে ভ্রমণ করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে বেরিয়ে পড়েছিলেন ১৫ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার সুভাষ গ্রামের বাসিন্দা রামপ্রসাদ। পেশায় তিনি অস্থায়ী শিক্ষক রামপ্রসাদ নস্কর। তাঁর সাইকেলের সামনে লাগানো পোস্টারে লেখা সবুজের অভিযান।শুধু তাই নয়। পরিবেশ মুক্ত রাখতে সাইকেলে ভ্রমণ করে বিভিন্ন জায়গায় চারাগাছ রোপণ করছেন শিক্ষক রামপ্রসাদ নস্কর। সেইসঙ্গে সৌরশক্তি চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য মানুষ দেরকে বার্তা দিচ্ছেন তিনি। তিনি ৩৪ দিনে আসামের ৩৫ টি জেলায় ভ্রমণের পর সাইকেল নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন রবিবার।সুভাষ গ্রামের বাড়িতে ফিরবেন সোমবার। রামপ্রসাদ নস্কর জানিয়েছেন পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে ২০১০ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করছেন তিনি।উল্লেখ্য,নেপাল, বাংলাদেশ, ঝাড়খন্ড, সহ একাধিক জায়গায় বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন তিনি।সাইকেলে ভারতের কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, গুজরাট থেকে ত্রিপুরা সমস্ত রাজ্য ভ্রমণ করেছেন তিনি। সাইকেলে চেপেই দুবার বাংলাদেশ এবং একবার নেপাল ও ভ্রমণ করেছেন রামপ্রসাদ। তিনি আরো জানিয়েছেন ১৯৯৫ সালের পর কোনও গাড়িতে চড়েননি, সাইকেলে চড়ে ভ্রমণ করেছেন সুন্দরবনের গ্রাম থেকে শহর। গরমের ছুটি ও পুজোর সময় প্রতি বছর একা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। আরো জানিয়েছেন, ভ্রমণে বেরিয়ে দিনে ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার সাইকেল চালান তিনি। অদূর ভবিষ্যতে পেট্রোল, ডিজেল এবং তাপবিদ্যুতের সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবে, তখন একমাত্র বিকল্প থাকবে এই সৌরশক্তি। রামপ্রসাদের কথায়, সৌরশক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রচার করি। বন্যপ্রাণ রক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতেই বিভিন্ন জায়গায় সাইকেলে ভ্রমণ করি। আগামী দিন পরিবেশকে বাঁচাতে এই কাজ চালিয়ে যাবো। রামপ্রসাদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে পথযাত্রী মানুষ জনেরা।

# উঠল ধর্মঘট

উত্তরপাড়া হুগলি,১৭ নভেম্বরঃ হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা টি এন মুখার্জি রোডে অবশেষে টোটো ও অটো ধর্মঘট রবিবার উঠে গেল। টোটো অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে টোটো আবার চলতে শুরু করলো আমাদের দাবি মত টি এন মুখার্জী রোড সংস্কার হতে চলেছে এবং মালপত্র সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং এইসঙ্গে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে অটো এবং টোটো ধর্মঘট উঠে গেল। প্রায় পাঁচ দিন ধরে চলছিল অটো এবং টোটো ধর্মঘট। তার কারণ অনেকদিন ধরেই টি এন মুখার্জি রোড বেহাল দশা গর্তে ভরা ভাঙ্গা চোরা প্রশাসনকে বলে কোন লাভ হচ্ছে না প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে। বড় বড় ডাম্পার লরি গিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে দিচ্ছে, তারই প্রতিবাদে অটো টোটো আন্দোলনে নেমে ধর্মঘট করেছিল রাস্তায় তারা গাড়ি নামায়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ দুর্দশায় পড়ে বাড়ে যাদের হয়রানি অবশেষে রাস্তায় নামলো টোটো ও অটো এই রাস্তা নিয়ে শনিবার দুপুরে বিজেপি অবস্থান বিক্ষোভ করে।

**Name Change**

I, Sk Abed Mohammad S/o Late Sk Kalu Mohammad Residing at Vill - Nonaari, P.o - Aswathapur, P.S. - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin- 721446, West Bengal India that my deceased father who previously known as Sek Kalu Mohammad shall henceforth be known as Sk Kalu Mohammad by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-11-2024.I Declare that My Father Sek Kalu Mohammad and Sk Kalu Mohammad both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sek Abed Mohammad S/o Late Sk Kalu Mohammad Residing at Vill - Nonaari,P.o - Aswathapur, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur Pin-721446 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Abed Mohammad. I declare that Sek Abed Mohammad and Sk Abed Mohammad is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-11-2024.

**Name Change**

I,BHATT BAISHAKHI(old name) W/O RAJESH BHATT,RESIDING AT HNO.41/3, SUKANTA SARANI,BEHIND SABUJ SANGHA CLUB, BARISHA, PO & PS-THAKURPUKUR, KOLKATA-700063, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIVYA RAJESH BHATT (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 14/11/2024. DIVYA RAJESH BHATT (NEW NAME) AND BHATT BAISHAKHI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, SK SAIFUL ISLAM SIDDIQUE (OLD NAME) SON OF MOHAMMAD SIDDIQUE RESIDING AT 324, KALITALA PARK, PO & PS - BANSDRONI, KOLKATA-700070, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCE FORTH KNOWN AS SAIFUL ISLAM SIDDIQUE (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/11/2024. SK SAIFUL ISLAM SIDDIQUE (OLD NAME ) AND SAIFUL ISLAM SIDDIQUE (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Ranuka Ghosh (old name) W/o Sambhu Nath Ghosh, residing at Beledanga, P.O.- Chanditala, P.S.- Chanditala, Dist,- Hooghly, Pin-712702, West Bengal, INDIA have changed my name and shall hence-forth be known as Renuka Bala Ghosh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 16/11/2024. Renuka Bala Ghosh (new name) and Ranuka Ghosh (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, MANJURA MANDAL, DAUGHTER OF BADAR ALI SEKH, RESIDING AT DAKSHIN RAMESWARPUR, GANGNAPUR, NADIA-741238, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN MANJURA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/11/2024.THAT MANJURA MANDAL AND MANJURA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Abu Harayara Mandal (old name) son of Yunuch Mondal, residing at Vill.- Gokulpur, P.O.- Gokulpur , P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743286, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abu Huraira Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/11/2024. Abu Huraira Mondal (new name) and Abu Harayara Mandal (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Younus Ali Mondal (old name) son of Mawla Buks, residing at Vill.- Gokulpur, P.O.- Gokulpur, P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Yunuch Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/11/2024. Yunuch Mondal (new name) and Younus Ali Mondal (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Md Alimuddin Ali & Oli Muddin Mandal (old name) son of Kalu Mandal, residing at Vill.- Rajalipur, P.O.- Kachua, P.S.- Matia Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743424, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Alimaddin Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/11/2024. Alimaddin Mandal (new name) and Md Alimuddin Ali & Oli Muddin Mandal (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Zeenat Kausar (old name) wife of Golam Gous, residing at 37/4/1A, Kabitirtha Sarani, Khidderpore, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Zeenat Gous (new name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, dated 29/07/2024. Zeenat Gous (new name) and Zeenat Kausar (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, AMIR ALI, SON OF HAZI MAHAMMAD YOUNUS, RESIDING AT JAIGIRGHAT ROAD, PO-THAKURPUKUR SOUTH 24 PGS-700063, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AMIR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/11/2024. THAT AMIR ALI AND MD AMIR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I,SANJAY PATRA(OLD NAME) SON OF LATE BAKUL PATRA RESIDING AT VILL-AMBARPUR,PO-MURIGHATA, PS-GOPALNAGAR, DIST-24 PARGANAS (NORTH) PIN-743251,WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCE FORTH KNOWN AS SANJOY PATRA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE BONGAON ON 07/11/2024. SANJAY PATRA (OLD NAME ) AND SANJOY PATRA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Sampatlalji Hirawat (old name) son of Ram Chand Hirawat, residing at 6/2 SARAT BOSE ROAD ELGIN ROAD,L.R.SARANI S,O, KOLKATA PIN- 700020, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sampat Lal Hirawat (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/11/2024. Sampat Lal Hirawat (new name) and Sampatlalji Hirawat (old name) both are same and identical person.

# শাবকের দেহ আগলে সারাদিন দাঁড়িয়ে, অবশেষে জঙ্গলে ফিরে গেল সন্তানহারা মা হাতি

দুরন্ত বার্তা, বানারহাট, ১৭ নভেম্বর ঃ মৃত সন্তানের দেহ আগলে রেখে সারা দিন দাঁড়িয়ে কাটালো মা। তার পরে সন্ধ্যে হতে সে ফিরে গেল নিজেদের আস্তানায়। বানারহাট ব্লকের কারবালা চা বাগানের নালায় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় একটি হস্তীশাবকের । এরপর সারাদিন সন্তানের দেহ আগলে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মা হাতিটি। সন্তান হারানোর শোকে হাতিটি দুই দফায় বন দপ্তরের গাড়িতে হামলাও চালায়। এমনকি কয়েকবার তেড়ে গিয়েছিল ভিড় জমানো জনতার দিকেও। বন দপ্তর সূত্রে খবর, গভীর রাত পর্যন্ত মা হাতিটি মৃত শাবকের দেহ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। ভোর রাতে শেষ পর্যন্ত দেহ ছেড়ে রেতির জঙ্গলে অপেক্ষারত দলের বাকি সদস্যদের কাছে ফিরে গিয়েছে হাতিটি। জানা গিয়েছে, শনিবার মৃত শাবকটিকে মা হাতিটি সমাধিস্থ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর আবার শাবকটিকে শুঁড়ে তুলে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিছুটা দূরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারপর রাস্তার উপর দেহ রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাতিটি জঙ্গলে ফিরে যায়। রবিবার ভোর হতেই মৃত শাবকটিকে দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে বন দপ্তরের কর্মী ও বানারহাট থানার পুলিশ উপস্থিত রয়েছেন। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি পেলেই মৃত শাবকটির দেহ তুলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

এ প্রসঙ্গে কারবালা চা বাগানের এক বাসিন্দা বলেন, 'সম্ভব হলে রাতেই মৃত শাবকটিকে শুঁড়ে তুলে রেতির জঙ্গলে নিয়ে যেত মা হাতিটি। কিন্তু শাবকটি বড় হওয়ায় নিয়ে যেতে পারেনি।' অপর এক বাসিন্দা বলেন, ' এই সময় মৃত শাবকটিকে তুলে নিয়ে গেলে মা হাতিটি সন্তানকে খুঁজতে চা বাগান লাগোয়া শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়তে পারে। সেই কারণেই হয়তো বনকর্মীরা হাতির দলটির দূরে চলে যাওয়ার অপেক্ষা রয়েছে।'

# মহিলা কামরায় পুরুষ যাত্রী প্রবেশ করলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ 'মহিলা সুরক্ষা' উদ্যোগের আওতায়, মহিলা যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় অনুমোদনহীন প্রবেশ ও দখল প্রতিরোধে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের এই উদ্যোগ মহিলা যাত্রীদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত যাতায়াতের পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিবেদিত। ০১.১১.২০২৪ থেকে ১২.১১.২০২৪ পর্যন্ত, রেল সুরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মহিলা কামরায় অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৬২ ধারা অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৬২ ধারা রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৬২ ধারা অনুযায়ী মহিলা যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় বা স্থানে পুরুষ যাত্রীদের অনুমোদনহীন প্রবেশ ও দখল রোধে প্রযোজ্য। অনুমোদনহীন প্রবেশের জন্য শাস্তি মহিলা কামরায় কোনো পুরুষ যাত্রী প্রবেশ করলে বা যাতায়াত করলে তাকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হবে। রেল কর্মচারীর নির্দেশে তাকে কামরা থেকে বের করে দেওয়া হবে এবং তার টিকিট বা পাস বাজেয়াপ্ত হতে পারে। সংরক্ষিত আসন বা বার্থ দখল করা: মহিলা যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বা বার্থ কোনো পুরুষ যাত্রী দখল করলে এবং রেল কর্মচারীর অনুরোধ সত্ত্বেও তা খালি না করলে তার বিরুদ্ধেও উপরে উল্লিখিত শাস্তি কার্যকর হবে। ১৬২ ধারার অধীনে মামলা ও গ্রেফতারের সারসংক্ষেপ: পূর্ব রেলের বিভিন্ন বিভাগে রপিএফ-এর প্রশংসনীয় ভূমিকা তুলে ধরা হলো: হাওড়া বিভাগ: নথিভুক্ত মামলাঃ ১২৭গ্রেফতারঃ ১২৭ আদায়কৃত জরিমানাঃ ৪,৫৫০ টাকা শিয়ালদহ বিভাগ নথিভুক্ত মামলাঃ ১৯৪ গ্রেফতারঃ ১৯৪ আদায়কৃত জরিমানাঃ ২৪,৪০০ মালদা বিভাগ নথিভুক্ত মামলাঃ ২৬ গ্রেফতারঃ ২৬ আদায়কৃত জরিমানাঃ ৮০০ আসানসোল বিভাগ নথিভুক্ত মামলা ১৬৩ গ্রেফতারঃ ১৫৯ আদায়কৃত জরিমানাঃ ২৮,৮০০ পূর্ব রেলের মোট পরিসংখ্যান ঃমোট মামলাঃ ৪১৮ মোট গ্রেফতারঃ ৫১৩ মোট আদায়কৃত জরিমানা ৫৮,৫০০ পূর্ব রেল মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৬২ ধারা কার্যকর করা মহিলা কামরার সুরক্ষিত পরিবেশ বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্ব রেল সুরক্ষিত ভ্রমণের অঙ্গীকার।

# বক্সা পাহাড় ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালে আলোয় এখন ঝলমল করছে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর ঃ বক্সা ফোর্টের পাশের মাঠে তবুতে বসে ভারত ও ভুটানের একাধিক প্রশাসনিক শীর্ষকর্তা। জানা গিয়েছে, তাঁরা চা খাচ্ছেন। তবে, এই চা একেবারে মাখন চা। ডুকপা জনজাতির বাসিন্দারা অতিথি আপ্যায়নে সাধারণত এই চা দিয়ে থাকেন। যাকে স্থানীয় ভাষায় 'সুজা' বলা হয়। ভুটানি হস্তশিল্পের তৈরি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কয়েকজন আবার তবুতে স্ন্যাকস নিয়ে এলেন। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, চানাচুর ছাড়া এল ইছুম (সেদ্ধ চাল), গেজা সিপ (চিড়া ভাজা), ছুম যাও (চাল ভাজা)। এই উৎসবের উদ্দেশ্য হল ডুকপা জনজাতির সংস্কৃতিচর্চা। সেগুলো আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সংরক্ষণ করা। খাওয়াদাওয়া যার মধ্যে অন্যতম। সব খাবার দেখে ও খেয়ে ভালো লাগবে। চা পর্বের পর হালকা খিদে মেটানোর জন্য ছিল খুলে (বার্লির রুটি), খবাজে (ময়দার রুটি)। সবই ডুকপা জনজাতির ঘরের খাবার। এইসব খাবার ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালে আসা অতিথিদের দেওয়া হয়। পাশাপাশি উৎসবের জন্য যে স্টলগুলো দেওয়া হয়েছিল সেখানে প্রদর্শিত হয়। এদিন স্টলে ডুকপা জনজাতির মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিক্রির জন্য রাখা হয়েছিল। খাবারের স্টলে থাকা মানুষজন বলছিলেন কীভাবে ডুকপা জনজাতির এই খাবারগুলো তৈরি হয়। কোন খাবারের সঙ্গে কোনটা খেতে হয়। শেষ পাতে আবার বিশেষ ধরনের পান ছিল। যেটাকে দোমা পানে বলা হয়। অন্যদিকে, দুপুরে ওই জনজাতির প্রায় ১৬ ধরনের খাবার পরিবেশিত হয়। সেখানে ইস্কি, শাক ফ্রাই, সচি, লাবু তাজি, উমা তাজি, ফিং তাজি, সামু তাজি, ইচুম, পাকচা, লাপু ইমা পাই ছিল। এছাড়া ছিল ডুকপাদের নিজস্ব পানীয় 'আরা'। ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং, জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিম খান, ভুটানে ভারতের কাউন্সিল জেনারেল অজিত কুমার, এসএসবির ৫৩ ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট বিজয় সিং সহ ভুটানের বেশ কয়েকজন দাসোরা উপস্থিত ছিলেন। গত শুক্রবার বক্সা ফোর্টের পাশে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল। শনিবার সকাল থেকে বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা ও চুনাভাটির মতো বিভিন্ন জায়গার বাসিন্দারা একত্রিত হন। ডুকপা জনজাতির ছোট থেকে বড় সবাই তাঁদের নিজস্ব পোশাক পরেছিলেন। বক্সার বিভিন্ন গ্রামের ছেলেরা সকালে এসে তিরন্দাজি শুরু করে দেন। মাঠের দুই পাশে বিকেল পর্যন্ত তির খেলা চলে। সব সময় পাহাড়ের সব এলাকার বাসিন্দাদের একত্রিত হওয়া হয় না। এরকম উৎসবই সকলের একসঙ্গে হওয়ার জায়গা। শোনা গেল, শীতকালে লোসার উৎসব হয়। সেই সময় গ্রামের সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করি, তির খেলা হয়। তবে এভাবে সব গ্রামের লোকেরা একসঙ্গে উৎসব করা হয় না। বক্সা পাহাড় এই উৎসবের আলোয় এখন ঝলমল করছে।

# ভারতের সঙ্গে ভুটানের রেলপথে সংযোগ হলে চা রপ্তানিতেও সুবিধা পাওয়া যাবে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারত-ভুটান রেলপথ চালু করার সমীক্ষা খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জেলার বানারহাট থেকে পার্শ্ববর্তী সামসী ভুটান পর্যন্ত রেললাইন পাততে চা বাগানের জমি অধিগ্রহণ করা হবে। বানারহাট থেকে সামসী ভুটানের আগে পর্যন্ত ১৬ কিমি রেললাইন পাতা হবে। চলতি সপ্তাহে জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরে ডুয়ার্সের কয়েকটি চা বাগানের মালিক ও রেলের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ডুয়ার্সের দেবপাড়া চা বাগান পরিদর্শন করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুটানের পরিকাঠামো ও পরিবহণমন্ত্রকের সঙ্গে চুক্তি করে ভারতীয় রেল এই লাইন পাতার পরিকল্পনা নিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে রেললাইন পাতার কাজ করার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রথম ধাপের প্রক্রিয়া হিসেবে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।

প্রশাসনের বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, জেলার বানারহাট ব্লকের ভুটান সীমান্তের চামুর্চি চা বাগানে ভারতের শেষ রেলস্টেশন হবে। তারপর ধাপে ধাপে আমবাড়ি, ডায়না, রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর এবং দেবপাড়া চা বাগানের জমির উপর দিয়ে রেললাইন পাতা হবে। বানারহাট থেকে চামুর্চি পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার রেললাইন পাতার পর সেই রেলপথ সামসী ভুটানে ঢুকে যাবে। চলতি সপ্তাহে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর রেলের ইঞ্জিনিয়াররা দেবপাড়া চা বাগান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। দেবপাড়া চা বাগানের মালিক শুভঙ্কর মিত্তাল বলেন, 'ভারতের সঙ্গে ভুটানের রেলপথে সংযোগ হলে চা রপ্তানিতেও সুবিধা মিলবে। আমরাও ভারত-ভুটান রেলপথের উন্নতিতে সহযোগিতা করতে রাজি। কিন্তু চা শিল্পের অবস্থা এখন ভালো জায়গায় নেই। শ্রমিকদের উপরেই চা শিল্প দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক নতুন চা গাছ রোপণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণে যদি নতুন প্ল্যান্টেশন চলে যায়, চা বাগানের বড় অংশের জমি দিতে হয় তাহলে শিল্পে প্রভাব পড়বে। জমি সরকারের থেকে লিজে নেওয়া হলেও সেই জমির উপর ক্ষতিপূরণের দিকটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। আমরা রেলপ্রকল্প রূপায়ণে সবরকম সাহায্য করতে রাজি।' খুব শীঘ্রই রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ডুয়ার্সে আসবেন নতুন রেলপথের জন্য জমি চিহ্নিত করতে। জেলা শাসক শামা পারভিন শুক্রবার বলেন, ' বৈঠক করেছি। রেল ও চা বাগান মালিকরা ছিলেন। প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্যকে পাঠানো হয়েছে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা এদিন জানান, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্তে ভারত-ভুটান রেলপথ নির্মাণের প্রক্রিয়া হিসাবে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল আলিপুরদুয়ারের দিকে হাসিমারা, জয়গাঁ হয়ে ভুটানের ফুন্টশোলিংয়ের সঙ্গে রেল যোগাযোগের কাজ আগেই শুরু করেছে। এবার জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থেকে একাধিক চা বাগানের ওপর দিয়ে প্রস্তাবিত রেলপথ সামসী ভুটানে পৌঁছাবে। আলিপুরদুয়ার বা এনজেপি থেকে রেলের বর্তমান লাইন ধরেই ট্রেন আসবে বানারহাট স্টেশনে। সেখান থেকেই নতুন রেলপথ ধরে সামসী ভুটানে যাওয়া যেতে পারে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী মনে করেন, রেলের উন্নয়নের পাশাপাশি চা শিল্পে মালিক ও শ্রমিক স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিক দেখেই প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা উচিত। নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক জানান, ' ভালো উদ্যোগ। ভারত ও ভুটানের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী এই নতুন রেলপথ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন সহ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক সুবিধা হবে।

# কংগ্রেস ও তাঁদের মিত্ররা তোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছে ঃ মেঘওয়াল

নাসিক, ১৭ নভেম্বর ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তাঁর কথায়, কংগ্রেস ও তাঁদের মিত্ররা তোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছে। রবিবার মহারাষ্ট্রের নাসিকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, কংগ্রেস এবং তাঁদের মিত্ররা তুষ্টিকরণ, বিভাজন এবং শাসন, ভোটারদের বিভ্রান্ত করা এবং ভোট পেয়ে শাসন করা নীতি গ্রহণ করেছে। তবে তাঁরা এখন তাতে সফল হবে না। দেশে একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যে আমাদের একটি বিকশিত ভারত তৈরি করতে হবে। বাতাবরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাই কংগ্রেস এবং তাঁদের সহযোগীরা যে আখ্যান তৈরি করছিল তা মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে ব্যর্থ হয়েছে।

# বড়দিনে কোথায় যাচ্ছেন- দার্জিলিং না পুরী, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন, টিকিট শেষ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ঃ বাঙালিদের ভ্রমণপ্রীতি আর উৎসব উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা নতুন কিছু নয়। এবারের ক্রিসমাস এবং ইংরেজি নববর্ষে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে উদযাপনের জন্য অনেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। দীর্ঘ সপ্তাহান্তিক ছুটিকে (২১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪) কাজে লাগিয়ে অনেকেই আনন্দের দিনগুলিকে দীর্ঘায়িত করছেন, বিশেষ করে ২৩.১২.২৪ এবং ২৪.১২.২৪ তারিখে অর্জিত ছুটি ব্যবহার করে। আপনিও কি ভাবছেন বড়দিনে (ক্রিসমাস)-এর ছুটিতে কোথায় যাবেন? তবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন, কারণ প্রতিটি অতিক্রান্ত মুহূর্তেই নিশ্চিত টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা কমছে। টিকিটের চাহিদা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে দার্জিলিং মেলের প্রত্যেক শ্রেণিতে ওয়েটিং লিস্ট তালিকার সংখ্যা ১০০-এরও বেশি। এছাড়াও, পদাতিক এক্সপ্রেসে ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে এসি ৩ টায়ার ও ২ টায়ারে এ রিজার্ভেশন বুকিং এবং বন্দে ভারত এক্সপ্রেস? ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সেখানে প্রায় ২০০ ও বেশি যাত্রী অপেক্ষায়। সরাইঘাট এক্সপ্রেসেও প্রচুর ভিড় ঃ সি ৩-টিয়ার শ্রেণিতে ঃ ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ৬০ জনেরও বেশি ওয়েটিং লিস্ট। স্লিপার শ্রেণিতে-৮০ জনেরও বেশি যাত্রী অপেক্ষার তালিকায়। পুরীর ক্ষেত্রেও একই চিত্রঃ শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেসে ২০ এবং ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে-এসি ৩-টিয়ারেঃ ৫০ জনেরও বেশি। স্লিপার শ্রেণিতেঃ ১০০ জনেরও বেশি অপেক্ষমান। উপরিউক্ত ওয়েটিং লিস্ট তালিকা ক্রম পরিবর্তনশীল। তাই, আপনি যদি এই ক্রিসমাসে দার্জিলিং বা পুরী ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তবে দেরি না করে এখনই উদ্যোগ নিন। এই ট্রেনগুলির প্রায় সব টিকিট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিশেষ ট্রেন চালানোর বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

# কৈলাশ গেহলটের পদত্যাগ বিজেপির নোংরা রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের অংশ ঃ সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ আম আদমি পার্টি ও দিল্লির মন্ত্রিসভা থেকে কৈলাশ গেহলটের পদত্যাগের জন্যও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং। তিনি বলেছেন, কৈলাশ গেহলটের পদত্যাগ বিজেপির নোংরা রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের অংশ। রবিবার সঞ্জয় সিং বলেছেন, বিজেপি সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ইডি-র অভিযান চালায়। কয়েকদিন ধরে তাঁর বাড়িতে আয়কর দফতরের অভিযান চালানো হয়। বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে ১১২ কোটি টাকার অভিযোগ এনেছে। তাঁর উপর চাপ তৈরি হয়েছিল, যার জেরে কৈলাশ গেহলটকে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। বিজেপিতে যোগ দেওয়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় ছিল না। কৈলাশ গেহলট আম আদমি পার্টি থেকে ইস্তফা দিতেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। তিনি বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আয়না দেখিয়ে দিলেন কৈলাশ গেহলট। রবিবার এএপি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেতা কৈলাশ গেহলট। দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হতাশাও ব্যক্ত করেছেন কৈলাশ গেহলট। শুধুমাত্র এএপি নয়, দিল্লির মন্ত্রিসভা থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন কৈলাশ। এরই প্রেক্ষিতে দিল্লি বিজেপির সভাপতি কৈলাশ গেহলট বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আয়না দেখিয়েছেন কৈলাশ গেহলট। কেজরিওয়ালকে তিনি বলেছেন, তিনি কেজরিওয়াল ও তাঁর লুটেরা গ্যাং-এর অংশ হতে চান না। কৈলাশ গেহলট অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

# গুজরাটের মোরবি সেতুভঙ্গে মূল অভিযুক্তকে নাগরিক সংবর্ধনা!

১৭ নভেম্বর ঃ দুবছর আগে ঘটনা। স্থান গুজরাটের মোরবি। সেখানে এক ঝুলন্ত সেতু ভেঙে মৃত্যু হয়েছিল ১৩৫ জনের। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শিল্পপতি জয়সুখ প্যাটেল ফের খবরের শিরোনামে উঠে এল। এই কলঙ্কিত ঘটনায় অভিযুক্ত শিল্পপতিকে ঘটা করে সংবর্ধনা জানিয়েছে মোরবি জেলার পতিদার সম্প্রদায়। যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। নিন্দায় ফেটে পড়েছেন ওই ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের পরিজন থেকে শুরু করে নেটনাগরিকরা। এই আবহেও নিজেদের কাজের সাফাই দিয়েছে আয়োজকরা। তাতে বিতর্ক বেড়েছে। এই ঘটনার পরে সেই ব্যক্তি আপাতত জামিনে মুক্ত। গত শুক্রবার সংবর্ধনা দেয় কাদভা পতিদার কন্যা কেলাবানী মণ্ডল। মোরবি শহরের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠান হয়। সেখানে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে জয়সুখের সমওজনের 'মোদক পরিমাপ করে বিতরণ করে আয়োজকরা। যদিও তাদের দাবি, নামী দেওয়াল ঘ।ড়ি নির্মাতা সংস্থা অজন্তা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা 'লোকহিতৈষী ও আর প্যাটেলের পুত্র হিসাবে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। উমা সংস্কারধাম মন্দিরে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। প্রায় ৬০ হাজার বাক্সে ওই মোদক ভরে পতিদার সম্প্রদায়ের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আর তার পরেই ক্ষোভে ফেটে প।ছেন সেতু ভেঙে মৃতদের পরিজনরা। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দু ঃখের বিষয় যে, মোরবি ঝুলন্ত সেতু ভাঙার প্রধান অভিযুক্তকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে, বলেছেন নরেন্দ্র পারমার, ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির সদস্য। এর আগে জয়সুখ প্যাটেলের মোরবিতে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। সম্প্রতি সেই শর্ত শিথিল করে আদালত। মোরবি শহরের মাচ্ছু নদীর উপর ব্রিটিশ আমলের ঝুলন্ত সেতু ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর ভেঙে পড়েছিল। ওই সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল জয়সুখ প্যাটেলের ওরেভা গ্রুপ। ওই ঘটনায় নরেন্দ্র পারমারের দশ বছরের কন্যা মারা যায়। তিনি বলেন, আমি একটি সংবাদপত্রে প্যাটেলের সংবর্ধনা সম্পর্কে জানতে পেরে দু ঃখ পেয়েছি। ওই ঘটনা এবং সন্তান হারানো এমন একটা বিষয় যা কেউ জীবদ্দশায় ভুলতে পারবে না। আয়োজকদের তরফে এ কে প্যাটেল জানান, অজন্তা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মান জানাতেই তাঁর পুত্রদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। আয়োজকদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ললিত কাগাথারা বলেছেন যে, প্যাটেলকে তার সম্প্রদায় সংবর্ধনা দিয়ে কোনও ভুল করেনি। শিল্পপতির পরিবার সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাঁর আরও দাবি, জয়সুখ প্যাটেল নির্দোষ। ঘটনার দায় মোরবির তৎকালীন কালেক্টর এবং পুরসভার কর্তাদের। তাঁদের বিরুদ্ধে কেন এফআইআর হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। উল্লেখ্য, দুর্ঘটনার পর প্যাটেল, তার সংস্থার দুই ম্যানেজার, ব্রিজ মেরামতকারী দুই সাব-কন্ট্রাক্টর, তিনজন নিরাপত্তারক্ষী এবং দুই টিকিট বুকিং ক্লার্ক-সহ মোট দশজনকে অনিচ্ছাকৃত খুন এবং মানবজীবন বিপন্ন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তবে চলতি বছরের মার্চে প্যাটেলকে জামিন দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তার আগে গুজরাট হাই কোর্ট তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করেছিল।

# ট্যাব কেলেঙ্কারিতে দিনহাটা থেকে গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে শিক্ষার্থীদের দেওয়া ট্যাব কেনার অর্থ অপব্যবহার করার ঘটনায় পুলিশ কোচবিহার জেলার দিনহাটা এলাকা থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের নাম মনোজি বর্মণ (৩০)। প্রসঙ্গত, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে রাজ্যের একাধিক জায়গার নাম উঠে এসেছে। ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে মালদা জেলা থেকেও। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। আর এই ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এবার হবিবপুরের একটি স্কুলের পড়য়ার ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এবার সেই ঘটনার তদন্তে নেমে কোচবিহারের দিনহাটা থানার অন্তর্গত মাদার লেনের বাসিন্দা মনোজি বর্মনকে (৩০) গ্রেফতার করেছে মালদা জেলা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। সিট সূত্রে খবর, এক পড়য়ার ট্যাবের টাকা মনোজি বর্মনের অ্যাকাউন্টে চলে যায়। যদিও সেই টাকা ইতিমধ্যে তুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের

কেওয়াইসি তথ্যের মাধ্যমে শনিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় মনোজিতকে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ট্যাবের টাকা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির দশ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে রবিবার হবিবপুর থানার তরফে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

# বিকল উনকোটি জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট , চিকিৎসা পরিষেবা বিঘ্নিত

কৈলাসহর, ১৭ নভেম্বর ঃ উনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চরম অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে। দপ্তরের উদাসীনতার কারণে হাসপাতালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অক্সিজেন প্ল্যান্ট গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অক্সিজেন প্ল্যান্টটি ২০২২ সালে চালু হওয়ার পর কয়েক মাস কাজ করেই বিকল হয়ে যায়। কিন্তু মেরামতের কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় জেলার চিকিৎসা পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দপ্তরের উদাসীনতা ও পরিকল্পনার অভাবে প্ল্যান্টটি চালু হওয়ার পর থেকেই সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কাছ থেকে মেরামতের কোন সা।া পাওয়া যাচ্ছে না। সদ্য নিযুক্ত মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ রোহন পাল জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। তবে দ্রুত কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় রোগী ও তাদের পরিবারের মধ্যে চরম হতাশা তৈরি হয়েছে। অক্সিজেন প্ল্যান্টের পাশাপাশি উনকোটি জেলা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে সিটি স্ক্যান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। আধুনিক চিকিসায় সিটি স্ক্যানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিষেবা বন্ধ থাকায় রোগীদের দূরের শহরগুলিতে যেতে হচ্ছে, যা সময় এবং অর্থের অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির রোগীদের জন্য এই পরিস্থিতি এক বড় ধাক্কা। অক্সিজেন প্ল্যান্ট ও সিটি স্ক্যানের মত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি অচল অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

# কোচবিহার-শিলিগুড়ির মধ্যে লোকাল ট্রেনের আবেদন, স্মারক লিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, কোটবিহার, ১৭ নভেম্বর ঃ কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য লোকাল ট্রেনের আবেদন করে কোচবিহারের নিউ কুচবিহার স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম এর কাছে স্মারক লিপি প্রদান আম আদমি পার্টির। তাদের দাবি প্রতিনিয়ত কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি প্রচুর লোক যাতায়াত করে, কেউ ব্যবসার জন্য, আবার কেউবা পড়াশোনার জন্য, এছাড়াও চিকিৎসার জন্য যাতায়াত করে। যদি প্রতিদিন একটি লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন শিলিগুড়ির জন্য কোচবিহার থেকে ছাড়া হয় এবং আবার সন্ধ্যা হলেই শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারে আসার জন্য যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অধিকাংশ লোকেরই অনেক সুবিধা হবে। তাই আমরা আশা রাখছি আমাদের এই দাবিকে মান্যতা দিয়ে কোচবিহার শিলিগুড়ি যাওয়ার লোকাল ট্রেনের ব্যবস্থা করবেন।

# দিল্লি ও লখনউয়ের ইঞ্জিন একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ করছেঃঅখিলেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তর প্রদেশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার উত্তর প্রদেশের আম্বেদকর নগরে, কাতেহারি বিধানসভায় একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, দিল্লি (কেন্দ্রীয় সরকার) এবং লখনউ (ইউপি সরকার)-এর ইঞ্জিন একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ করছে। এই সংঘর্ষের পিছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে। এ জন্য (ইউপি) ডিজিপি নিয়োগ করা হয়নি, এর আগে তাদের (দিল্লি এবং ইউপি) ইঞ্জিনগুলি সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল, এখন তাদের স্লোগানও ধাক্কা খাচ্ছে...মহারাষ্ট্র নির্বাচনের ফলাফলের পরে, তারা ক্ষমতায় থাকবে না (বিজেপি) ইউপিও হারাবে। অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, নির্বাচন (ইউপি উপনির্বাচন) ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লখনউ ইঞ্জিনের (ইউপি সরকার) কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়েছে। তারা কি কোনও উন্নয়নের কথা বলছেন? তারা বলে যে সমাজবাদী লোকেরা মাফিয়া এবং গুন্ডা...কিন্তু সত্য হল মুখ্যমন্ত্রী (যোগী আদিত্যনাথ) যখন তাঁর বাড়ি থেকে বের হন, তখন তিনি আয়নায় দেখেন না।

# সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নদীয়া, ১৭ নভেম্বর ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরের একটি আম বাগান থেকে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। রবিবার সকালে সিভিক ভলান্টিয়ারের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান অসিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সিভিক ভলান্টিয়ারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম মাধব সরদার (৩৮)। তিনি কোতয়ালী থানা এলাকার উসিদপুরের বাসিন্দা এবং কোতয়ালী থানায় কর্মরত ছিলেন। কোতয়ালী থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান অসিত মাধব হুমকি দিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে হুমকিতে তিনি কী বলেছেন তা স্পষ্ট নয়, হুমকি দেওয়ার কারণও স্পষ্ট নয়। নিহতের স্ত্রী পুষ্পরাণী সর্দার বলেন, প্রাক্তন প্রধান অসিত হুমকি দিয়েছিলেন যা মাধব বাড়িতে জানিয়েছিলেন। এই ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। এদিন ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পাশের একটি আম বাগান থেকে তার দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

# স্টার্ক-লিঁয়দের সঙ্গে মার্শের ‘গোপন’ মিটিং! ভারতের বিরুদ্ধে অজিদের মাইন্ড গেম শুরু

**সিডনি, ১৭ নভেম্বরঃ** বর্ডার গাভাসকর ট্রফির কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ২২ গজে যখনই ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হয়, দুটো দলের অনুরাগীদের মনে উত্তেজনার চোরাস্রোত বয়ে যায়। বাইশ গজে এই সিরিজের বল গড়ানোর আগে মাঠের বাইরে শুরু হয়ে গিয়েছে এক অন্য লড়াই। অজিরা খেলা শুরু করেছে মাইন্ড গেম। কেমন সেই খেলা? সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন ক্রিকেটারের এক ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যায় অজি অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ দলের পেসার মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউড, ওপেনার উসমান খোয়াজা ও স্পিনার নাথান লিঁয়র সঙ্গে একটি মজার মিটিং করছেন। শুরুতেই মার্শ তাঁর সতীর্থদের জানান, ভারত ৫ টেস্ট ম্যাচের সিরিজ খেলতে আসছে। এরপর তিনি মনে করান, ২০২১ সালে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরে টিম ইন্ডিয়া ৩৬ রানে অ্যাডিলেডে অলআউট হয়েছিল। এরপর উসমান খোয়াজা দলের বোলার হ্যাজলউডকে বলেন তুমি ৫/৮ নিয়েছিলে। এরপর লিঁয় তাঁদের মাঝে ঢুকে বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া সিরিজটা হেরেছিল।’ মিচেল মার্শ এই সব কথা থামিয়ে একটি বোর্ডের মধ্যে রোহিত শর্মার এক ছবি দেখান। তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক এরপর লিঁয়কে জানান, তিনি তো রোহিতকে টেস্ট ম্যাচে ৮ বার আউট করেছেন। এরপর লিঁয় বলেন, ‘‘আসলে ৯ বার। যদিও সেটা আর কে কাউন্ট করছে।’’ এরপর অজি ওপেনার উসমান খোয়াজা একটি কার্ড হাতে তুলে বলতে থাকেন, অস্ট্রেলিয়া শেষ চারটে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হেরেছে। এরপর মার্শ জানান, তিনি মনে করেছিলেন অজিদের জন্য যেগুলো খারাপ, তা তিনি বক্স থেকে তুলে নিয়েছিলেন। ওই কাগজটি এরপর খোয়াজার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মার্শ বলেন, ‘মিটিং শেষ।’

# ‘ভারতের কোচ হওয়ার যোগ্যই নয়’, গম্ভীরকে নিশানা প্রাক্তন অজি ক্যাপ্টেনের

**মেলবোর্ন, ১৭ নভেম্বরঃ** বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরুর আগে প্রত্যাশিতভাবেই ‘মাইন্ড গেম’ শুরু করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এবার অজিদের নিশানায় মূলত ভারতীয় দলের নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক টিম পেইন বলছেন, ‘‘ভারতের নতুন কোচ গম্ভীর বেশ বদমেজাজি, সব সময় লড়াই চায়। এটা যে খুব খারাপ, সেটা নয়। তবে আমার মনে হয় ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে ও সঠিক লোক নয়।’’ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে গম্ভীরের তুলনা টেনে পেইন বলে দিচ্ছেন, ‘‘ভারত আগে যখন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে দুটো সিরিজ জিতেছে তখন ওদের কোচ ছিলেন রবি শাস্ত্রী। দলের মধ্যে অসাধারণ পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। অল্প কথায় ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা দিতে পারতেন। কিন্তু গম্ভীর তেমন নয়। যদি আপনার কোচ সাংবাদিক বৈঠকে একটা সহজ প্রশ্নে মেজাজ হারিয়ে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে প্রথম টেস্ট হারলে গোটা সিরিজে ভারতের কাজটা বেশ কঠিন হতে চলেছে। এই মুহূর্তে ভারতের জন্য বিরাট-রোহিতের ফর্মের থেকেও বেশি চিন্তার হতে চলেছে গম্ভীরের শান্ত থাকতে না পারাটা।’’

# আমি যদি ওর জায়গায় থাকতাম, তা হলে অবশ্যই পারথ টেস্টে খেলতাম

## রোহিতকে নিয়ে ‘বিস্ফোরক’ মন্তব্য সৌরভের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা আগামী বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্ট কার্যত অনিশ্চিত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজের প্রথম ম্যাচটি আগামী সপ্তাহে ২২ নভেম্বর পার্থে শুরু হবে। তবে রোহিত শর্মা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান, কারণ সম্প্রতি তিনি পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন। এই কারণে তিনি প্রথম টেস্টে খেলতে না পারার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই নিয়ে ভারত অধিনায়ক প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এই সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এবং তাঁরা রোহিতের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত মুহূর্তে তাঁর পাশে থাকার অধিকারকে সম্মানিত করেছে। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, ‘‘রোহিত শর্মা প্রথম টেস্টে অংশগ্রহণ করবেন না। তিনি তার পুত্র সন্তানের সঙ্গে আরও কিছু সময় কাটাতে চান এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাঁর এই সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সম্মান জানাচ্ছে।’’ তবে, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে রোহিত শর্মাকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে রোহিতের নেতৃত্বের গুরুত্ব এই সিরিজে খুবই অপরিসীম, বিশেষত এটি হতে পারে রোহিতের অস্ট্রেলিয়ার শেষ সফর। তিনি বলেন, ‘‘আমি আশা করি রোহিত শর্মা খুব শিগগিরই অস্ট্রেলিয়া যাবেন, কারণ দলের নেতৃত্বের প্রয়োজন। আমি জানি, শুক্রবার রাতে তাঁর পুত্রসন্তান হয়েছে, তবে আমি মনে করি, এখনই তিনি অস্ট্রেলিয়া যেতে পারেন এবং পার্থে টেস্টে খেলতে পারেন। দ্রুত এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত ওর। আমি যদি ওর জায়গায় থাকতাম, তা হলে অবশ্যই পারথ টেস্টে খেলতাম।’’ সৌরভ আরও বলেন, ‘‘এই সিরিজটি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। রোহিতের নেতৃত্বে ভারতীয় দলকে শক্তিশালী শুরু করার জন্য প্রয়োজন। এই সিরিজে তিনি না থাকলে ভারতের জন্য তা বড় ক্ষতি হতে পারে।’’ তিনি রোহিত শর্মার নেতৃত্ব ক্ষমতার প্রশংসা করে আরও বলেন, ‘‘রোহিত শর্মা একজন দুর্দান্ত অধিনায়ক। তিনি দলকে ভালোভাবেই পরিচালনা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে গড়ে উঠেছে।’’ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিতের বিরুদ্ধে টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার প্রাথমিক দ্বিধা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে যখন বিরাট কোহলি টেস্ট অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ান, তখন রোহিত শর্মা এই পদটি নিতে বেশ কিছুটা সময় নেন। তিনি একাধিকবার বলেছিলেন, অধিনায়কত্বের কারণে তাঁর ক্রিকেটীয় কাজের চাপ বেড়ে যাবে, বিশেষত একাধিক ফরম্যাটে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন। তবে সৌরভ জানতেন, রোহিতের মধ্যে অধিনায়ক হওয়ার গুণাবলী রয়েছে এবং তিনি একদিন অবশ্যই ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হবেন। তিনি আরও বলেন, ‘‘রোহিত শর্মার জন্য আমি বলেছিলাম, ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হতে গেলে তাকে একদিন দায়িত্ব নিতে হবে। টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার সুযোগ তাকে ছাড়তে দেওয়া উচিত নয়। আমি খুশি যে রোহিত শর্মা এখন টেস্ট অধিনায়ক এবং তার নেতৃত্বে ভারত দারুণ সাফল্য পাচ্ছে।’’ এই সিরিজটি ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৃষ্টিকোণ থেকে। ভারত এই সিরিজে জয় পেলে তাদের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আরও জোরালো হবে। তবে রোহিত শর্মার অনুপস্থিতি ভারতীয় দলকে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে। এই সিরিজের পরবর্তী টেস্ট যা হবে অ্যাডিলেডে, সেটি হবে একটি ডে-নাইট টেস্ট। রোহিত শর্মা সেখানে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন এবং তার নেতৃত্বে ভারত পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য প্রস্তুত থাকবে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই সিরিজটি রোহিত শর্মার জন্য একটি বড় মঞ্চ, এবং তাঁর নেতৃত্বে ভারত জয়ের আশা করছে। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম কঠিন সিরিজ বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি, এবং রোহিত শর্মার উপস্থিতি দলের জন্য অনেক বড় ব্যাপার। এই সিরিজে ভারতের জন্য জয় ছিনিয়ে আনার জন্য তার নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। সাক্ষাৎকারে মহম্মদ সামিকে নিয়ে সৌরভ বলেন, ‘‘আমি হলে মহম্মদ সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় অবশ্যই পাঠাতাম। ওর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলার দরকার নেই। অস্ট্রেলিয়ায় ওকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। যদি ও পারথ টেস্টে নাও খেলতে পারে, তা হলেও অস্ট্রেলিয়াতে ওর যাওয়া দরকার। আজ ও ভালো বোলিং করেছে। ওর প্র্যাক্টিসের মধ্যে থাকা দরকার। অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য পরের বিমানেই ওকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো উচিত।’’ পারথ টেস্টে জসপ্রীত বুমরার পার্টনার কে হতে পারেন? এই প্রসঙ্গে মহারাজ জানান, আকাশ দীপ নন, প্রসিধ কৃষ্ণ সেই জায়গাটা নিতে পারেন। কারণ উচ্চতার দিক থেকে এবং সেখানকার পরিবেশের জন্য প্রসিধ এগিয়ে থাকবেন।

# ‘নেইমারকে দলে চাই না, কারণ এটা মেডিকেল নয়’

**পালমেইরাস, ১৭ নভেম্বরঃ** আল হিলালের সঙ্গে নেইমারের চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে আগামী বছরের জুনে। এবার নেইমার নাকি সৌদি আরবের পাট চুকিয়ে ফিরবেন নিজ দেশ ব্রাজিলে, নাম লেখাবেন শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক স্পোর্ত তো কদিন আগে এও দাবি করেছে, ৩২ বছর বয়সী তারকা ফরোয়ার্ড নাকি সান্তোস কর্তৃপক্ষকে সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছেন। তা নেইমার যেহেতু ব্রাজিলে ফিরবেনই, তাহলে শুধু সান্তোস কেন অন্য কোনো ক্লাবও তো তাঁকে কিনতে পারে। পালমেইরাস সান্তোসেরই নগর প্রতিদ্বন্দ্বী সাও পাওলোর ক্লাব হওয়ায় তাদেরও নেইমারের ব্যাপারে আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। তবে সেই সম্ভাবনায় শুরুতেই জল ঢেলে দিয়েছেন পালমেইরাসের সভাপতি লেইলা পেরেইরা। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘ইউএলও’-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চোটজর্জর নেইমারকে নিয়ে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলেছেন ৬০ বছর বয়সী এই মহিলা ক্রীড়া সংগঠক ও ব্যবসায়ী। তবে তিনি নেইমারের খেলার প্রশংসাও করেছেন।

চোট ও নেইমার অনেক আগে থেকেই সমার্থক হয়ে উঠেছে। এক বছর পর সম্প্রতি মাঠে ফিরলেও নতুন করে চোটে পড়ে আবারও এক মাসের জন্য ছিটকে গেছেন তিনি। এমন আনফিট খেলোয়াড়কে দলে দরকার নেই বলে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন পালমেইরাস সভাপতি লেইলা পেরেইরা, ‘‘নেইমারকে পালমেইরাসে চাই না। কারণ, এই ক্লাব কোনো চিকিৎসা বিভাগ (মেডিকেল) নয়। আমি এমন একজনকে চাই, যে অচিরেই দলে আসতে পারে, কোচের চাওয়া অনুযায়ী আগামীকালই খেলতে নেমে যেতে পারে। আনফিট কারও ক্লাবে সই করা আমি মেনে নেব না।’’ নেইমারকে প্রশংসায় ভাসিয়ে লেইলা পেরেইরা আরও বলেছেন, ‘‘নেইমার অনেক বড় মাপের খেলোয়াড়। তবে সে এখানে আসবে না, সান্তোসে যাবে। যদিও আমি ঠিক জানি না। প্রশ্নটা আপনাকে সান্তোসকে করতে হবে। এতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।’’ ২০২১ সাল থেকে পালমেইরাসের সভাপতির দায়িত্বে আছেন লেইলা পেরেইরা। ক্রীড়া সংগঠক ও ব্যবসার পাশাপাশি আইনজীবী ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর নামডাক আছে। ইউওএল জানিয়েছে, ৩ বছরের মধ্যেই লেইলা ব্রাজিলের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ক্রীড়া পরিচালক হয়ে উঠেছেন। আগামী বছর পালমেইরাসের সভাপতি নির্বাচনে তিনিই প্রধান প্রার্থী হতে যাচ্ছেন।

# পারথে নেই গিল! স্কোয়াডে আসতে পারেন বাঁ হাতি

**পারথ, ১৭ নভেম্বরঃ** বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরুর আগেই ধাক্কা। পারথ টেস্টে খেলতে পারবেন না শুভমন গিল। ম্যাচ প্র্যাক্টিসে স্লিপে ফিল্ডিংয়ের সময় লো-ক্যাচ নিতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন শুভমন। চেতেশ্বর পূজারা জাতীয় দলে ব্রাত্য। যশস্বীর অভিষেকের পর থেকে তিন নম্বরে ধারাবাহিক খেলে চলেছেন শুভমন। তাঁকে না পেলে ভারতীয় দল সমস্যায় পড়বে, নতুন করে বলার নেই। টেস্টেও প্রভাব পড়তে পারে। সেই ঝুঁকি নিতে নারাজ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বোর্ডের তরফে অবশ্য সরকারি ভাবে এখনও গিলের ছিটকে যাওয়ার কথা জানানো হয়নি। সিনিয়র টিমের আগে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিল ভারত এ দল। অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে। ভারত এ-দলের হয়ে খেলেছেন দেবদত্ত পাড়িক্কাল। এর আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জাতীয় দলে

ডাক পেয়েছিলেন দেবদত্ত। খেলার সুযোগ যদিও হয়নি। তাঁকে রেখে দেওয়া হতে পারে। দ্বিতীয় বিকল্প রয়েছেন বাঁ হাতি সাই সুদর্শন। অস্ট্রেলিয়ায় এ দলের হয়ে রান না পেলেও ঘরোয়া ক্রিকেট এবং কাউন্টিতে ধারাবাহিক রান করেছেন সাই। রোহিত, শুভমন দু-জনকেই না পাওয়া গেলে যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করতে পারেন অভিমন্যু ইশ্বরণ। সেক্ষেত্রে লোকেশ রাহুলকে তিনে খেলানো হতে পারে। মিডল অর্ডারে আসবেন ধ্রুব জুরেল। বোর্ডের তরফে সরকারি ঘোষণার পরই পরিস্থিতি পরিস্কার হবে।

রোহিত শর্মা পারথে খেলবেন কি না, এখনও চূড়ান্ত নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ দলের সঙ্গে থাকা দেবদত্ত পাড়িক্কালকে টেস্ট স্কোয়াডের সঙ্গে রেখে দেওয়া হতে পারে। আর এক বিকল্প থাকতে পারেন সাই সুদর্শন। ওয়াকায় নিজেদের মধ্যেই তিন দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছিল ভারত। তাতেই বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পান শুভমন। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, আঙুলে চিড় ধরা পড়েছে শুভমনের। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে খেলানো ঝুঁকিপূর্ণ। সেক্ষেত্রে বাকি

## শুভমনের ধাক্কার মাঝেই স্বস্তি গম্ভীরদের দলে!

# অনুশীলনে ফিরলেন চোট পাওয়া ব্যাটার

**পারথ, ১৭ নভেম্বরঃ** ২২ নভেম্বর থেকে পার্থে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট শুরু। তার আগে ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় দল। চোটের কারণে প্রথম টেস্টে খেলতে পারবেন না শুভমন গিল। তার মাঝেই ভাল খবর গৌতম গম্ভীরদের দলে। চোট পাওয়া ক্রিকেটার লোকেশ রাহুল অনুশীলনে ফিরেছেন। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সময় ডান হাতের কনুইয়ে চোট লেগেছিল রাহুলের। তার পরে আর খেলেননি তিনি। রাহুলের চোট কতটা গুরুতর তা নিয়ে সংশয় ছিল। রবিবার অনুশীলনে দেখা গিয়েছে তাঁকে। বেশ কিছু ক্ষণ ব্যাট করেছেন তিনি। দেখে মনে হয়নি কনুইয়ে কোনও সমস্যা হচ্ছে তাঁর। চোট পেয়েছেন আরও এক ব্যাটার সরফরাজ খান। তাঁরও কনুইয়ে লেগেছে। নেটে অনুশীলন করার সময় কনুই ধরে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তার পর থেকে আর ব্যাট করতে দেখা না গেলেও জানা গিয়েছে, সরফরাজের চোট তেমন গুরুতর নয়। পার্থে খেলতে পারবেন তিনি। প্রথম টেস্টে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সদ্য পুত্র হয়েছে তাঁর। তিনি ঈশ্বরণকে। নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে চুনকাম হয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছে ভারত।

খেলতে না পারলে ভারতের টপ অর্ডারে বদল হবে। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করতে হবে এক জনকে। তিন নম্বরে শুভমনের জায়গায় আর এক জন ক্রিকেটার দরকার। জানা গিয়েছে, রোহিত না খেললে ওপেন করতে পারেন রাহুল। তিন নম্বরে দেখা যেতে পারে বাংলার অভিমন্যু অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারলে ফাইনালে ওঠার সুযোগ থাকবে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের শুরুটা ভাল করতে চাইছে ভারত। তার জন্য অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ভাল খেলা খুব দরকার। রাহুল দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় দলে খেলছেন। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠায় তাই স্বস্তিতে থাকবেন গম্ভীর।

# ‘আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মঙ্গলময় ফলাফল নিয়ে মাঠে ফিরতে’

## মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামার আগে প্রতিক্রিয়া খালিদ জামিলের

**জামশেদপুর, ১৭ নভেম্বরঃ** আন্তর্জাতিক বিরতির ফাঁকে জামশেদপুর এফসি আইএসএলে তাঁদের পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ২৩ নভেম্বর মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে কলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ সফরে যাওয়ার আগে, জামশেদপুর তাঁদের দলগত ঐক্য এবং কৌশলগত দিক থেকে নিজেদের প্রস্তুত করতে তৈরি। এই ম্যাচ নিয়ে কি প্রতিক্রিয়া জামশেদপুর কোচ খালিদ জামিলের। চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের পর দীর্ঘ বিরতি শেষে জামশেদপুরের খেলোয়াড়রা আবারও মাঠে ফিরে এসেছে। এই বিরতি দলের জন্য পুনরায় শক্তি সঞ্চয় এবং ভবিষ্যতের ম্যাচগুলোতে নিজেদের আরও উন্নত করার সুযোগ এনে দিয়েছে। খেলোয়াড়রা ফিটনেস এবং ট্যাকটিক্যাল প্রস্তুতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে যাতে তাঁরা পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আরও ভালো

পারফরম্যান্স করতে পারে। জামশেদপুর এফসির প্রধান কোচ খালিদ জামিল জানিয়েছেন, দলের উন্নতির জন্য তারা অনেক দিকেই কাজ করছেন। ‘‘এই বিরতিকে আমরা একটি সুযোগ হিসেবে দেখছি, যাতে দলের শক্তি এবং কৌশলগত দিকগুলো আরও নিখুঁত করা যায়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মঙ্গলময় ফলাফল নিয়ে মাঠে ফিরতে’’, বলেও জানান খালিদ জামিল। তবে শুধু শারীরিক প্রস্তুতি নয়, মানসিক প্রস্তুতিও জরুরি। দলের খেলোয়াড়রা একে অপরকে উৎসাহিত করছে এবং মনোযোগী হয়ে কঠোর পরিশ্রম করছে, যাতে তারা আসন্ন ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিতে পারে। দলের মিডফিল্ডার মোবাশির রহমান বলেন, ‘‘এই বিরতিকে আমরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ হিসেবে নিচ্ছি। আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি, একে অপরকে সমর্থন দিচ্ছি এবং আমাদের উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ করছি।’’ আগামী ২৩ নভেম্বর জামশেদপুরের দলের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। কলকাতায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে ম্যাচটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জামশেদপুরের লক্ষ্য এখন আইএসএল-এর পয়েন্ট টেবিলে আরও উপরে উঠা। জামশেদপুরের ফুটবল দলের এই ম্যাচে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে তাদের দলগত ঐক্য এবং কৌশলগত প্রস্তুতির মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। দলের সমর্থকরা আশা করছেন, জামশেদপুর তাদের সামর্থ্য এবং মনোভাবের ভিত্তিতে এই ম্যাচে ভালো ফলাফল এনে দিবে। সমর্থকদের উৎসাহ এবং প্রেরণার সঙ্গে দলটি আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামবে, এবং নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে। বিরতির পর জামশেদপুর এফসি এখন পুরোপুরি প্রস্তুত এবং প্রত্যাশিতভাবে মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দলের খেলা দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে, এবং এই ম্যাচটি ফুটবলপ্রেমীদের জন্য একটি অসাধারণ লড়াই হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক বিরতির পর এখন দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় আসছে। প্রতিটি খেলোয়াড় এবং কোচ একসঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করছেন যাতে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য দল পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। ২৩ নভেম্বর মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর জামশেদপুর তাদের সেরাটা প্রদর্শন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারণ গত দুই ম্যাচে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এবং চেন্নাইয়িন এফসির কাছেই বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে খালিদ জামিলের দল।


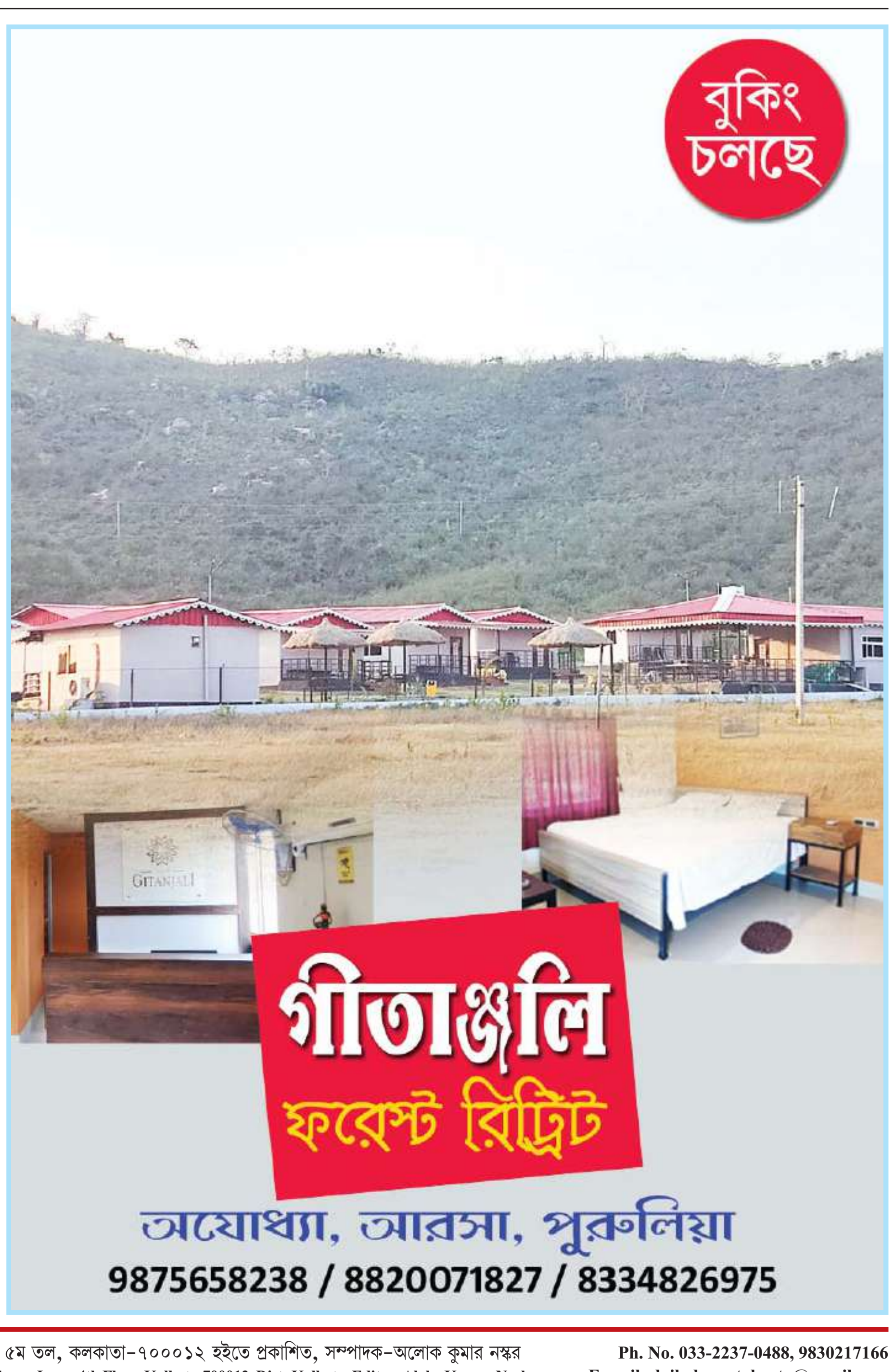



# ৭ গোলে নেশনস লিগে জার্মানির রেকর্ড

**ফ্রেইবুর্গ, ১৭ নভেম্বরঃ** নকআউট পর্বের টিকেট আগেই নিশ্চিত করেছে জার্মানি। ফ্রেইবুর্গ শনিবার রাতে ৭-০ গোলে জিতে গ্রুপ সেরা হলো তারা। এই গোল উৎসবে দুবার করে জালে বল পাঠিয়েছেন টিম ক্লাইনডিন্সট ও ফ্লোরিয়ান ভিরজ। তাদের অন্য তিন গোলদাতা জামাল মুসিয়ালা, কাই হাভার্টজ ও লেরয় সানে। পাঁচ ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট জার্মানির। দিনের আরেক ম্যাচে হাঙ্গেরিকে ৪-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ আটে উঠেছে নেদারল্যান্ডস, তাদের পয়েন্ট ৮। ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে হাঙ্গেরি। আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়া বসনিয়া ১ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে। শক্তিতে অনেক পিছিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে শুরুতে জার্মানিকে এগিয়ে দেন মুসিয়ালা। জসুয়া কিমিখের ক্রস বক্সে পেয়ে দারুণ হেডে গোলটি করেন তিনি। ২৩তম মিনিটে বুদ্ধিদীপ্ত এক টোকায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ক্লাইনডিন্সট। বক্সের বাইরে থেকে হোবার্ত আনড্রিসের শট হয়তো পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যেত, মাঝপথে ছোট্ট এক টোকায় সেই অনিশ্চয়তা দূর করেন বরুশিয়া

মনশেনগ্লাডবাখের ফরোয়ার্ড। জাতীয় দলের হয়ে এটাই তার প্রথম গোল। দুই মিনিট পরই মিলতে পারতো তৃতীয় গোল। তবে এবার আর ব্যর্থ হননি বসনিয়া গোলরক্ষক নিকোলা ভাসিলিভ। হাভার্টজের হেড ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন তিনি। প্রথমার্ধের প্রায় ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে, আক্রমণের ঢেউ তোলা জার্মানি ৩৭তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ায়। ফ্লোরিয়ান ভিরজের ছোট পাস পেয়ে কাছ থেকে কোনাকুনি শটে জালে পাঠান হাভার্টজ। বিরতির ঠিক আগে পাল্টা আক্রমণে ব্যবধান কমানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হারায় বসনিয়া। ওয়ান-অন-ওয়ানে এর্মেদিনের শট পা বাড়িয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক অলিভার বাউমান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকেই আরও দুবার জালে বল পাঠিয়ে বড় জয়ের পথে এগিয়ে যায় জার্মানি। ৫০তম মিনিটে দারুণ ফ্রি কিকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ভিরজ। সাত মিনিট পর কাছ থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলে স্কোরলাইন ৫-০ করেন বায়ার লেভারকুজেনের এই মিডফিল্ডার। একচেটিয়া চাপ ধরে রেখে ৬৬তম মিনিটে দুর্দান্ত একটি গোল করেন সানে। হাভার্টজের পাস ধরে দারুণ দুই ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে শট নেন বায়ার্ন মিউনিখ ফরোয়ার্ড, গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে বলের গতি কমালেও আটকাতে পারেননি। ৭৯তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ক্লাইনডিন্সট। আন্টোনিও রুডিগারের উঁচু করে গোলমুখে বাড়ানো থ্রু বল স্লাইড করে টোকায় জালে পাঠান ২৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। চার মিনিট পর হতে পারতো আরও একটি। তবে পাসকেল গ্রসের শট সতীর্থ বেনিয়ামিনের হাতে লেগে বাইরে চলে যায়। হতাশাময় দিনে আরও একটি গোল খাওয়া থেকে বেঁচে যায় বসনিয়া।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com